পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 123 Saturday, 4 April, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ১২৩ সংখ্যা ✻ ২০ চৈত্র ১৪৩২, শনিবার, ৪ এপ্রিল ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

## রথীন, দেবাশিস, সুজিতকে ইডির তলবে প্রশ্ন তুলল তৃণমূল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩ এপ্রিলঃ** রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ফের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি-র সক্রিয়তা ঘিরে চর্চা তুঙ্গে। জমি দখল সংক্রান্ত মামলায় রাসবিহারী কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক এবং তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমারকে আবারও তলব করেছিল ইডি। শুক্রবার সকালে তিনি নির্দিষ্ট সময়েই হাজিরা দেন সিজিও কমপ্লেক্সে। একই সময়ে ইডি আরও চাপ বাড়িয়েছে রাজ্যের শাসক দলের উপর। দুই বিদায়ী মন্ত্রী তথা তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসু ও রথীন ঘোষকেও পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তলব করেছে ইডি। তাঁদের যথাক্রমে ৬ এপ্রিল এবং ৮ এপ্রিল হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। ফলে নির্বাচনের মুখে তিন প্রার্থীর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থার এই পদক্ষেপ স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন ফেলেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসকদলের অন্দরে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, কেন একের পর এক তৃণমূলের প্রার্থীদেরই তলব করা হচ্ছে। ভোটের আগে রাজ্যজুড়ে বেআইনি অর্থ উদ্ধারে ইডি সক্রিয় হয়েছে ঠিকই, বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে বিপুল নগদ উদ্ধারও হয়েছে। কিন্তু সেই অভিযানের পাশাপাশি নির্দিষ্টভাবে শাসকদলের প্রার্থীদেরই কেন ডাকা হচ্ছে, তা নিয়ে জোরালো আলোচনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। জমি দখলের অভিযোগকে কেন্দ্র করে গত কয়েক দিন ধরেই ইডির তৎপরতা বেড়েছে। এর আগেও কলকাতা এবং সংলগ্ন একাধিক এলাকায় হানা দিয়েছিল তদন্তকারী সংস্থা। একটি সংস্থার বিভিন্ন দফতরে একাধিকবার তল্লাশি চালানো হয়েছে। তদন্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, জমি দখল সংক্রান্ত অন্তত ১৬ থেকে ১৭টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেই অভিযোগগুলির ভিত্তিতেই গোটা তদন্ত এগোচ্ছে। তল্লাশি অভিযানের পর দেবাশিস কুমারকে প্রথমবার ডাকা হয়েছিল গত সোমবার। সে সময় ইডি দফতর থেকে বেরিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, একটি মামলার সূত্রেই তাঁকে তলব করা হয়েছিল এবং প্রয়োজনে আবারও হাজিরা দেবেন। সেই মতো শুক্রবার ফের তিনি হাজির হন। তবে এদিন সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে খুব বেশি কিছু বলতে চাননি তিনি। সব মিলিয়ে, নির্বাচনের ঠিক আগে এই ধারাবাহিক তলব এবং তদন্ত ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। একদিকে কেন্দ্রীয় সংস্থার অভিযান, অন্যদিকে তার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা - এই দ্বিমুখী পরিস্থিতিতে আগামী দিনে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেটাই এখন দেখার।

## বাংলায় থাকছে ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ এপ্রিলঃ** ভোটের ফলপ্রকাশের পরেও রাজ্যে থাকবে ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। ভোট পরবর্তী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত কমিশনের। থাকবে ৫০০ কোম্পানি সিএপিএফ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। ইভিএম, স্ট্রং রুম এবং গণনা কেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য থাকছে ২০০ কোম্পানি সিএপিএফ। যতক্ষণ না গণনার কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তাঁদের রেখে দেওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় নানা জায়গাতেই রিপোলের দাবিও ওঠে। তাই সে ক্ষেত্রে যাতে নতুন করে কোনও গোলযোগ না হয়, নতুন করে যাতে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি না হয়, স্ট্রং রুম যাতে নষ্ট করে ফেলা না হয়, ইভিএমের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় এই সমস্ত কারণেই আরও ২০০ কোম্পানি সিএপিএফ জওয়ানদের রাখা হচ্ছে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারনা, অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েই এই পদক্ষেপের পথে হাঁটছে কমিশন। কিন্তু এভাবে এই বড় সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন সিদ্ধান্ত নজিরবিহীন বলেই মনে করা হচ্ছে। সোজা কথায়, ভোটের সময় বাংলায় মোতায়েন থাকছে আড়াই হাজার কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। তার মধ্যে ভোট মিটলে বাংলায় থেকে যাচ্ছে ৭০০ কোম্পানি।

# ‘প্রধানমন্ত্রীকে বলুন আমার সঙ্গে এক মঞ্চে ডিবেট করতে, মুখোশ টেনে খুলে দেব’

**মোদিকে চ্যালেঞ্জ মমতার**

**নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩ এপ্রিলঃ** শুক্রবারের সভা থেকে ভোটারদের বিজেপির বিরুদ্ধে সবাই মিলে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আবেদন, ঝাড়ু নিয়ে ভোট দিতে যাবেন। এরা সিপিআইএম-এর থেকেও ভয়ঙ্কর। সব সিপিএম এখন বিজেপি করে। এরা খুব বিষাক্ত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘যারা ভোটারদের নাম কেটেছে তাদের একটিও ভোট দেবেন না। যাদের নাম বাদ গেছে তারা তারাতারি ট্রাইব্যুনালে আপিল করুন। দরখাস্তের ফর্ম দিয়ে সাহায্য করুন পার্টি অফিস থেকে।’’ তাঁর অভিযোগ, এরা চায় তৃণমূলের ১০-২০টা প্রার্থীর নাম বাতিল করে দিতে। মালদার ঘটনা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘একটা ঘটনা বাংলার সম্মান নষ্ট করে দিয়েছে।’’ আসাদউদ্দিন ওয়েইসিকে আক্রমণ করে তাঁর দাবি, ‘‘এটা স্থানীয় মানুষের ভুল নয়। হায়দরাবাদ থেকে এল বিজেপির কোকিল, আর কিছু কমিউনাল লোক। তারা ভোটের সময় বিহারে গিয়ে ভোট ভেঙে বিজেপিকে জিতিয়েছিল। মালদাতেও তারা এই করেছে।’’ রাজ্যের সিআইডি-র প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘যে করেছে তাকে আমরা হাতেনাতে ধরেছি। লোকাল পুলিশ নয়, সিআইডি ধরেছে।’’ তাঁর দাবি, কমিশন স্থানীয় পুলিশ এবং প্রশাসনকে বদলে দিয়েছে এবং তাঁর হাতে কোনও ক্ষমতা নেই। কিন্তু এর মাঝেও সিআইডি তাঁর হাতে রয়েছে। সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাঁর দাবি, এখনও তাঁর হাতে সুযোগ থাকলে আইনশৃঙ্খলা ঠিক থাকবে। তাঁর অভিযোগ, যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তারা বহিরাগত। তিনি আবেদন জানিয়েছেন, ‘‘খবর রাখুন বাইরের কারা আসছে। গেস্ট হাউজ বুক করছে, থাকছে। কারা ক্রস বর্ডার টেররিজম করছে।’’ তাঁর প্রশ্ন, এত সেন্ট্রাল ফোর্স থেকেও কেন এসব রুখতে পারছেন না? আপনাদের আতিথেয়তা দেব আমরা আর আমাদের ভোট লুঠ করে চলে যাবেন তা হতে পারে না।’’ প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রীকে বলুন আমার সঙ্গে এক মঞ্চে ডিবেট করতে। মুখোশ টেনে খুলে দেব। টেলিপ্রম্পটার ছাড়া কোনও কথা বলতে পারে না, শুধু সাজানো ইন্টারভিউ দেয়। আমরা ভুল বললেও সেটা আমরা সংশোধন করি।’’ তিনি ডবল ইঞ্জিন সরকারকে নিশানা করে প্রশ্ন করেন, ‘‘বিজেপিকে কেন ভোট দেবেন? সাংসদ

হয়ে কিছু করেনি।’’ বাংলা বলায় অন্যান্য রাজ্যে বাংলার মানুষকে আক্রান্ত হতে হচ্ছে। সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘‘আগামিদিনে টিকে থাকতে হলে তৃণমূলকে ভোটে জেতাতে হবে।’’ কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ‘‘আগে মণিপুর সামলান তারপর বাংলার দিকে তাকান মোটা ভাই। সঙ্গে আছে এজেন্সি, তাই মোটা ভাইয়ের কত আনন্দ। শুধু ফোন করে আর থ্রেট করে।’’ তাঁর আহ্বান, এবার লড়াই দুরন্ত হতে হবে। নাম কাটার বদলা নিতে হবে। সংখ্যালঘুদের সাবধান তিনি বলেন, ‘‘বিহারের মত ভোট কাটার খেলা চলছে। আমার মন বলছে এরা তাড়াতাড়ি বিদায় নেবে। তার জন্য বাংলার ভোট জেতা জরুরি।’’ তাঁর অভিযোগ, ঝড়-জলে মোটা ভাই কোথায় থাকে? নির্বাচন এলেই বসন্তের কোকিল ডাকা শুরু করে। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের সব আধিকারিকদের বদলে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আধিকারিকদের বদলে দিয়ে বাংলায় বিজেপিকে সাহায্য করছে তারা। এর মাঝেই মালদহের ঘটনায় অভিযুক্তকে ধরেছে সিআইডি। এই কথা জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘সব আধিকারিক এবং স্থানীয় পুলিশকে বদলে দিয়েছে কমিশন। এখনও একমাত্র সিআইডি যেটা আমি দেখি। তারা এনআইএ আসার আগেই গ্রেপ্তার করেছে অভিযুক্তকে। মোফাক্কেরুল নেপালে পালাচ্ছিল। সেই সময়েই তাকে আটক করে সিআইডি।’’ হরিরামপুরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বোঝানোর চেষ্টা করেন তিনিই এখনও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা সামলাচ্ছেন, কিন্তু কমিশন সেটা করতে ব্যর্থ। আধিকারিক বদলের খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘পাঁচ রাজ্যে ভোট হচ্ছে। অসম, তামিলনাড়ু, কেরল, বাংলা এবং পন্ডিচেরি। ৫০৬ অফিসার বদল হয়েছে। এর মধ্যে শুধু বাংলায় ৪৮৩ জনকে বদলি করেছে।’’ নতুন আধিকারিকদের সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘নতুন আধিকারিকরা সবাই বাংলার লোক। আমি জানি তারা বাংলাকে সাহায্য করবেন। আমাকে সমর্থন করতে হবে না। বাংলার ভোট নির্বিঘ্নে করুন।’’ আসাদউদ্দিন ওয়েইসিকে সরাসরি আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘মুম্বই থেকে ধার করে এনেছে। বিহারে এরাই বিজেপিকে জিতিয়েছে।’’ কেন্দ্রকে আক্রমণ শানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, রাজ্যের সব আধিকারিকদের বদলে দেওয়া হয়েছে যাতে নির্বাচনের সময়ে টাকা-অস্ত্রের মত জিনিস সহজে এই রাজ্যে নিয়ে আসা যায়। তাঁর দাবি, সিআরপিএফ-এর গাড়িতে টাকা আসছে, যাতে সীমানায় কেউ আটকাতে না পারে। তিনি বলেন, ‘‘আমার কাছে খবর আছে, আমি ঠিক সময়ে সবাইকে জানিয়ে দেব।’’ বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বুঝে নেব, দুর্দান্ত খেলা হবে। ও মোটা ভাই যতই চক্রান্ত করো, জেনে রেখো, তোমার মুখ দেখবে আর ভোট কাটবে।’’ মুখ্যমন্ত্রীর আশঙ্কা, ‘‘পরের সংসদে ডিলিমিটেশনের বিল আনবে। আবার বাংলাকে ভাঙবে, টুকরো টুকরো করবে। আপনাদের এবং বিহারের কিছু জেলা নিয়ে নতুন রাজ্য করতে চায়।’’ তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘‘তৃণমূল সরকার হলে আমরা ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না।’’

## কালিয়াচকের বিডিও অফিসে এনআইএ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ৩ এপ্রিলঃ** মালদহে অশান্তির ঘটনার তদন্তে কালিয়াচক বিডিও অফিসে পৌঁছল এনআইএ-এর তদন্তকারী দল। তার আগে মোথাবাড়ি থানায় যান আইজি সোনিয়া সিং, সঙ্গে ২৪ জন অফিসার। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার প্রতিবাদে বুধবার দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মালদহের মোথাবাড়ি, সুজাপুর-সহ বিভিন্ন এলাকা। এসআইআর-এর কাজে নিযুক্ত সাত জন বিচারককে কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসের ভিতর রাত পর্যন্ত আটকে রাখার অভিযোগ ওঠে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টকে জানান। তার পরেই বৃহস্পতিবার সকালে এসআইআর মামলাটি শুনতে চায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ। এসআইআরের কাজে যুক্ত বিচারকদের নিরাপত্তা দিতে না পারায় রাজ্য প্রশাসনকে ভর্ৎসনা করেন দেশের প্রধান বিচারপতি। মালদহের ঘটনায় সিবিআই বা এনআইএ-কে দিয়ে তদন্ত করানোর কথা কমিশনকে বলে শীর্ষ আদালত।

সেই সঙ্গে আরও একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়েছে তারা। নির্বাচন কমিশনকে বলা হয়েছে, এসআইআরের কাজে নিযুক্ত বিচারকদের (বা বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের) পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে হবে। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে তাঁদের বাসভবনেরও। নিরাপত্তাগত ঝুঁকি থাকলে তা পর্যালোচনা করে বিচারকদের পরিবারকেও সুরক্ষিত রাখার বন্দোবস্ত করতে বলা হয়েছে কমিশনকে। বৃহস্পতিবার মালদহের পাশাপাশি রাজ্যের আরও কিছু জায়গায় সংঘাত শুরু হয়েছে। এর পরেই বৃহস্পতিবার বিকেলে সিইও, রাজ্য পুলিশ এবং প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে কমিশন আইনশৃঙ্খলা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে। তার পরপরই নির্বাচন কমিশন ঠিক করে নেয়, ঘটনার তদন্ত করবে এনআইএ। সেই মোতাবেক শুক্রবার বেলা গড়ানোর আগেই কলকাতায় এসে পৌঁছন এনআইএ-র দুঁদে অফিসার আইজি সোনিয়া সিং ও ২৪ জন অফিসার। বৃহস্পতিবার মালদহের ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন। শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, সিবিআই অথবা এনআইএ-র মতো স্বাধীন সংস্থাকে দিয়েই তদন্ত করাতে হবে কমিশনকে। এর পরেই এনআইএ-কে দিয়ে তদন্ত করানোর সিদ্ধান্ত নেয় দিল্লির নির্বাচন সদন।

**জয়পুরে বিস্ফোরক অভিষেক**

## ‘অজিতবাবু ছেলের টিকিটের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সমঝোতা করেছেন’

**নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৩ এপ্রিলঃ** পুরুলিয়ার জয়পুরে তৃণমূলের প্রার্থী অর্জুন মাহাতোর সমর্থনে শুক্রবার জনসভা করেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্জুন মাহাতোর রাজনৈতিক লড়াই আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, তাঁকে জেতালে বিধানসভার মানুষের জন্য তিনি কাজ করতে পারবেন। বিধানসভার মধ্যে থাকা উনিশটি পঞ্চায়েতে গত পনেরো বছর আগে কী অবস্থা ছিল তা মনে করিয়ে দেব অভিষেক। তিনি বলেন, ‘‘আপনারা জানেন এই এলাকা এখন অনেক উন্নত হয়েছে। এখানে আগে বিদ্যুৎ গেলে দু’দিন লাগত ফিরতে। এখন আর বিদ্যুৎ যায় না। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। বহু দশকের সমস্যা মিটেছে।’’ মাওবাদী আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে তাঁর দাবি,

এলাকার সব জায়গায় দৌড়ে বেড়াতে পারবেন। পাশাপাশি, বিজেপি প্রার্থীকে পারিবারিক রাজনীতির ফসল বলে কটাক্ষ করেন তিনি। অর্জুন মাহাতোর সঙ্গে মানুষের পরিচয় করিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তিনি তৃণমূল স্তর থেকে উঠে আসা নেতা। তাঁর কোনও পারিবারিক রাজনীতির ইতিহাস নেই। সাংসদ জানিয়েছেন, অর্জুন নিজে কষ্ট করে বিভিন্ন স্তরে রাজনীতি করে উঠে এসেছেন অর্জুন। অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে বহিরাগত হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। অভিষেক বং দ্যাপাধ্যায় বলেন, ‘‘বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীর বাড়ি বাঘমুন্ডিতে। এখানে তিনি থাকেন না।’’ পারিবারিক রাজনীতির কথা তুলে তিনি বলেন, ‘‘নিজের কোনও স্বতন্ত্র পরিচয় নেই। বাবা অজিত মাহাতোর পরিচয়ে বিজেপি সমর্থিত প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছেন।’’ অজিত মাহাতোর বিরুদ্ধে তোপ দেগে অভিষেক বলেন, ‘‘অজিতবাবু নিজের ছেলের টিকিটের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে গিয়ে সমঝোতা করে এসেছেন।’’ জয়পুর মাওবাদীদের মুক্তাঞ্চল ছিল এই এলাকা। কিন্তু, এখন রাত ১২টার পরেও মানুষ ঘুরতে পারে রাস্তায়। কুড়মি আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে তাঁর দাবি, দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে তফসিলি কুড়মি ভাইদের লড়াইয়ের পাশে সরকার দাঁড়িয়েছে। রাজ্য ক্যাবিনেটে সম্মতি নিয়ে কেন্দ্রের কাছে ষষ্ঠ তফসিলের সুপারিশ পাঠিয়েছে। কুড়মালি ভাষাকে তফশিলির অন্তর্ভুক্ত করার করার দাবি মেনে রাজ্য সরকার দাবি জানিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, অজিত বাবুরা এই বিষয়ে প্রশ্ন না করে নিজের ছেলের জন্য ডিল করে এসেছেন। বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে অভিষেক বলেন, ‘‘এখানে বিধায়ক বিজেপি-র। পাশের ঝালদায় বিজেপি সাংসদের বাড়ি। তারা মোদির রিপোর্ট কার্ড এনে প্রমাণ করুক রাজ্যকে কত টাকার সাহায্য করেছে বিজেপি। ওঁরা সেটা করতে পারলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।’’ তিনি বলেন, ‘‘আমরা গতবার প্রার্থী দিতে পারিনি। তার পরেও সব সরকারি যোজনার টাকা এখানকার মানুষ পাচ্ছেন।’’

## ‘চার বার বিয়ের সুযোগ পাবে না’, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে বড় ঘোষণা অমিত শাহের

**সংবাদ সংস্থা, দুধোনি, ৩ এপ্রিলঃ** দেশের মধ্যে উত্তরাখণ্ড প্রথম রাজ্য যেখানে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু হয়েছে। অসম দ্বিতীয় রাজ্য হতে চলেছে? এমনটাই ইঙ্গিত দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অসমের গোয়ালপাড়ায় নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, ‘‘অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিশ্চিত করবে যে অনুপ্রবেশকারীরা যাতে চারবার বিয়ে করতে না পারে।’’ এ দিন নির্বাচনী প্রচারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়নের জন্য রোডম্যাপ তৈরি করেছেন। বিজেপি আবার ক্ষমতায় ফিরলেই তা কার্যকর হবে। আদিবাসীদের জন্য বিজেপির উন্নয়নকাজের খতিয়ান দিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ বলেন যে প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বেই দেশ প্রথম আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতি পেয়েছে। তিনি বলেন, ‘‘কংগ্রেস কখনও আদিবাসী মহিলাকে দেশের রাষ্ট্রপতি করেনি, কিন্তু মোদিজি সেই পরিবর্তন করেছেন এবং দ্রৌপদী মুর্মু দেশের প্রথম নাগরিক হয়েছেন।’’

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রথমেই জানান যে আদিবাসী এলাকাগুলিতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর হবে না। সম্প্রতি মেঘালয়ে অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করে যে অশান্তি তৈরি হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘আদিবাসী মহিলাদের বিয়ে করে অনুপ্রবেশকারীরা গারো হিলস স্বশাসিত জেলা কাউন্সিলের নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করেছে। সেখান থেকেই অশান্তির সৃষ্টি হয়।’’ প্রসঙ্গত, অভিন্ন দেওয়ানি বিধিতে বহুগামিতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। লিভ ইন সম্পর্কের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। লিভ ইন সম্পর্কে জন্মানো সন্তানকে বৈধ সন্তান বলেই স্বীকৃতি দেওয়া হবে। অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে বিজেপির কঠোর অবস্থান স্পষ্ট করে অমিত শাহ বলেন যে ভোট দিয়ে বিজেপিকে যদি ফের ক্ষমতায় আনা হয়, তাহলে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। তিনি বলেন, ‘‘অসমে আমাদের পাঁচ বছর দিন, আমরা রাজ্য থেকে অনুপ্রবেশকারীদের উৎখাত করব এবং সবাইকে ফেরত পাঠাবো। অভিন্ন দেওয়ানি বিধিতে নিশ্চিত করা হবে যে অনুপ্রবেশকারীরা যাতে চার বার বিয়ে করতে না পারে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা অসমে শান্তি এনেছি। যদি কংগ্রেস কয়েকটা আসনেও জয়ী হয়, তাহলে রাজ্য আবার অস্থিরতার মুখে পড়বে।’’ আগামী ৯ এপ্রিল অসমে বিধানসভা নির্বাচন। আগামী ৪ মে নির্বাচনের ফল প্রকাশ হবে।

# কত ফর্ম-৬ জমা পড়েছে? সিসিটিভি ফুটেজ সহ তালিকা দেবে কমিশন, দাবি তৃণমূলের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ এপ্রিলঃ** রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়েছে ফর্ম-৬ ইস্যু। অস্বাভাবিকভাবে বিপুল সংখ্যায় নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্তির আবেদন জমা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সিইও দফতরে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে একাধিক অভিযোগ করে এসেছিলেন। তাঁর অন্যতম দাবি ছিল, সিসিটিভি ফুটেজ এবং এই সংক্রান্ত তালিকা প্রকাশ। শুক্রবার তৃণমূল দাবি করল, এই কাজ করতে রাজি হয়েছে কমিশন। এদিন সিইও দফতরে যায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অরূপ বিশ্বাস বলেন, কত ফর্ম-৬ জমা পড়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ সহ জানাবে বলে জানিয়েছে কমিশন। তাঁর কথায়, ‘‘অবৈধভাবে সাড়ে ১০ হাজার ফর্ম-৬ জমা দেওয়া হয়েছে। প্রথমে এটা মানতেই চাইছিল না কমিশন। কিন্তু আজকের বৈঠকের পর তাঁরা জানিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করা হবে। আর যারা জমা দিয়েছে তাদের তালিকাও তারা দেবে বিধানসভাভিত্তিক।’’ অরূপের খোঁচা, বিশেষ

কোনও উদ্দেশ্য নিয়েই এই কাজ করেছে নির্বাচন কমিশন। তিনি মনে করেন - ডাল মে কুচ কালা হ্যায়! গত সোমবার বিকেলে রাজ্যের সিইও দফতরে গেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন তুলেছিলেন, সিইও অফিসের দোতলায় কী রাখা রয়েছে? অভিযোগ, যাঁদের সঙ্গে বাংলার কোনও স্থায়ী যোগ নেই, তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এর পিছনে একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করছে বলেই দাবি করেন তিনি। তাঁর আশঙ্কা, ভিনরাজ্যের ‘পরিযায়ী’ লোকজনকে ভোটার সাজিয়ে বাংলার ভোটের ভবিষ্যৎ বদলে দেওয়ার চেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির এবং সেই কাজ সঙ্গত দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। এই প্রেক্ষিতেই সিইও দফতরের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশের দাবি জানান তিনি। কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্যকে নিশানা করে তাঁর এও অভিযোগ, জোর করে বিহার-উত্তরপ্রদেশ থেকে লোক ঢোকাতে ফর্ম-৬ ফিল-আপ করানো হচ্ছে। আর অমিতই দিল্লি থেকে ফোন করিয়ে এটা করাচ্ছেন। মহারাষ্ট্র, দিল্লিতেও এমনটা হয়েছিল। এবার তৃণমূলকে হারাতে বাংলায় এই কাজ করছে বিজেপি-কমিশন। তাঁর আরও দাবি, পরিকল্পিতভাবে বাইরের রাজ্য থেকে মানুষ এনে বাংলার ভোটার তালিকায় নাম তোলা হচ্ছে। ‘‘বাংলাকে বাংলাদেশ বানানোর কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু আদতে বাংলাকে উত্তরপ্রদেশ-বিহার বানানোর চেষ্টা চলছে’’, - এই মন্তব্যে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র করে তুলেছেন তৃণমূল নেতা।

## ‘গুড ফ্রাইডে’ উপলক্ষ্যে কলকাতায় বিশেষ প্রার্থনা, শুভেচ্ছা মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩ এপ্রিলঃ ‘গুড ফ্রাইডে’ উপলক্ষ্যে শুক্রবার কলকাতায় মিশনারিজ অব চ্যারিটি-র মাদার টেরেসা হাউসে বিশেষ প্রার্থনায় অংশ নিলেন ভক্তরা। কলকাতায় বিভিন্ন গির্জায় এদিন গুড ফ্রাইডে পালিত হয়। বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল-সহ শহরের বিভিন্ন গির্জায় যীশুর বাণী প্রচার এবং আত্মশুদ্ধির জন্য সমবেত প্রার্থনা করা হয়।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গুড ফ্রাইডে উপলক্ষ্যে শুভকামনা জানিয়েছেন। এক্স মাধ্যমে এক বার্তায় মমতা জানান, গুড ফ্রাইডে হলো অনুতাপ, প্রার্থনা ও ত্যাগের দিন। আমার সকল খ্রিষ্টান ভাই ও বোনদের জন্য একটি সুন্দর ও আশীর্বাদপূর্ণ দিনের শুভেচ্ছা।

## স্তব্ধতাকে নীরবতা ভাববেন না, এএপি-কে রাঘবের বার্তা

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিলঃ স্তব্ধতাকে নীরবতা ভাববেন না, এএপি-কে এই বার্তা দিলেন রাঘব চাড্ডা। রাজ্যসভায় এএপি-র ডেপুটি লিডারের পদ হারানোর পর নিরবতা ভেঙে এমনটাই বললেন তিনি। আসলে রাঘবকে ডেপুটি লিডারের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে এএপি। এই বিষয়ে রাজ্যসভায় চিঠি দিয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। তাদের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, দলের তরফে রাঘবের বদলে ডেপুটি লিডার করা হবে অশোক মিত্তলকে। পাশাপাশি এএপি দাবি করেছে, দলের জন্য যেই বলার সময় বরাদ্দ, সেটা যেন রাঘবকে না দেওয়া হয়। আর তাতেই চটেছেন চাড্ডা। তিনি নিজের এক্স প্রোফাইলে এসে দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, স্তব্ধতাকে নীরবতা ভাববেন না।তাঁর অভিযোগ, 'আম আদমি পার্টি রাজ্যসভার সেক্রেটেরিয়েটকে এটা বলেছে যে রাঘব চাড্ডার পার্লামেন্টে বলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক। হ্যাঁ ঠিকই শুনছেন। আম আদমি পার্টি পার্লামেন্টকে এটা বলেছে, যেন রাঘব চাড্ডাকে পার্লামেন্টে না বলতে দেওয়া হয়। এখন প্রশ্ন হল, কেন কেউ আমার কথা বলার উপর নিষেধাজ্ঞা আনতে চাইছেন না? আমি তো যখনই কথা বলি, তখন সাধারণ মানুষের হয়ে কথা বলি।’

## পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা ১৫৬৩ ছাড়াল, উদ্বেগ বাড়ছে মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে

দুবাই, ৩ এপ্রিল ঃ আমেরিকা-ইজরায়েল ও ইরানের মধ্যে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে চলা সংঘাতে ভয়াবহ মানবিক ক্ষয়ক্ষতির ছবি সামনে আসছে। শুক্রবার জানা গেছে, ২ এপ্রিল পর্যন্ত এই যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা ১৫৬৩ ছাড়িয়েছে। পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, লেবাননে সবচেয়ে বেশি ১,৩৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন ৪,০৪০ জন। ইজরায়েলে ২৮ জন নিহত ও ৩,২২৩ জন আহত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রে নিহত ১৩ এবং আহত ২০০ জন।এছাড়া ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ৪ জন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে ১২ জন নিহত ও ১৬৯ জন আহত, বাহরাইনে ৩ জন, সৌদি আরবে ২ জন নিহত ও ২০ জন আহত, কুয়েতে ৬ জন, ওমানে ৩ জন এবং সিরিয়ায় ৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ইরাকে নিহতের সংখ্যা ১০৭। অন্যদিকে কাতারে ১৬ জন এবং জর্ডনে ২০ জন আহত হয়েছেন।বিশ্লেষকদের মতে, এই সংঘাত দ্রুত থামানো না গেলে গোটা অঞ্চলে মানবিক সংকট আরও গভীর হতে পারে।

### ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

# নৌবাহিনীর শক্তিতে নতুন মাত্রা, আইএনএস তারাগিরি অন্তর্ভুক্তিতে জোর দিলেন রাজনাথ সিং

বিশাখাপত্তনম, ৩ এপ্রিলঃভারতের সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আরও এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঘটল শুক্রবার। অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ আইএনএস তারাগিরি আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হল। এই উপলক্ষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী Rajnath Singh স্পষ্ট ভাষায় জানালেন, এই নতুন রণতরীর অন্তর্ভুক্তি দেশের নৌ-শক্তিকে আরও সুসংহত ও শক্তিশালী করে তুলবে। বিশাখাপত্তনমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, আইএনএস তারাগিরি শুধু একটি যুদ্ধজাহাজ নয়, এটি ভারতের নৌবাহিনীর শক্তি, মূল্যবোধ এবং অঙ্গীকারের প্রতীক। তাঁর কথায়, এই রণতরীর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু দেশের সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও সক্ষম করে তুলবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক জলসীমায় ভারতের উপস্থিতিকেও আরও দৃঢ় করবে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এদিন ভারতীয় নৌবাহিনীর ভূমিকার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পারস্য উপসাগর থেকে মালাক্কা প্রণালী-ভারতীয় নৌবাহিনী সর্বত্রই নিজেদের উপস্থিতি বজায় রেখে চলেছে। শুধু প্রতিরক্ষা নয়, যে কোনও সংকটের মুহূর্তে উদ্ধার অভিযান কিংবা মানবিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রেও নৌবাহিনী সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই আধুনিক প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ যুদ্ধজাহাজের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন তিনি।আইএনএস তারাগিরির অন্তর্ভুক্তিকে তিনি ভারতের ক্রমবর্ধমান সামুদ্রিক শক্তির প্রতীক হিসেবেও ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সমুদ্রপথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেই প্রেক্ষিতে এই ধরনের উন্নত রণতরী দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষমতা বা।।বে।এই বিশেষ দিনে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মাজাগাঁও ডক শিপবিল্ডার্স লিমিটেড এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর সকল সদস্যদের পাশাপাশি দেশবাসীকেও অভিনন্দন জানান। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে আত্মনির্ভর ভারতের প্রতিচ্ছবি, যেখানে দেশীয় প্রযুক্তি ও দক্ষতার মাধ্যমে তৈরি যুদ্ধজাহাজ আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছচ্ছে।সব মিলিয়ে, আইএনএস তারাগিরির অন্তর্ভুক্তি শুধু একটি নতুন যুদ্ধজাহাজের সংযোজন নয়, বরং ভারতের সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও কৌশলগত শক্তিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিশা। এই পদক্ষেপ ভবিষ্যতে ভারতীয় নৌবাহিনীকে আরও কার্যকর ও প্রভাবশালী করে তুলবে বলেই মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা।

## গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা উপরাষ্ট্রপতির, যীশুর ত্যাগের স্মরণ

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল ঃ শুক্রবার গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন দেশের বিশিষ্টজনেরা। উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন,লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা সহ একাধিক নেতা যীশু খ্রিস্টের ত্যাগ ও মানবতার বার্তা স্মরণ করেন।উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যীশুখ্রিস্টের আত্মত্যাগকে স্মরণ করলেন। এদিন তিনি সামাজিক মাধ্যমে জানান, গুড ফ্রাইডে মানবতার প্রতি যিশু খ্রিস্টের সর্বোচ্চ ত্যাগের দিন। তাঁর জীবন ও শিক্ষা মানুষকে ভালোবাসা, করুণা, ক্ষমা ও ন্যায়ের পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে। তিনি আরও বলেন, এই দিন সত্য, সহমর্মিতা ও সামাজিক সম্প্রীতির প্রতিশ্রুতি আরও দৃঢ় করার আহ্বান জানান তিনি।লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে যিশুখ্রিস্টের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, যীশুখ্রিস্ট মানবতার কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর আদর্শ আমাদের দয়া, সহমর্মিতা ও বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই দিন সকলকে সদ্ভাব ও মানবিকতার পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে।কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে যীশুখ্রিস্টের ত্যাগকে স্মরণ করে বার্তা দিলেন। তিনি বলেন, করুণা, ক্ষমা ও ত্যাগের মূল্যবোধ আমাদের জীবনকে আলোকিত করুক এবং প্রতিটি চিন্তা ও কাজে সত্যের জয় হোক। এই বার্তাই এই দিনের মূল শিক্ষা।কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে যীশুখ্রিস্টের শিক্ষাকে স্মরণ করে বিশ্বকল্যাণের বার্তা দেন। যিশুর শিক্ষাকে আত্মস্থ করে মানবকল্যাণে প্রেম, সহমর্মিতা ও সদ্ভাব ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, যিশুর দেখানো পথ অনুসরণ করে প্রেম, করুণা ও সদ্ভাব ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।সংসদীয় ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে যীশুখ্রিস্টের জীবনাদর্শ স্মরণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।তিনি বলেন, যীশুখ্রিস্টের জীবন আমাদের বিনয় ও সেবার এক অনন্য উদাহরণ, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণ করা উচিত।লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে, শান্তি, প্রেম ও করুণার বার্তার দিলেন।তিনি বলেন, গুড ফ্রাইডে সকলকে শান্তি, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করুক। এই দিন আমাদের মানবিক মূল্যবোধের পথে এগিয়ে যেতে পথ দেখাক।গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। তিনি বলেন, এই পবিত্র দিনে সকলের মঙ্গল ও সুখের জন্য প্রার্থনা করা উচিত।প্রসঙ্গত , গুড ফ্রাইডে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র দিন। এই দিনেই যীশু খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, তাঁর বয়স তখন মাত্র ৩৩ বছর। ঘটনাটি ঘটেছিল এক শুক্রবারে- তাই দিনটির নাম ‘ গুড ফ্রাইডে’।এই দিনটি মূলত যীশু খ্রিস্টের আত্মত্যাগ, মানবতার প্রতি তাঁর অসীম ভালোবাসা এবং ক্ষমার বাণীকে স্মরণ করার দিন হিসেবে পালিত হয়। যদিও দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বেদনাদায়ক ইতিহাস, তবুও তাঁর আত্মবলিদান মানবজাতির জন্য মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখিয়েছে বলেই একে ‘গুড বা পবিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। বিশ্বজুড়ে এই দিনে প্রার্থনা, উপবাস এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যিশুর ত্যাগ ও শিক্ষাকে স্মরণ করা হয়। তাঁর দেখানো ভালোবাসা, ক্ষমা ও সত্যের পথ অনুসরণের বার্তাই এই দিনের মূল তাৎপর্য।

## ১৩ এপ্রিল পঞ্জাব বিধানসভার দ্বাদশ অধিবেশন, ঘোষণা অধ্যক্ষের

চণ্ডীগড়, ৩ এপ্রিল ঃ পঞ্জাব বিধানসভার অধ্যক্ষ কুলতার সিং সান্ধওয়ান ১৬তম বিধানসভার দ্বাদশ অধিবেশন আগামী ১৩ এপ্রিল, সোমবার সকাল ১১টায় চণ্ডীগড়ের পঞ্জাব বিধান ভবনে আহ্বান করেছেন। উল্লেখ্য, এই অধিবেশনটি এর আগে ১৬ মার্চ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল।অধ্যক্ষ বিধায়কদের কাছে অধিবেশনে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বিধানসভার কার্যপ্রণালীর নিয়ম মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। এই অধিবেশনে সরকার ও বিধায়করা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং নতুন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবেন বলে জানা গিয়েছে।যদিও এখনও পর্যন্ত বিধানসভা সচিবালয়ের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি প্রকাশ করা হয়নি, তবে এই অধিবেশনে সরকারের তরফে সরকার ধর্ম অবমাননা সংক্রান্ত বিল পেশ করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। পাশাপাশি বিভিন্ন দফতরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনাও রয়েছে।বিশেষ করে ধর্মীয় গ্রন্থ অবমাননার ঘটনায় গঠিত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হতে পারে এবং তা নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখযোগ্য, এই বিষয়টি আম আদমি পার্টি নির্বাচনের সময়ও গুরুত্ব দিয়ে তুলেছিল এবং কড়া আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছিল।

# ধুলোঝড়ে ঢাকল দিল্লি, ফের বদলাচ্ছে আবহাওয়া-বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩ এপ্রিলঃ হঠাই বদলে গেল রাজধানীর আবহাওয়া। শুক্রবার সকালে আচমকা ধুলোঝা ঢেকে গেল দিল্লির আকাশ। সকালবেলার স্বাভাবিক ছন্দে ছেদ ফেলে ধুলোর ঘন চাদরে ঢেকে যায় শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। দৃশ্যমানতা এতটাই কমে যায় যে দূরের বস্তু প্রায় অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র ইন্ডিয়া গেট থেকে শুরু করে শান্তি পথ-সবই যেন ধোঁয়াশার আড়ালে হারিয়ে যায় কিছু সময়ের জন্য।সকালের এই অস্বাভাবিক আবহাওয়া শহরবাসীকে কিছুটা চমকে দিলেও জীবনযাত্রা থেমে থাকেনি। ধুলোঝড়ের মধ্যেই ইন্ডিয়া গেট চত্বরে অনেককে প্রাতঃভ্রমণে বেরোতে দেখা যায়। কেউ মুখে মাস্ক পরে, কেউ বা চোখ ঢেকে, প্রতিদিনের অভ্যাস বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তবে বাতাসে ধুলোর পরিমাণ বেশি থাকায় অনেকেই দ্রুত ঘরে ফিরে যান। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ধুলোঝড় শ্বাসকষ্ট বা অ্যালার্জির সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, ফলে সতর্ক থাকা জরুরি।এই পরিস্থিতির মধ্যেই ভারতীয় আবহাওয়া দফতর আগাম সতর্কবার্তা জারি করেছে। তাদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিনে রাজধানীর আবহাওয়ায় আরও পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দিল্লিতে। শুধু রাজধানী নয়, সংলগ্ন নয়ডা, গুরুগ্রাম ও ফরিদাবাদেও একই ধরনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। শনিবার ও রবিবারের জন্য এই সমস্ত এলাকায় ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।বিশেষ করে রবিবারের জন্য দিল্লিতে ‘ সতর্কতা’ জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। অর্থাৎ পরিস্থিতি পুরোপুরি বিপজ্জনক না হলেও নাগরিকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়া, বিদ্যুৎ চমকানো বা স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রবল বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই ধরনের আবহাওয়ায় খোলা জায়গায় বেশি সময় না থাকা, গাছের নিচে আশ্রয় না নেওয়া এবং প্রয়োজন ছা।। বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দিচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা।আবহাওয়া দফতরের মতে, এই হঠাৎ পরিবর্তনের পিছনে রয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসা এই আবহাওয়ার প্রভাবেই আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে, যার ফলে তৈরি হয় ধুলোঝ।, বজ্রবিদ্যুৎ ও বৃষ্টির মতো পরিস্থিতি। প্রতি বছর এই সময়টায় এমন আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা গেলেও এ বছরের ধুলোঝড়ের তীব্রতা কিছুটা বেশি বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।শুধু দিল্লিই নয়, এই পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে প্রভাবিত হতে চলেছে উত্তর ভারতের আরও কয়েকটি রাজ্য। চন্ডীগড়, হরিয়ানা ও পঞ্জাবেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ফলে বৃহত্তর উত্তর ভারতে আবহাওয়ার এক অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।এদিকে, এই আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রারও কিছুটা পতন ঘটতে পারে বলে ধারণা। কয়েকদিন আগেও যেখানে গরমের দাপট বাড়ছিল, সেখানে এই ধুলোঝড় ও সম্ভাব্য বৃষ্টিপাত সাময়িক স্বস্তি এনে দিতে পারে। তবে আবহাওয়ার এই অনিশ্চয়তা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।সব মিলিয়ে, দিল্লির আকাশে ধুলোঝ।রে এই হঠা উপস্থিতি শুধু একটি সাময়িক ঘটনা নয়, বরং বড় ধরনের আবহাওয়ার পরিবর্তনের পূর্বাভাস। আগামী কয়েকদিন পরিস্থিতির দিকে নজর রাখার পাশাপাশি সতর্কতা অবলম্বন করাই এখন শহরবাসীর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

## গুড ফ্রাইডে সম্প্রীতি ও সহানুভূতির মূল্যবোধকে গভীর করে তোলেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩ এপ্রিল ঃ গুড ফ্রাইডেতে যীশু খ্রিস্টের আত্মত্যাগকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, গুড ফ্রাইডে আমাদের যিশু খ্রিস্টের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দিনটি যেন সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও ক্ষমার মূল্যবোধকে আরও গভীর করে তোলে। ভ্রাতৃত্ব ও আশা যেন আমাদের সকলকে পথ দেখায়।মাত্র ৩৩ বছর বয়সে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল যিশুকে। দিনটি ছিল এক শুক্রবার। কিন্তু যে দিনটির সঙ্গে এমন বেদনাদায়ক ইতিহাস সেই দিনটিকে গুড ফ্রাইডে হিসেবে পালন করা হয়। যিশুর আত্মবলিদানকেই এই দিনে স্মরণ করা হয়। মনে করা হয়, পবিত্র শুক্রবারের দিনটি তিনি সত্যের জয়ের বাণী প্রচার করেছিলেন।

## পঞ্জাব ও হরিয়ানায় ঝড়-বৃষ্টি, হিমাচলে তুষারপাতের পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩ এপ্রিল ঃ পঞ্জাব ও হরিয়ানায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানালো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। একইসঙ্গে হিমাচল প্রদেশে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আইএমডি জানিয়েছে, চণ্ডীগড়, মোহালি ও পাঁচকুলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শিলাবৃষ্টিও প্রত্যাশিত, বইতে পারে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। পঞ্জাব ও হরিয়ানা জুড়েও একই সতর্কতা ও পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। মূলত পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্যই আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাবনা।অন্যদিকে, শুক্রবার থেকে হিমাচল প্রদেশে তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি ও বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিমলা, কুল্লু, কাংড়া, মান্ডি ও চম্বা জেলার জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছে। এই জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা হাওয়া বইতে পারে। আগামী ৮ এপ্রিল পর্যন্ত হিমাচলের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমডি। উঁচু পাহাড়ি এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

## বিহারে ফের বিষমদ আতঙ্ক! এবার মোতিহারিতে প্রাণ হারালেন ৪ জন

মোতিহারি, ৩ এপ্রিল ঃ মদ নিষিদ্ধ বিহারে ফের বিষমদ আতঙ্ক! এবার পূর্ব চম্পারণ জেলার মোতিহারিতে বিষমদ খেয়ে প্রাণ হারালেন ৪ জন। শুক্রবার সকালে ডিএসপি দিলীপ কুমার বলেন, এখন পর্যন্ত চারজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে কয়েকজনের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে, আবার কয়েকজনের ক্ষেত্রে তা তাৎক্ষণিকভাবে করা সম্ভব হয়নি। এখন তিনটি ময়নাতদন্ত চলছে। একটি ময়নাতদন্ত ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং পরিবারের অনুরোধ অনুযায়ী গত বৃহস্পতিবার রাতে মরদেহ তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এই ঘটনায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।হাসপাতাল ম্যানেজার কৌশল দুবে বলেন, বিষয়টি তদন্তাধীন। রাতে কয়েকজন রোগী এসেছেন এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই নিশ্চিত হওয়া যাবে কারা মদ্যপান করেছিলেন আর কারা করেননি। এখনও পর্যন্ত ৬-৭ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন, যাদের মধ্যে কেবল একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বাকিরা স্থিতিশীল। ঘটনাটি ঘটেছে রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত বালগঙ্গা গ্রামে। সেখান থেকে আশেপাশের এলাকাগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক। জানা গেছে, বেশ কয়েকজন বুধবার সন্ধ্যায় বিষাক্ত মদ পান করেন, যার পরে তাদের গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। শুক্রবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও দু'জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। মৃতরা হলেন শঙ্কর সরাইয়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পারসৌনা গ্রামের বাসিন্দা পরীক্ষণ মাঞ্জি (৪৬) এবং হীরালাল মাহতো। এর আগে, বৃহস্পতিবার সকালে একজনের এবং বৃহস্পতিবার রাতে আরেকজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল, যার ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে চার হয়েছে।

## পালানোর চেষ্টা বানচাল, মোথাবাড়ির অশান্তিতে প্রধান অভিযুক্ত মোফাক্কেরুল গ্রেফতার

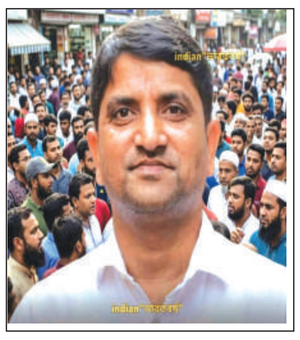

বাগডোগরা ও মালদা, ৩ এপ্রিল ঃ মালদার মোথাবাড়িতে বিচারকদের আটকে রাখা ও বিক্ষোভের ঘটনায় এ বার গ্রেফতার মোফাক্কেরুল ইসলাম। ওই ঘটনার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত সে। কলকাতা হাইকোর্টের এই আইনজীবীকে শুক্রবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মোথাবাড়ির ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হয়েছে এনআইএ-কে। মোফাক্কেরুল পালানোর চেষ্টা করছিল, তখনই তাকে পাকড়াও করা হয়।বিচারকদের ঘিরে বিক্ষোভের ঘটনায় উত্তেজিত জনতাকে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে মোফাক্কেরুলের বিরুদ্ধে। উস্কানিমূলক মন্তব্য করার পাশাপাশি প্রশাসনকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। যাত্রিবাহী গাড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে হ্যান্ডমাইক হাতে উস্কানি দিয়েছিল বলে অভিযোগ।এদিকে, কালিয়াচকে বিচারকদের আটকে রাখা ও অশান্তির ঘটনায় সব মিলিয়ে ৩৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানালেন আইজি উত্তরবঙ্গ। কালিয়াগঞ্জের অশান্তি নিয়ে মোট ১৯টি মামলা দায়ের হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।উত্তরবঙ্গের এডিজি কে জয়রামন বলেন, আমরা এখন পর্যন্ত ৩৫ জনকে গ্রেফতার করেছি এবং ১৯টি মামলা দায়ের করেছি। মূল উস্কানিদাতা মোফাক্কারুল ইসলামকে বাগডোগরা থেকে আটক করা হয়েছে। তাকে এখানে আনা হচ্ছে। এই মামলার তদন্তভার এনআইএ গ্রহণ করবে। তাকে কালিয়াচক মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। সে একজন আইনজীবী বলে মনে হচ্ছে।’

## এক্সিট পোল করা যাবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,৩এপ্রিলঃ আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে ৯ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকে ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত কোনো রকম এক্সিট পোল করা যাবে না বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই সময় কালে কোনওরকম এক্সিট পোল পরিচালনা, প্রকাশ ও প্রচার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকবে।নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, জন প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ১২৬এ ধারার অধীনে এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কোনও প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম, কিংবা অন্য কোনও উপায়ে এক্সিট পোল সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করা যাবে না।কমিশনের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে, একাধিক রাজ্যে চলতে থাকা নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভোটগ্রহণ সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভোটারদের উপর কোনও প্রভাব না পড়ে, তা নিশ্চিত করাই এই নিষেধাজ্ঞার মূল উদ্দেশ্য।নির্দেশ অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

## সাফারি গাড়ি থেকে ৫৯৪ লিটার মদ উদ্ধার

সুপৌল, ৩ এপ্রিল ঃ গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ মদ উদ্ধার করল পুলিশ। সুপৌল জেলার বালুয়া থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বিশানপুর ধিভারাম পঞ্চায়েত এলাকার গোরিয়াড়ি রোড থেকে একটি সাফারি গাড়ি থেকে মোট ৫৯৪ লিটার নেপালি ও ইংরেজি মদ উদ্ধার করে। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারী অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোরিয়াড়ি রোড দিয়ে বিপুল পরিমাণ মদ পাচারের খবর পুলিশ।পেয়ে

## রাশিফল

**মেষঃ** জাতক জাতিকাদের দিনটি অত্যন্ত ইতিবাচক লক্ষণ এবং অগ্রগতির ইঙ্গিত নিয়ে এসেছে। আপনার চারপাশের পরিবেশ মনোরম থাকবে এবং আপনি নিজের ব্যক্তিত্বের দ্যুতি অনুভব করবেন। আপনি নিজেকে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর দেখতে পাবেন, যা আপনার সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। সংসারে শান্তি।
**বৃষঃ** সামাজিক জীবনের থেকে স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। আশীর্বাদ এবং সৌভাগ্য আপনার পথে আসায় -এবং অতীতের কঠোর পরিশ্রমগুলি ফল আনায় ইচ্ছাগুলি পূর্ণ হবে। বিবাহের যোগ হবে আজ
**মিথুনঃ**যা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন। শুভদিন
**কর্কট রাশি ঃ**যা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন।
**সিংহঃ** আজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা। শুভদিন হবে।
**কন্যাঃ**এই দিনটি কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি উপযুক্ত দিন। শুভদিন
**তুলাঃ** আপনার অন্য মানুষদের প্রশংসা করে সাফল্য ভোগ করতে পারেন। আপনি অর্থের গুরুত্বটি খুব ভালভাবেই জানেন, যে কারণে আপনি আজ যে অর্থ সঞ্চয় করছেন তা ভবিষ্যতে কার্যকর হবে এবং কোনও বড় সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসবে। বিদেশ যাত্রাশুভ দিন হবে
**বৃশ্চিকঃ** এই দিনটি বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক হতে চলেছে।
**ধনুঃ** আপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। আপনার পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে আপনি আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। যদিও এই সময়ে, আপনার অর্থের চেয়ে তাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। আর্থিক উন্নতি হবে আজ।
**মকরঃ** মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি সত্যিই এক চমকার ও গৌরবোজ্জ্বল দিন হতে চলেছে। আপনি নিজের ভিতরে নতুন এক শক্তি ও অনুপ্রেরণার জোয়ার অনুভব করবেন, যা আপনার ব্যক্তিত্বকে আরও বেশি আকর্ষণীয় ও সম্মোহক করে তুলবে। সন্তান হতে পারে আজ
**কুম্ভঃ** কোন বন্ধু বা পরিচিতের স্বার্থপর ব্যবহার আপনার মানসিক শান্তিকে বিঘ্নিত করবে। আপনি অতীতে যেমন অনেক ব্যয় করেছেন, আপনার বর্তমান সময়ে আপনাকে পরিণতির মুখোমুখি হতে হতে পারে। সংসারে শান্তি আজ হবে
**মীনঃ** চাপের কারণে ছোটখাটো অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। হালকা বোধ করতে বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে বসুন। আপনার ব্যবসায় উন্নতি হতে পারে আজকে।

## আবহাওয়া

ফের তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী মহানগরী কলকাতায়। গরমে নাস্তানাবুদ শহর ও শহরতলি। গ্রামাঞ্চলেও একই অবস্থা। ভ্যাপসা গরমে বাড়ছে অস্বস্তি। শুক্রবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘণ্টাও দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে, বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রার পারদ। তবে, রবিবার পশ্চিমের জেলাগুলি, যেমন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এই সমস্ত জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।একইসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৬ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও বৃষ্টি কমেছে। তবে, উত্তরবঙ্গেও ৬ তারিখের পর বৃষ্টি বাড়বে। আগামী কয়েকদিনে উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রার খুব বেশি তারতম্য হবে না। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে গরমের সঙ্গে বাড়বে বাতাসের আর্দ্রতাও। ফলে অস্বস্তি থাকবে। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, কলকাতা, পশ্চিম বর্ধমান এবং পুরুলিয়ায়।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫২ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়ন বলে জানি আজ।

### জোয়ার-ভাটা

**জোয়ার**-সকাল ০৮টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৫০ মিনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫ মিনিট। সূর্যউদয় ঃ সকাল ৫টা ৪৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫২মিনিটে হতে পারে।

# এনআরএস-এ সিসিউর ছাদ ধসে আতঙ্ক, ১২ রোগী স্থানান্তর-পরিকাঠামো নিয়ে ফের প্রশ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ ফের উদ্বেগজনক ঘটনা শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতাল নীল রতকন সরকার মেডিকেল কলেজ-এ। লিফট সংক্রান্ত সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার পাঁচতলার ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (সিসিউ)-এ ছাদের একটি অংশ ভেঙে পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার সকালে আচমকা এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় রোগী, তাঁদের পরিবার এবং চিকিৎসাকর্মীদের মধ্যে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল পর্যন্ত সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। চিকিৎসা পরিষেবা, রোগী পর্যবেক্ষণ-সবই নিয়মমাফিক এগোচ্ছিল। ঠিক সেই সময় হঠাৎ সিসিউর ছাদের একটি অংশ ভেঙে পড়ে। ঘটনাটি এতটাই আকস্মিক ছিল যে মুহূর্তের মধ্যে গোটা ইউনিটে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। ভাঙা চাঙড় পড়ার ধাক্কায় মেঝেতেও ফাটল দেখা যায়, যা পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে আরও স্পষ্ট করে। যদিও সৌভাগ্যবশত, এই ঘটনায় কোনও রোগী বা চিকিৎসাকর্মী গুরুতরভাবে আহত হননি। তবুও সম্ভাব্য বড় বিপদের আশঙ্কায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। সিসিউতে ভর্তি থাকা মোট ১২ জন রোগীকে তড়িঘড়ি অন্য নিরাপদ ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়। চিকিৎসকদের একাংশের মতে, সামান্য দেরি হলেও বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। ঘটনার

পরপরই ওই সিসিউতে নতুন রোগী ভর্তি আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এনাস্থেশিওলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হাসপাতালের সুপারের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান। তিনি দ্রুত সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড পরিদর্শন এবং অবিলম্বে প্রয়োজনীয় মেরামতির দাবি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের মতো সংবেদনশীল জায়গায় এমন অব্যবস্থা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে বলে জানা গিয়েছে। পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মেরামতির কাজও শুরু হয়েছে। তবে পুরোপুরি কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওই ইউনিটে পরিষেবা স্বাভাবিক করা হবে না বলেই হাসপাতাল সূত্রে খবর। নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয় কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে হাসপাতালের পরিকাঠামো এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে। শহরের অন্যতম ব্যস্ত সরকারি হাসপাতাল হওয়া সত্ত্বেও কেন নিয়মিত পরিদর্শন এবং রক্ষণাবেক্ষণে ঘাটতি থাকছে, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, এমন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সামান্য অবহেলাও প্রাণ-ঘাতী হতে পারে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি R.G. Kar Medical College and Hospital-এ লিফট বিকল হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনা এখনও মানুষের মনে তাজা। সেই ঘটনার পর রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু তার পরেও কেন একই ধরনের অবহেলার অভিযোগ সামনে আসছে, তা নিয়ে স্বাস্থ্য মহলের একাংশও উদ্বিগ্ন। চিকিৎসক মহলের একাংশ মনে করছেন, শুধুমাত্র ঘটনার পর ব্যবস্থা নেওয়া যথেষ্ট নয়-নিয়মিত অডিট, পরিকাঠামোর স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং দ্রুত মেরামতি অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে আইসিইউ বা সিসিউর মতো জায়গায়, যেখানে রোগীদের অবস্থা সংকটজনক থাকে, সেখানে কোনও ধরনের ঝুঁকি নেওয়া যায় না। এই ঘটনার জেরে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলির সার্বিক নিরাপত্তা এবং অবকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সব মিলিয়ে, একের পর এক ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। হাসপাতাল মানেই যেখানে নিরাপত্তা ও ভরসার জায়গা, সেখানে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি সেই বিশ্বাসে আঘাত হানছে। এখন দেখার, এই ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কতটা দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়, এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধে কী ধরনের স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।

# কলকাতা-এ হোর্ডিংয়ে ঢাকছে ট্রাফিক সিগনাল, বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা-কলকাতা হাই কোর্ট-এ মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ ভোটের আবহে শহরজুড়ে রাজনৈতিক প্রচারের ঢেউ এখন নাগরিক জীবনে বড়সড় প্রভাব ফেলছে। গণর্ভজ্ঞতজ্ঞ এবং সংলগ্ন বিধাননগর-সল্টলেক এলাকাজুড়ে যত্রতত্র টাঙানো বিশালাকার রাজনৈতিক হোর্ডিং এখন সাধারণ মানুষের জন্য মারাত্মক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে শহরের ব্যস্ত মোড়গুলিতে এই হোর্ডিংয়ের কারণে ট্রাফিক সিগনাল আড়াল হয়ে যাওয়ায় বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় দেখা যাচ্ছে, লোহার ফ্রেমে বাঁধা বিশাল আকারের ব্যানার ও হোর্ডিং এমনভাবে বসানো হয়েছে, যা সরাসরি ট্রাফিক সিগনালের সামনে পড়ছে। ফলে লাল, হলুদ বা সবুজ আলো ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছেন না চালকরা। অনেক ক্ষেত্রেই শেষ মুহূর্তে সিগনাল নজরে আসায় হঠা ব্রেক কষতে হচ্ছে, যার ফলে পিছন থেকে ধাক্কার মতো দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও বাড়ছে। ট্রাফিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি শুধুমাত্র অসুবিধার বিষয় নয়, সরাসরি জননিরাপত্তার জন্য হুমকি। শুধু রাস্তাঘাটেই নয়, হোর্ডিংয়ের দাপটে নাজেহাল সাধারণ মানুষও। অভিযোগ উঠেছে, বহু জায়গায় কোনও রকম অনুমতি ছাড়াই এমনভাবে হোর্ডিং লাগানো হয়েছে, যাতে বাড়ির জানলা ও দরজা কার্যত ঢেকে যাচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক আলো ও বাতাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বাসিঃদারা। দীর্ঘদিন এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। এই পরিস্থিতিতে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আইনজীবী কুড়াল চক্রবর্ত্তী এই ইস্যুতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন কলকাতা হাইকোর্ট-এ। তাঁর অভিযোগ, শহরের বিভিন্ন প্রান্তে যে হোর্ডিংগুলি লাগানো হয়েছে, তার অধিকাংশই বেআইনি এবং কোনও নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি। এমনকি অনেক ক্ষেত্রেই অনুমতি বা টেন্ডার ছাড়াই এগুলি বসানো হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে মামলায়। এই মামলার

শুনানি আগামী সপ্তাহে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে প্রধান বিচারপতি ক্ষত্মত্রজ্বত্র গুজ্বত্মড এবং বিচারপতি পার্থসারথী সেনগুপ্ত-র ডিভিশন বেঞ্চে। ফলে এই বিষয়টি এখন আইনি পর্যবেক্ষণের আওতায় আসতে চলেছে, যা নাগরিকদের মধ্যে নতুন করে আশা জাগিয়েছে। আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী দীপ্তেশু কর জানিয়েছেন, এর আগেও বিধাননগর, সল্টলেক ও কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি বিজ্ঞাপন নিয়ে মামলা হয়েছিল। আদালত সেগুলি অপসারণের নির্দেশও দিয়েছিল। কিন্তু তার পরেও একই সমস্যা বারবার সামনে আসছে। এতে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, এই সমস্ত হোর্ডিং টাঙানোর ক্ষেত্রে কোনও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া মানা হয়নি। কোনও বৈধ টেন্ডার ছাড়াই এগুলি বসানো হয়েছে। এমনকি যাঁদের বাড়ির সামনে এই হোর্ডিং বসানো হয়েছে, তাঁদের সঙ্গেও কোনও আলোচনা করা হয়নি। তাঁর দাবি, আদালত যেন সমস্ত নথি খতিয়ে দেখে এবং বেআইনি হোর্ডিং দ্রুত অপসারণের নির্দেশ দেয়। এছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উঠে এসেছে-ভোটের সময় রাজনৈতিক প্রচারের জন্য যে হোর্ডিংগুলি বসানো হয়, পরে সেগুলির জায়গায় বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন বসে যায়। অর্থাৎ, অস্থায়ী ব্যবস্থাকে স্থায়ী করে ফেলা হচ্ছে, যা নগর পরিকল্পনার পরিপন্থী বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পুরো পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে নাগরিক মহলে। একদিকে শহরের সৌঃদর্য নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। একই সঙ্গে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শহরবাসীর একাংশের মতে, প্রশাসনের আরও কঠোর নজরদারি প্রয়োজন ছিল, যাতে এমন পরিস্থিতি তৈরি না হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, শহরে বিজ্ঞাপন বা রাজনৈতিক প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম ও নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও তার যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে না। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। সব মিলিয়ে, কলকাতা-র নাগরিক জীবন এখন হোর্ডিং সমস্যায় জর্জরিত। আদালতের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে কিনা, এখন সেদিকেই তাকিয়ে সকলেই। শহরবাসীর আশা, দ্রুত বেআইনি হোর্ডিং সরিয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থা স্বাভাবিক করা হবে এবং নাগরিক জীবনে ফিরবে স্বস্তি।

# তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থীদের নোটিসে চড়ছে রাজনৈতিক পারদ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যে ফের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তপরতা ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হচ্ছে। এবার পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তলব করা হয়েছে দুই বিদায়ী মন্ত্রী ও তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসু এবং রথীন ঘোষ-কে। সূত্রের খবর, আগামী ৬ এপ্রিল বিধাননগরের প্রার্থী সুজিত বসুকে এবং ৮ এপ্রিল মধ্যমগ্রামের প্রার্থী রথীন ঘোষকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর সল্টলেকের দপ্তরে। এই মুহূর্তে দুই নেতাই জোরকদমে নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত। ফলে ইডির তলবে তাঁরা নির্ধারিত দিনে হাজিরা দেবেন, নাকি সময় বাড়ানোর আবেদন করবেন, তা নিয়েই জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এর মধ্যেই এই তলব ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। এর আগে চলতি সপ্তাহেই জমি দুর্নীতি মামলায় তলব করা হয়েছিল রাসবিহারী কেঃদ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমার-কে। তিনি সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিয়ে তদন্তকারীদের সামনে নথিপত্র পেশ করেন। পরবর্তীতে আবার শুক্রবার ডেকে পাঠানো হয়। প্রচারের ব্যস্ততার মাঝে এদিনও দেবাশিস কুমার সময়মতো হাজিরা দিয়েছেন। এই ঘটনার পরপরই আরও দুই হেভিওয়েট প্রার্থীকে তলব করায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থার ভূমিকা নিয়ে।

# নির্দল প্রার্থীদের ঘিরে তৃণমূল ও বিজেপি শিবিরে জল্পনা

মলয় সুর, হুগলীঃ ভোট যত এগোচ্ছে রাজ্যের অলিতে গলিতে রাজনৈতিক উত্তাপ ততই চা্ছে , তারই মধ্যে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী হিসাবে নাম ঘোষণার পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস ও সর্বভারতীয় দল বিজেপি মাঠে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রজাশক্তি পার্টি সমদর্শী (সনাতনী শক্তিতে সমদর্শী উন্নতি)। এই পরিস্থিতিতেই প্রার্থী হিসাবে ময়দানে একেবারে নতুন মুখকে সামনে রেখেই ল।াইয়ে নেমেছেন তাঁরা। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায় জানান, পরিবর্তনের পক্ষে জনগণের স্বার্থে প্রগতিশীল দেশ গ।ার পথে আগামী বিধানসভা ভোটে প্রথম দফার গড়ে ৩০ জন প্রার্থী বিভিন্ন জায়গায় দেবেন। এনিয়ে গোঁজ প্রার্থী বলা হলেও, কিন্তু আমি মোটেও মনে করি না, তবে নতুন প্রজন্ম যদি আমাদের প্রচারে আসে তাতে আপত্তি নেই। অন্যদিকে এই ২০২৬ সালের ভোটে যেখানে সমস্ত জায়গায় হাড্ডাহাড্ডি ল।াই রয়েছে সেখানেই তাঁরা প্রার্থী নামিয়েছেন। তাঁরা সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে জেতার আশীর্বাদ চান। এদিন ইস্তেহার প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অনিন্দ্য নন্দী। তিনি পরে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া ছিলেন মুখপাত্র রণদীপ্ত শীল ও সায়ন মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা।

# চলতি মাসে কবে মিলবে যুবসাথীর টাকা? বিস্তারিত জানাল নবান্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ রাজ্যের বেকার যুবকদের আর্থিক সহায়তা দিতে চালু হওয়া যুবসাথী প্রকল্পে এবার দ্বিতীয় মাসের কিস্তি দেওয়া শুরু হতে চলেছে। নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী ১০ এপ্রিল থেকে উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউঃেট সরাসরি টাকা পাঠানো হবে। ইতিমধ্যেই প্রথম পর্যায়ে বহু আবেদনকারী এই প্রকল্পের আওতায় অর্থ পেয়েছেন, ফলে দ্বিতীয় কিস্তি ঘিরে উপভোক্তাদের মধ্যে আগ্রহ ও প্রত্যাশা দুই-ই বাড়ছে।

প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পের অর্থপ্রদান ১ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও পরে তা এগিয়ে আনা হয়। বাস্তবে ৭ মার্চ থেকেই উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকা শুরু হয়। সরাসরি ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে এই অর্থ পাঠানো হচ্ছে, যাতে মধ্যস্থতাকারীর কোনও ভূমিকা না থাকে এবং দ্রুত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছয় সরকারি সহায়তা। প্রথম ধাপের অভিজ্ঞতার পর এবার দ্বিতীয় কিস্তিও একই পদ্ধতিতে দেওয়া হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্য বাজেটে বেকারদের জন্য এই প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী, প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন যোগ্য আবেদনকারীরা। ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী বেকার যুবক-যুবতীরাই এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারেন। তবে যাঁরা ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের অন্য কোনও জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন, তাঁরা এই প্রকল্পের আওতায় পড়বেন না-এমন শর্তও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প ঘোষণার সময় জানানো হয়েছিল, এপ্রিল মাস থেকেই এই সুবিধা চালু হবে। তবে পরে মমতা বঃদ্যাপাধ্যায়-এর নির্দেশে তা আরও আগে কার্যকর করা হয়। ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে অবস্থান কর্মসূচির সময় তিনি ঘোষণা করেন, মার্চ মাস থেকেই আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো শুরু হবে। সেই মতো দ্রুত ব্যবস্থা নেয় প্রশাসন এবং অধিকাংশ আবেদনকারী ইতিমধ্যেই প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে গিয়েছেন। সরকারি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, আপাতত আগামী পাঁচ বছর এই প্রকল্পের আওতায় প্রতি মাসে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এরপরও যদি কোনও উপভোক্তা কর্মসংস্থান না পান, তাহলে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি সহায়তার একটি আশ্বাসও মিলেছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। তবে সব আবেদনকারীর ক্ষেত্রে প্রথম কিস্তির টাকা নির্বিঘ্নে পৌঁছয়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে। অনেকেই জানিয়েছেন, মোবাইলে মেসেজ এলেও তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি। এই সমস্যার কথা স্বীকার করে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কিছু ক্ষেত্রে আবেদনপত্র ' হয়ে যাওয়ায় জটিলতা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই সেই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গত ২৯ মার্চ পুরুলিয়ার মানবাজারে এক জনসভা থেকে তিনি আশ্বাস দেন, যাঁরা দরখাস্ত করেও টাকা পাননি, তাঁদেরগুলো ডুপ্লিকেট হয়ে গিয়েছে। এরপর তাঁদের ডেকে সংশোধন করা হবে। সকলেই পাবেন এই টাকা। মুখ্যমন্ত্রীর এই আশ্বাসে স্বস্তি ফিরে এসেছে বঞ্চিতদের একাংশের মধ্যে। সব মিলিয়ে, যুবসাথী প্রকল্প রাজ্যের বেকার যুবকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সহায়তা হিসেবে উঠে আসছে। দ্বিতীয় কিস্তির অর্থপ্রদান শুরু হলে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন আরও গতি পাবে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

# জয় বাংলা' স্লোগান ঘিরে রাজারহাটে সংঘর্ষ, আহত তৃণমূল কর্মী-থানার সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ ভোটের আবহে আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠল রাজারহাট-নিউটাউন এলাকা। ' বাংলা' স্লোগান দেওয়াকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় এক তৃণমূল কর্মী গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে ভিআইপি রোড সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যেখানে তিনি চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত মণিখোলা এলাকায়। শুক্রবার সেখানে বিজেপির একটি প্রচার কর্মসূচি চলছিল। অভিযোগ, সেই সময় কয়েকজন তৃণমূল সমর্থক ' বাংলা' স্লোগান দেন। এর পাল্টা হিসেবে বিজেপি কর্মীরা ' শ্রীরাম' স্লোগান তুললে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বচসা থেকে তা দ্রুত হাতাহাতিতে পরিণত হয়। অভিযোগ, এই সংঘর্ষের মাঝেই রাজারহাট নিউটাউন কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পীযূষ কানোরিয়া-র নেতৃত্বে কিছু সমর্থক এক তৃণমূল কর্মীর উপর চড়াও হন এবং তাঁকে মারধর করা হয়। এতে তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিসকরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখেন। জানা গিয়েছে, তিনি একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন এবং ঘটনার প্রতিবাদে তাঁর সহকর্মীরাও বিক্ষোভে সামিল হন। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশের ভূমিকা যথেষ্ট সক্রিয় ছিল না। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত এলাকায় পৌঁছন রাজারহাট নিউটাউনের বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী তাপস চট্টোপাধ্যায়। তিনি দলের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে নারায়ণপুর থানার সামনে বিক্ষোভে সামিল হন এবং কিছু সময়ের জন্য রাস্তা অবরোধও করা হয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। তাপস চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই হামলা চালানো হয়েছে। তাঁর দাবি, তৃণমূলকে সমর্থন করার কারণেই ওই যুবককে টার্গেট করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কিছু পুলিশকর্মীর নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে এবং তাঁদের একাংশ বিজেপিকে সমর্থন করছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, দ্রুত পদক্ষেপ না হলে বৃহত্তর গণআন্দোলনে নামবে তাঁর দল। যদিও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলেও পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। প্রশাসনের তরফে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানানো হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে এই ধরনের সংঘর্ষ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।

# রাসবিহারীতে ভোটের মুখে ইডির তলব, পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদে প্রার্থী দেবাশিস কুমার-চড়ছে রাজনৈতিক পারদ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ফের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তৎপরতা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে রাজ্য রাজনীতি। রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ও বিদায়ী বিধায়ক দেবাশিস কুমার-কে জমি দখল সংক্রান্ত মামলায় ফের তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবার সকালেই তিনি সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন এবং প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। দফায় দফায় প্রশ্নের মুখে পড়ার পর বেরিয়ে এসে অবশ্য কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিনি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলেন, যা বলার দল বলবে। এর আগেও চলতি সপ্তাহের সোমবার একই মামলায় হাজিরা দিয়েছিলেন দেবাশিস কুমার। সেদিনও দীর্ঘ সময় ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরপর দু'বার তলবের জেরে ভোটের মুখে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েছে শাসকদল। যদিও দেবাশিস নিজে আগেই জানিয়েছিলেন, তদন্ত বা তলবের কোনও প্রভাব নির্বাচনে পড়বে না এবং তিনি এই বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী। জমি দখল সংক্রান্ত অভিযোগকে কেঃদ্র করে গত কয়েক দিন ধরেই সক্রিয় রয়েছে ইডি। তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মামলায় ইতিমধ্যেই ১৬ থেকে ১৭টি এফআইআর দায়ের হয়েছে এবং সেই ভিত্তিতেই তদন্ত এগোচ্ছে। গত শনিবার কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। একটি সংস্থার বিভিন্ন দফতরে অভিযান চালানো হয় এবং সেখান থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। তল্লাশি অভিযানের পর সোমবার প্রথমবার দেবাশিস কুমারকে তলব করা হয়। সেদিন তিনি ইডি দফতর থেকে বেরিয়ে জানান, একটি মামলার তদন্তে তাঁকে ডাকা হয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও ডাকলে সহযোগিতা করবেন। শুক্রবার দ্বিতীয়বার তলবের পরেও তাঁর অবস্থান একই রকম। কেন আবার ডাকা হল, সেই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গেলে বুঝতে পারব। তিনি আরও জানান,

আলাদা করে তাঁর কাছ থেকে কোনও নতুন নথি চাওয়া হয়নি।

এরই মধ্যে বুধবার সকাল থেকে আবারও কলকাতা এবং শহরতলির বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে ইডি। দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকায় ব্যবসায়ী বিশ্বজি পোদ্দার, যিনি ' পাপ্পু' নামেও পরিচিত, তাঁর বাড়িতেও পৌঁছন তদন্তকারীরা। বালিগঞ্জের একটি গোলমালের ঘটনায় তাঁর নাম জড়ানোর পর থেকেই তিনি নজরে ছিলেন। যদিও এখনও পর্যন্ত তাঁকে গ্রেফতার করা হয়নি। তল্লাশি অভিযানে তাঁর বাড়ি থেকে নগদ টাকা এবং সোনা মিলিয়ে আনুমানিক ২ কোটি টাকার সম্পদ উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি, আগ্নেয়াস্ত্র এবং দামি গাড়িও। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, সোনা পাপ্পু দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতাদের ঘনিষ্ঠ। বিশেষ করে দেবাশিস কুমার-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে বলেও দাবি করা হচ্ছে। যদিও তৃণমূলের একাংশ এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে খারিজ করে দিয়েছে এবং একে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছে। এই পরিস্থিতিতে রাসবিহারী কেন্দ্রের নির্বাচন আরও তাপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই কেন্দ্র থেকেই আবারও প্রার্থী করা হয়েছে দেবাশিস কুমারকে। আগামী ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় এখানে ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা। তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন স্বপন দাশগুপ্ত। ফলে এই কেন্দ্রে রাজনৈতিক লড়াই যে হাড্ডাহাড্ডি হবে, তা এখন থেকেই স্পষ্ট। সব মিলিয়ে, ভোটের মুখে ইডির ধারাবাহিক তপরতা এবং তৃণমূল নেতাদের তলব ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক পারদ ক্রমশ চড়ছে। তদন্তের অগ্রগতি কোন দিকে যায় এবং তার প্রভাব নির্বাচনী ফলাফলে কতটা পড়ে, তা নিয়েই এখন জোর চর্চা চলছে রাজনৈতিক মহলে। ৪ মে ফলপ্রকাশের পরই এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর মিলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

# ভোটের উত্তাপে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ মিলেনিয়াম পার্ক, নিরাপত্তায় কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আবহে ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। সেই উত্তেজনার জেরে এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল মধ্য কলকাতার জনপ্রিয় বিনোদনকেন্দ্র মিলেনিয়াম পার্ক। একই সঙ্গে পার্ক সংলগ্ন শিপিং জেটিও বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলার স্বার্থে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গঙ্গার ধারে অবস্থিত এই পার্কটি সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি জায়গা। প্রতিদিন বহু মানুষ এখানে ভিড় জমান অবসর কাটাতে। কিন্তু নির্বাচনের আগে সাম্প্রতিক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না। বিশেষ করে পার্কের বিপরীত দিকেই অবস্থিত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর, যার সামনে গত কয়েকদিন ধরে বারবার উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। শুক্রবার দুপুরে হঠা করেই পার্কটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই সময় পার্কের ভিতরে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের দ্রুত বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর পার্কের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সাধারণ মানুষের প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। একই সঙ্গে পার্কের পাশের শিপিং জেটিটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যা বহু মানুষের নিত্যদিনের যাতায়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই জেটি থেকে প্রতিদিন বহু যাত্রী লঞ্চে করে গঙ্গা পারাপার করেন। বিশেষ করে ফেয়ারলি প্লেস সংলগ্ন অফিসপাড়ার কর্মীরা এই পরিষেবার উপর নির্ভরশীল। অনেকেই ট্রাফিক এড়িয়ে দ্রুত হাওড়া পৌঁছতে এই পথ ব্যবহার করেন। ফলে হঠা করে এই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন বহু যাত্রী। বিকল্প ব্যবস্থার অভাবে তাঁদের অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। তবে কবে আবার পার্ক এবং জেটি খুলে দেওয়া হবে, সে বিষয়ে এখনও কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা জানানো হয়নি। উল্লেখ্য, নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের সামনে একাধিকবার বিক্ষোভ এবং উত্তেজনার ঘটনা ঘটেছে। কখনও বিক্ষুব্ধ বুথ লেভেল অফিসারদের আঃেদালন, আবার কখনও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থান বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এলাকা। বিশেষ করে গত ৩১ মার্চ স্ট্র্যান্ড রোডের সামনে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই প্রধান রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ বাধে। ফর্ম ৬ জমা দেওয়া নিয়ে বিবাদের জেরে শুরু হওয়া সেই সংঘর্ষ দ্রুত ভয়াবহ আকার নেয় এবং এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ এবং কেঃদ্রীয় বাহিনীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। এরপর থেকেই প্রশাসন অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে শুরু করে। ইতিমধ্যেই স্ট্র্যান্ড রোড-সহ আশপাশের একাধিক এলাকায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা, যা আগে ১৪৪ ধারা নামে পরিচিত ছিল, জারি করা হয়েছে। এর ফলে ওই এলাকায় জমায়েত এবং চলাচলের উপর একাধিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যে কোনও ধরনের জনসমাগম এড়াতে এবং সম্ভাব্য অশান্তি রুখতেই মিলেনিয়াম পার্ক বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে কেউ কেউ প্রয়োজনীয় বললেও, সাধারণ মানুষের একাংশ এতে ভোগান্তির মুখে পড়েছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১২৩ সংখ্যা, শনিবার, ২০ চৈত্র, ১৪৩২

## মার্কিন নির্মাণে বাঙালি

২০০৯ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। বক্তব্যের এক পর্যায়ে হঠাৎ তিনি বলেন, আমরা শ্রদ্ধা জানাই এক বাঙালী প্রকৌশলীকে। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, কারণ আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আকাশচুম্বী ভবনটি তাঁরই নকশায় তৈরি। সেই বাঙালী আর কেউ নন, তিনি আমাদের গর্ব, স্থাপত্যশিল্পের আইনস্টাইন ফজলুর রহমান খান। ফজলুর রহমান খান ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে ৩ এপ্রিল তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ঢাকায় একটি বাঙ্গালী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এফ আর খান নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর বাবা খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ। তাঁর দাদার নাম আসলত রহমান খাঁন এবং তাঁদের আদিবাড়ি ছিল মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার ভাণ্ডারিকান্দি গ্রামে। তাঁর মা খাদিজা খাঁতুন ছিলেন পাবনা জেলার দুলাই ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জমিদার আব্দুল বাসিত চৌধুরীর মেয়ে এবং তাঁদের পূর্বপুরুষ শরফুদ্দীন সরকার তুর্কেস্তানের সমরকন্দ শহর থেকে বাংলায় এসে দুলাই গাঁওয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন। ফজলুর রহমান খানের ভাই হলেন ডাঃ জিল্লুর রহমান খান এবং তার বোন মাসুদা খান লীনা হলেন সাবেক মন্ত্রী এনায়েতুল্লাহ্ খানের বিবি। তার স্ত্রীর নাম মাসুদা খান। তিনি ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক বা মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (বর্তমানে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি, শিবপুর) ভর্তি হন। চূড়ান্ত পরীক্ষা চলাকালে পঞ্চাশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে তিনি ঢাকায় ফিরে এলে তৎকালীন আহসানউলাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে বাকি পরীক্ষা সমাপ্ত করেন। কলকাতার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার এবং আহসানউলাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পরীক্ষার উভয় ফলের ভিত্তিতে তাকে বিশেষ বিবেচনায় ব্যাচেলর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্থাৎ প্রকৌশলে স্নাতক উপাধি প্রদান করা হয়। এ মূল্যায়নে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ফজলুর রহমান খান ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে যুগপৎ সরকারী বৃত্তি ও ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে পিএইচডি উপাধি অর্জনের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেনঞ্চ সেখানে ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আর্বানা-শ্যাম্পেইন থেকে অবকাঠামো প্রকৌশল (স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং) ক্ষেত্রে সনদ এবং ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তত্ত্বীয় ও ফলিত বলবিজ্ঞান ক্ষেত্রে বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর (মাস্টার অফ সায়েন্স) উপাধি লাভ করেন। স্নাতক উপাধি অর্জনের পরপরই ফজলুর রহমান খান আহসানউলাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্তি লাভ করেন। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শিকাগো শহরের স্কিডমোর, ওউইং ও মেরিল নামের প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানে প্রকল্প প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান দেন। ডক্টরেট উপাধি অর্জনের পর ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে দেশে ফেরেন।

## গ্রাম বাংলার পুজা পার্বনে

ঙ্গলকোটের নতুন হাটের নিকট কোগ্রামে উজানী,মহাতীর্থ একান্ন পীঠের অন্যতম এক পীঠ।পুরাণ অনুযায়ী শ্রী বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীদেবীর শরীরের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়েছিল,এর মধ্যে দেবীর ডান কব্জি পড়েছিল এই উজান নগরে।এখানের মন্দিরে রয়েছে দেবী মঙ্গল চণ্ডী এবং ভৈরব কপিলেশ্বরের প্রস্তর মূর্তি।কালিকা পুরাণ অনুযায়ী দেবী চণ্ডী এই পবিত্র সতী পীঠস্থানে কালীরুপে ভক্তকে আশীর্বাদ দেন,মনষ্কামনা পূরণ করেন।এখানের কালী পূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো,পূজার সময় দেবীর কোন মূর্তি থাকে না,ঘটের মাধ্যমেই দেবী পূজিত হন,ভোগে দেওয়া হয় মাছ। মঙ্গল কাব্যের ধারার চণ্ডী মঙ্গল কাব্যের কাহিনীসূত্র অনুযায়ী স্বর্গের অপ্সরা রত্নমালা অভিশাপে স্বর্গাভ্রষ্টা হয়ে মানবী খুল্লনা নাম ধারন করে পতিত হয়েছিল এই উজানী স্থানে,প্রাচীন অজয় নদের তীরে সাগরের উজানে এ স্থান,তাই উজান নগর। কবিকঙ্কনের চণ্ডী মঙ্গল কাব্যে উজানী নগরের প্রসঙ্গে আছে- 'উজানী নগর অতি মনোহর বিক্রম কেশরী রাজা। করে শিব পূজা উজানীর রাজা কৃপাময়ী দশভূজা।' রাজা বিক্রম কেশরীর উজানী রাজ্যের ধনবান বণিক ধনপতি সদাগর।স্ত্রী লহনা থাকতেও তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন সুন্দরী খুল্লনা কে,দুই সতীনের কলহ ছিল নিত্য দিনের ব্যাপার। একবার ধনপতির বাণিজ্য যাত্রার প্রারম্ভে স্ত্রী খুল্লনা স্বামীর মঙ্গল কামনায় দেবী চণ্ডীর পূজার আয়োজন করেন,কিন্তু পরম শিব ভক্ত ধনপতি লাথি মেরে পূজার ঘট উল্টিয়ে ফেলে বাণিজ্যে বেড়িয়ে যায়, সে যাত্রায় বেড়িয়ে তিনি চরম বিপদে পড়েন,আর ফিরে আসা হয় না।ঘটনা ক্রমে ধনপতি সিংহল রাজার কারাগারে বন্দী হয়ে থাকে।স্বামীর বিরহে চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে খুল্লনা মঙ্গল চণ্ডীর পূজা করে যেতে থাকেন।বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়,খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত বড়ো হয়ে সিংহল থেকে পিতাকে মুক্ত করে আনেন। শ্রীমন্ত যে স্থানে সিংহল যাত্রার আগে মাতা খুল্লনার আশীর্বাদ গ্রহন করে ছিলেন সে স্থানকে বলা হয় 'শ্রীমন্তের ডাঙা ',এ ছাড়াও আরো অনেক জায়গার নাম এখানে আজও সেই প্রাচীন ঐতিহ্য গাঁথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যেমন-' বিক্রমাদিত্যের ডাঙা, 'খুল্লনার 'ছাগল চড়ানোমাঠ, 'খুল্লনার রান্না ভাতের হাড়ি থেকে 'মার গড়া মাঠ 'মঙ্গল কাব্যে উল্লেখিত ' ভ্রমরার দহ' যেখানে ধনপতির বাণিজ্যতরী ভাসানো থাকতো ইত্যাদি।এইভাবে প্রাচীন অনুসঙ্গ, পৌরাণিক মাহাত্মের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যে উজানীর মঙ্গল চণ্ডীর পূজা বর্ধমান ও পার্শ্ববর্তী বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে ভক্তদের কাছে খুবই শ্রদ্ধার ও জনপ্রিয়। গ্রাম বাংলার মন্দিরগুলির মধ্যে কোনও জাত বিচার ছিল না। সেখানে হিন্দু মুসলমান মন্দির মসজিদ উৎসবে মাতে।

## শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

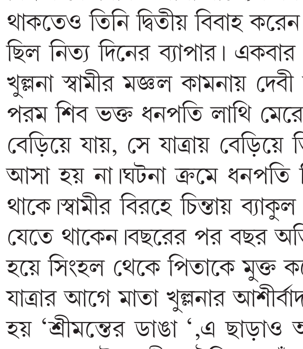

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। শত্রুকে পরাস্ত করতে হবে।

## সাধক বামাক্ষ্যাপা

বামাক্ষ্যাপা বলেছেন, ভারতবর্ষ সভ্যতায় প্রাচীন। গ্রীস দেশের মতো প্রাচীন হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা। গ্রীস দেশের যেমন দুটি মহাকাব্য রয়েছে ইলিয়াড ওডিসি। ঠিক তেমনি ভারতের দুটি মহাকাব্য রয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারত। রোম সভ্যতায় ভারতীয় বস্ত্র রোম দেশে যেত। সেখানকার রাজারা ভারতীয় বস্ত্র পরিধান করতো। রোমের সঙ্গে ভারতের সরাসরি ব্যবস্থান না থাকলেও মিশর দেশ মারফৎ ভারতীয় পণ্য রোমে যেত। ভারতীয় বস্ত্র পণ্য থেকে শুরু করে মশলার দাম ছিল রোমে। রোমের রাজার ভারতীয় মশলা দিয়ে তাদের খাবার প্রস্তুত করতো। মিশরে যেত ভারতীয় বস্ত্র। ভারতীয় মশলা মিশর হয়ে উইরোপের নানা দেশে যেত। মিশরের ব্যবসারদের সঙ্গে ইউরোপের যোগ ছিল। মিশরের ব্যবসাদাররা ভারতীয় পণ্য নিয়ে যেত গোটা ইউরোপে। সেখানে তার বারতীয় পণ্য বিক্রি করে লাভ করতো। ভারতের সঙ্গে সরাসরি ব্যবসা ছিল মিশরের। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তারাপীঠের সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

## শহিদ ভগৎ সিং এবং জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডে গান্ধিজির নীবর থাকাকে মেনে নেয়নি সশস্ত্র বিপ্লবীরা

রবীন্দ্রকুমরা শীল

**(বাংলার বিপ্লবী সমিতির সদসরাও এখনও প্রশ্ন তোলেন যে কেন গান্ধিজি ভগৎ সিং এর ফাঁসি এবং জালিওয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে নীরব ছিলেন? গান্ধিজি ভগৎ সি- এর ফাঁসি রদ করার ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কোনও কথা বলেননি। তিনি উল্টে মন্তব্য করেছিলেন যে ইংরেজ শাসকদের হত্যা করে কখনও ভারতের স্বাধীনতা আনা যায় না? তীব্র প্রতিবাদ করা হয়নি এমনকী ব্রিটিশ সরকার বিরোধী কোনও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। শহিদ ভগৎ সিং এবং জাতিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কংগ্রেসের নীরব ভূমিকা দেখে হতাশ হয়েছিল বাংলা এবং পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা। বাংলা এবং পাঞ্জাব কোনও সময়ে গান্ধিজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং অহিংসা আন্দোলনকে পরিহার করতে থাকে। উপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু**

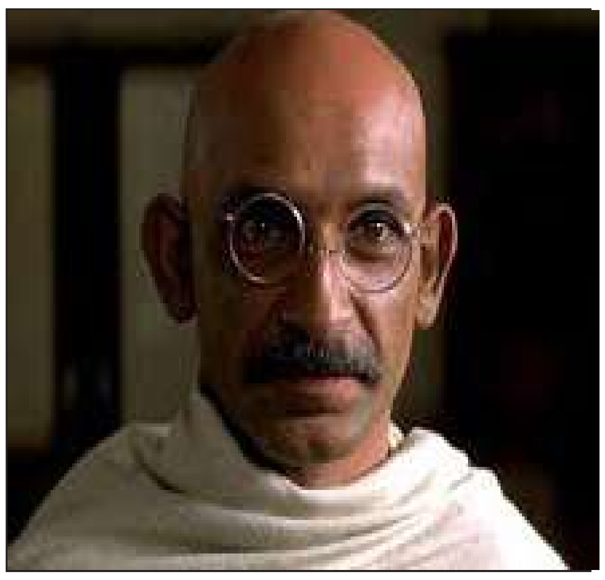

**যারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কালে সশস্ত্র সংগ্রাম করে ইংরেজদের হত্যা করতে শুরু করেছে তারা আসলে দেশদ্রোহী। তাদের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বিদেশি শাসকদের হত্যা করার জন্যই ভারত স্বাধীনতা লাভ থেকে ক্রমশ পিছিয়ে আসতে শুরু করেছে। গান্ধিজি বিশ্বাস করতেন যে ভারতের স্বাধীনতা লাভ সত্যাগ্রহ এবং অহিংসা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আসবে। সেই কারণে ভারতের বিপ্লবীদের এক বছর কোনও সশস্ত্র সংগ্রাম করতে নিষেধ করেন। এদিকে জালিয়ান ওয়ালাবগের হত্যা কাণ্ডের ব্যাপারে গান্ধিজি প্রায় নীরবই ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে প্রতিবাদ সভা বা কোনও ব্রিটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলনের ডাক দেননি। তার ফলে সেই সময়ে গোটা পাঞ্জাব এবং বাংলা গান্ধিজির প্রতি বিরাগভাজন হয়েছিল। লাহোরে গান্ধিজি উপস্থিত হলে তাঁর গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দিয়েছিল বিক্ষোভকারীরা। সেই জুতোর মালা পরে সারা করাচি শহর ঘুরে বেড়ান গান্ধিজি। বিপ্লবীরা গান্ধিজির পথকে পরিহার করতে শুরু করে। জালিওয়ানওয়ালা বাগের হত্যা কাণ্ড নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। জালিওয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড নিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসও নীরব ভূমিকা পালন করেন। কংগ্রেস থেকে এ ব্যাপারে কোনও গান্ধিজি জানতেন যে বাংলা যদি তাঁর আন্দোলনকে সমর্থন না করে তাহলে সেটা সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হবে না। সেই কারণে তিনি সময় পেলেই বাংলায় এসে উপস্থিত হতেন এবং বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের বোঝাতেন তাঁর আন্দোলনকে সার্থক করে তোলার জন্য। কিন্তু বাংলা এবং পাঞ্জাব গান্ধি- দর্শন সম্পর্কে উদাসীন থাকতো।)**

সোমবার ৮ এপ্রিল ১৯২৯ ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত উপস্থিত হলেন কেন্দ্রীয় আইনসভার গ্যালারিতে। ১২টা ৩০ মিনিটের সময় তাঁর আইনসভার একটি ফাঁকা অংশে বোমা ফেলেন। শুরু হয়ে যার হইচই। তখন তাঁরা সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তা তা না করে আইনসভার মধ্যেই প্রচারপত্র ছড়িয়ে দিতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে স্লোগান দিতে থাকে-'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক', 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক'। পুলিশ সার্জেন টেরি তাঁদেরকে গ্রেফতার করেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় বোমা মামলায় ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তের পক্ষের উকিল ছিলেন আসফ আলি আর সরকারি পক্ষের উকিল ছিলেন বি. সুরজ নারায়ণ। পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার সময়ে বুঝতে পারে যে স্যান্ডার্স হত্যার সঙ্গে ভগৎ সিং জড়িত। ১৯২৯ সালে ভগৎ সিংকে কুখ্যাত মিয়ানওয়ালি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপরে তাঁকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এখন তিনি রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে অনশন করেন। ভগৎ সিং-এ অন্যতম জেলবন্ধু ছিলেন যতীন্দ্রনাথ দাস যিনি ৬৩-৬৪ দিন অনশন চালিয়ে গিয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ সালে প্রাণত্যাগ করেন। এই সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগ সারা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৯২৯ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' নিয়ে 'মর্ডান রিভিউ'তে একটি বিভ্রান্তিকর রচনা প্রকাশ করেন। এই স্লোগান বিষয়ক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেখাটি পড়ে পচ্ছন্দ হয়নি ভগৎ সিং-এর। তিনি জেলের মধ্যেই 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' শব্দটির প্রকৃত অর্থ এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনাও বেশ উল্লেখযোগ্য। ভগৎ সিং যখন 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' শব্দের তাৎপর্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেছিলেন ততদিনে শুরু হয়ে গিয়েছে লাহোড় ষড়যন্ত্র মামলা। চলছে বিচারের নামে প্রহসন। ৭ অক্টোবর ১৯৩০ সালে ভগৎ সিং, সুখবেদ ও রাজগুরু'র ফাঁসি আদেশ শোনানো হল। ২৪ মার্চ ১৯৩১ সালে প্রথমে ভগৎ সিং-এর ফাঁসির দিন ধার্য করা হয়েছিল। গান্ধিজির অনুরোধে ভাইসরয় লর্ড আরউইন দিনটির পরিবর্তন করে ২৩ মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় ভগৎ সিং, রাজরুগু এবং সুখবেদের ফাঁসি দেন।"

দেশের শক্তিশালী বৃহত্তম সংগঠন হচ্ছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। গান্ধির নেতৃত্বে তখন কংগ্রেস অহিংসা পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার আন্দোলনে কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি সমানের সারিতে এগিয়ে ছিল। কংগ্রেসের স্বরাজ আন্দোলন শুরু হয়েছিল প্রকাশ্যে। অন্য দিকে বিপ্লবীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় গোপনে। তার ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সাহস অবলম্বন করে এগিয়ে যেত। ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করতো। কংগ্রেস এবং বিপ্লবীদের দুই পথ ভিন্ন হলে তাদের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন করা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই দুই ধারা ভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করলেও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ভারতে জন জাগরণে এবং জাতীয় অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। গান্ধি-নেহরু এবং ভারতের সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট পার্টি যদি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিয়ে থাকে তাহলে লালা হর দয়ালের গদর পার্টি এবং পরে ভগৎ সিং-এর হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপালবিকান আর্মি সহ আরও অগণিত সাহসী বিপ্লবীদের আত্মত্যাগও একই রকম ভূমিকা পালন করেছিল। সবার লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসে গান্ধিজির নেতৃত্ব আগে বিপ্লবীরা অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল ত্রয়ী শক্তির কাছ থেকে। ইঁনারা হলেন বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল এবং লালা লাজপত রায়। আবার সেই সময়ে অনেক বিপ্লবীরা কংগ্রেসের মধ্যে সক্রিয় ছিল। একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে কংগ্রেসের মধ্যে বিপ্লবীদের প্রভাব এত বেশি ছিল যে গান্ধি এবং বিপ্লবীদের সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে চিত্তরঞ্জন দাশের নাম স্মরণ করতে হয়েছিল। সেই মধ্যস্থতার বৈঠক হয়েছিল ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবীদের কাজকর্ম বন্ধ রেখে গান্ধির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়া। চিত্তরঞ্জন দাশ বুঝতে পেরেছিলেন যে যুবশক্তিকে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ না করাতে পারলে বাংলায় অহিংসা বা সত্যাগ্রহ কিংবা অসহযোগ আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তিনি বিপ্লবীদের আহ্বান করলেন যে 'তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে রাখুন আর আমাদের সঙ্গে যোগ দিন'। ডক্টর যদুগোপাল মুখোপাধায় গান্ধিজির সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। গান্ধির সঙ্গে কথা বার্তার শেষে গান্ধিজি বিপ্লবীদের কাছে আবেদন রাখেন যে তাঁরা যদি তাঁর পথকে নাও গ্রহণ করতে পারেন তাহলে বাংলা প্রদেশে তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, যতক্ষণ না গান্ধি নিজের থেকে আন্দোলন থামিয়ে না দিচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লবীরা তাঁকে সাহায্য করে যাবেন। গান্ধিজি বাংলা সফর করে এসে বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে বিপ্লবীদের অবজ্ঞা করে সেখানে কোনও আন্দোলন করা একেবারে অসম্ভব। সেই করণে তিনি বিপ্লবীদের কংগ্রেসের যোগদানের ব্যাপারটা নিরবে মেনে নিয়েছিলেন। প্রায় সব বিপ্লবী গোষ্ঠী কংগ্রেসে যোগ দেয়। সেই সঙ্গে বিপ্লবীরা গোপন সংঠনকেও শক্তিশালী করা কাজ চালিয়ে গিয়েছিল। ১৯২০ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত কোনও বড় ধরনের সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়নি। ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হলে ব্রিটিশদের হাত থেকে কীভাবে স্বাধীনতা অর্জন করা যেতে পারে তা সহিংস না অহিংস তা নিয়ে বির্তক শুরু হয়। গান্ধিজি অবশ্য সহিংস আন্দোলনের বিরূদ্ধে মত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একনায়ক ছিলেন। ফলে তার মতামত বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে। তবে কংগ্রেসের মধ্যে আরও বেশ কয়েকজন সর্বভারতীয় নেতা ছিলেন যাঁদের কাছে যুব সমাজ গুরুত্ব পেত।

## 'চট্টগ্রামের বিপ্লবী আন্দোলনের সদস্য মহিম চন্দ্র দাশ

রমা সরকার

১৮৯৭ সালে তিনি বি.এল পাস করে চট্টগ্রাম জেলা আদালতে আইন ব্যবসা শুরু করেন। এ সময়ে তিনি কংগ্রেস দলের সদস্য ভুক্ত হয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯০৫ সালে তিনি বঙ্গভঙ্গ হলে সারা বাংলায় আন্দোলন গড়ে উঠে। মহিম দাশ এই আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশ নেন এবং নেতৃত্ব দেন। চট্টগ্রাম কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে তিনি সম্পৃক্ত হন এবং দীর্ঘকাল সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তিনি ওকালতি পেশা ছেড়ে পুনরায় শিক্ষাকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। তিনি পর্যায়ক্রমে কাজেম আলী স্কুল ও ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯০৬ সালে ১৫ ও ১৬ এপ্রিল বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ১৯০৭ এর এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় বহরমপুর অধিবেশনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য চিটাগাং এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত হন। ১৯০৯ এর দিকে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য ভুক্ত হন। মহিম চন্দ্র দাশ (১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭১ - ৩ এপ্রিল, ১৯৪০) ঃ চট্টগ্রামের পটিয়ার ভাটিখাইনের কচুয়াই গ্রামে মহিমচন্দ্র দাশ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা যাত্রামোহন দাশ। গ্রামের পাঠশালায় তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু। বাল্যকাল হতে স্বদেশপ্রেমী ও অনন্য প্রতিভার অধিকারী মহিমদাশ ১৮৯০ সালে পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় হতে রায় বাহাদুর বৃত্তি সহ এন্ট্রাস পাস করেন। কৃতী শিক্ষার্থী মহিম দাশ এন্ট্রাস পাস করে উচ্চ শিক্ষা লাভের ইচ্ছা নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে চলে আসেন এবং চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন। চট্টগ্রাম কলেজ হতে কৃতিত্বের সাথে ১৮৯২ সালে এ এফ এ পাস করেন এবং কলেজে সংশ্লিষ্ট বছরের শ্রেষ্ঠ ছাত্র নির্বাচিত হয়ে রোপ্য পদক পান।

চট্টগ্রাম কলেজ হতে এফ এ পাসের পর তিনি কলিকাতা চলে যান এবং সেখানে কলিকাতা সিটি কলেজে বি.এ ক্লাসে ভর্তি হন। ১৮৯৪ সালে কলিকাতা সিটি কলেজ হতে কৃতিত্বের সাথে বি.এ পাস করেন। বি.এ পাসের পর তিনি চট্টগ্রাম চলে আসেন এবং চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতায় যোগদানের মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। কিছু দিন পর তিনি বোয়ালখালী জিলা স্কুলে বদলি হয়ে যান।

মহিম চন্দ্র দাশ স্বদেশী আন্দোলনের সাথে সক্রিয় থাকলেও তিনি সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। ১৯১১ এ বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ার পর পরই জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিনি 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। আজীবন তিনি এ সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে কাজ করেছেন। তিনি একাধিকবার এ সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯১৯ এ জননেতা যাত্রা মোহন সেনের মৃত্যুর পর তদ্বীয় পুত্র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এ কমিটিতে মহিম চন্দ্র দাশ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২০ ও ১৯২১ তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। সে সময়ে গান্ধিজীর আহ্বানে তিনি আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন। ১৯২১ এর অক্টোবর মাসে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯২১ এর জুলাই মাসে মহিমদাসের প্রিয় বন্ধু কালিশঙ্কর চক্রবর্তীর সাপ্তাহিক জ্যোতি দৈনিকে রূপান্তরিত হলে তিনি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেন। ১৯২৯ পর্যন্ত তিনি পত্রিকা টির সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। কলিকাতার বাইরে সর্বপ্রথম এ পত্রিকাটি দৈনিক হিসেবে চট্টগ্রাম হতে ১৯২১ এর ৫ অক্টোবর প্রকাশিত হয় যা ১৯২৯ এ ব্রিটিশ শাসকদের রোষানলে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়।

১৯২২ এ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রাদেশিক রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেন। জেলার পদ খালি হয়ে যায় মহিম দাশ তাঁর স্থলে জেলা কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতির দায়িত্ব নেন। ১৯২২ এ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনে অভ্যর্থনা সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সম্মেলনে সভা পতিত্ব করেন দেশবন্ধু পত্নী বাসন্তি দেবী। ১৯২৩ তিনি দিল্লি কংগ্রেসে যোগদানের জন্য চট্টগ্রাম হতে প্রেরিত প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে কাজ করেন। ১৯৩০ এর ১৬ এপ্রিল কুমিরা সমুদ্রতীরে লবণ আইন ভঙ্গকারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং গ্রেফতার হয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩৩ এ দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনের মৃত্যুর পর তিনি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আজীবন এ পদে অধিষ্ঠিত থেকে দায়িত্বশীলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৩৮ এর জুন মাসে কংগ্রেস সভাপতি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু চট্টগ্রাম সফরে আসলে মহিম চন্দ্র দাশ তাঁর সাথে বিভিন্ন জনসভায় যোগ দেন। ১৯৩৮ এর ১১ সেপ্টেম্বর যাত্রামোহন সেন হলে, 'সমাজতন্ত্রী দলের নেতা সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জি এবং সহযোগীদের সংবর্ধনা সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৮ এর ২৫ ডিসেম্বর নিখিল বঙ্গ প্রবর্তক সংঘ সম্মেলনে তিনি এর কায্যপ্রণালীর উপর দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য দেন এবং এ বিষয়ে কাজ করেন। ১৯৩৯ এর ৩ ফেব্রুয়ারি কবি নবীন চন্দ্র সেনের স্মৃতি বাষিকী উদযাপনের উদ্যোগ নেন।

## সাহিত্য যুক্ত বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে শিবরাম

অনিকেত নস্কর

শিবরাম বলেন মন্দির-মসজিদ-গির্জা যসব ব্যবস্থা করে দিলেন দেশবন্ধু। তবে এও বললেন, 'শুধু দেশসেবা করলে হবে না, সঙ্গে পড়াশোনাও করতে হবে কিন্তু।' শিবরামকেও স্কুলে ভর্তি করা হল। সেই মেসের কড়া নিয়ম। মেস-ম্যানেজারের হাতে দেশবন্ধু দশটা টাকা দিয়ে বললেন, শিবরামের বই খাতা পেন জামা সব কিনে দিতে। কী করে যেন সেই টাকা শিবরামের হাতে এল! আর তারপর? দু'দিনের মধ্যেই পুরো টাকা সিনেমা দেখে আর চপ কাটলেট খেয়ে শেষ। ম্যানেজার চড়াও হলেন। কৈফিয়ত চাইলেন, 'কোথায় তোমার বইখাতা? টাকাই বা কোথায় গেল?' জেরার মুখে সত্যবাদী শিবরামের তখন সরল স্বীকারোক্তি। ম্যানেজার ধমক দিয়ে বললেন, 'তোমাকে আর মেসে থাকতে হবে না। তুমি এখানে থাকলে বাকি ছেলেরাও গোল্লায় যাবে।'

ব্যস, আবার শুরু হল ভবঘুরের জীবন। কাহিনী ৫ ঃ স্কুল পাশ করার পরীক্ষাটা অবশ্য দিতেই হয়েছিল সি আর দাশের নির্দেশে। কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ দিয়েই আবার পুরোদমে স্বদেশী আন্দোলনে। তখন হাজারে হাজারে ছেলে জেলে যাচ্ছে 'বন্দেমাতরম' বলে। শিবরামেরও খুব শখ জেলে যাওয়ার। কিন্তু অমন ল্যাকপেকে চেহারা দেখে পুলিশ কিছুতেই আর ধরে না। একদিন ধরল। বলা যায় নিজেই একপ্রকার ধরা দিলেন। সেই জেলে গিয়েও অবাক শিবরাম। গ্রামে তার কিশোরী প্রেমিকা রিনি, যে কলকাতায় চলে এসেছিল সেও রয়েছে ওই জেলেই। জেলের মধ্যেই আবার প্রেমিকার সঙ্গে পুনর্মিলন। কিন্তু বেশি দিনের সুখ তো শিবরামের কপালে নেই। কয়েক দিন পরেই অন্য জেলে বদলি হয়ে গেল শিবরাম। আবার বিচ্ছেদ। কাহিনী ৬ ঃ তখন মুক্তারামের মেসে পাকাপাকি চলে এসেছেন। একদিন রাতে কুখ্যাত টেগার্ট সাহেব স্বয়ং এসে হাজির শিবরামের মেসে। চারদিক পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। পাকা খবর, শিবরামের মেসে প্রায়ই নাকি বিপ্লবীরা এসে রাতে থাকে। টেগার্ট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মেসে আর কেউ আসে?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ, যার যখন খুশি চলে আসে। চলে যায়, আবার আসে।' 'এর মধ্যে কে এসেছিল?' 'আজ্ঞে, তারক এসেছিল।' 'কেমন দেখতে?' শিবরামের বর্ণনা শুনে টেগার্ট বলে উঠলেন, 'ইয়া দ্যাটস দ্য ম্যান। হি ইজ্ সিয়োরলি আ টেররিস্ট।' 'টেররিস্ট কি না জানি না স্যার তবে হি ইজ এ নভেলিস্ট।' 'নাউ হি ইজ আ রাইটার? নট এ টেররিস্ট ইউ মিন?' শিবরামের জবাব, 'বাট টু লিসন টু হিজ রাইটিংস নট লেস এ টেরর স্যার। আই ডোন্ট লাইক, কিন্তু কী করব? জোর করে সে শোনাবেই।' এবার টেগার্ট কী বলবেন বুঝে পেলেন না। শিবরামের ঘর সার্চ হল। কিছুই পাওয়া গেল না। কিন্তু তার পর দিন থেকে শিবরাম পেলেন অনেক কিছু। এলাকায় বিশাল নাম হয়ে গেল তাঁর। কেউ ভাবল পুলিশের চর, তো কেউ ভাবল বড় বিপ্লবী। যারা পাত্তাই দিত না তারাই দুই বেলা খাতির করত। সব থেকে বড় পাওনা সাধনবাবুর সন্দেশের দোকানে ধারে রাবড়ি পাওয়া যাচ্ছে। কাহিনী ৭ ঃ টাকা নিয়ে টানাটানি আর যায় না। হবে নাই বা কেন? লিখে কিছু টাকা এলেই তো সঙ্গে সঙ্গে চপ কাটলেট, রসগোল্লা, বাবড়ি আর সিনেমা। তাও আবার একা নয়। সঙ্গে কেউ থাকলে তাকেও পাকড়াও করে নিয়ে যেতেন দোকানে। পেটপুরে খাওয়া, যতক্ষণ না শেষ পয়সাটাও নিঃশেষ হচ্ছে। আর কোনও নেশা নেই। 'নেশা করলে রাবড়ির নেশা করাই ভাল।' এই হল শিবরামের সিদ্ধান্ত। একবার তো বন্ধু কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ীর সঙ্গে গিয়ে ঘুগনিওলাকে বলেন, 'তিন প্লেট ঘুগনি দাও।' ঘুগনিওয়ালা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা তো দুইজন, আরেকটা কাকে দেব?' 'আরেকটা তুমি খাবে। কোনও দিন নিজের ঘুগনি খেয়ে দেখেছ? আজ খাও। আমি খাওয়াব।' ঘুগনিওয়ালা এমন খদ্দের পেয়ে হাঁ। শিবরামের সামনেই নিজের বানানো ঘুঘনি খেয়ে তারপর তার নিস্তার। কাহিনী ৮ ঃ শিবরামকে সেবার পাঠানো হয় বহরমপুর জেলে। সেখানে তখন কাজী নজরুল ইসলামও আছেন বন্দী হয়ে। শিবরাম যুগান্তর পত্রিকায় বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লিখতেন, কিন্তু এদিকে কোনও বিপ্লবী দলের সাথে শিবরামের পরিচয় ছিল না। এই শুনে কাজি হতবাক হয়ে পড়েছিলেন । শিবরাম কাজীকে বলেছিলেন, দলাদলি আমি সর্বদা ডরাই । দল বাঁধলে, দলে ভিড়লে, নিজেকেও সেই দলে বাঁধা পড়তে হয় । দলে বাঁধা পড়ে ঐরাবতও মুক্তকচ্ছ হয়ে পড়ে, তা জানো ? হাতী যে হাতী, সেও দল বাঁধলো কি দ-য়ে মজলো - হাড়গোড় ভাঙা হয়ে গেলো। আমি মুক্ত বিহঙ্গের মতই থাকতে চাই। কাজী বললেন, কোনও বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ নেই, অথচ তোমার কাগজটা বিপ্লবের? এই যুগান্তর? শিবরামের উত্তর, যুগান্তর না বলে একে হুজুগান্তর বলো বরং। তোমার ধুমকেতু (নজরুলের প্রকাশিত পত্রিকা) দেখে, তোমার দেখাদেখি আরও সবাই কাগজ বার করছে দেখে, সেই হুজুগে আমিও এই-আমারও ধুমধাম। এই জেল থেকেই কাজীর হাতের নানান মোগলাই রান্না খেয়ে কড়ে আঙুলের মত রোগা শিবরাম বুড়ো আঙুলের মত হৃষ্টপুষ্ট হয়ে বেরিয়েছিলেন। জেলখানার বিচার তো জেলের খানা দিয়েই কাহিনী ৯ ঃ জেলমুক্ত শিবরাম কিছু পয়সা জুটিয়ে আগে গেলেন সেই মিষ্টির দোকানে। ধারের টাকা মেটাতে হবে যে! কিন্তু ঢুকতেই দোকানের মালিক হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ালেন।--'দয়া করে বোমা মারবেন না। যা টাকা লাগবে বলুন দিয়ে দিচ্ছি।' আসলে তত দিনে স্বদেশী নামে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে শিবরাম। জেলে যাওয়া মানেই সন্ত্রাসবাদী। 'না না আমি টাকা নিতে আসিনি।' 'আজ্ঞে যা আছে দিয়ে দিচ্ছি। স্বদেশের কাজ করেন, আমাদেরও তো সেবা করা উচিত।' বলে কাঁপা হাতে ক্যাশবক্সে হাত দেন দোকানদার। 'আরে কী মুশকিল, আমি এসেছি আপনার ধার মেটাতে।'

## এস এন মিউজিক সংস্থার উদ্যোগে শিল্পী সম্মানানুষ্ঠান

বুদ্ধদেব মিশ্র

( S N Music সংস্থার উদ্যোগে গত ২০ মার্চ, ২০২৬ - এ নারী সম্মাননা, ২০২৬- অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হল হাওড়ার সুপারি বাগান, জুজারসায় তারা মায়ের মন্দির প্রাঙ্গনে। সংস্থার প্রতিষ্ঠাত্রী ও কর্ণধার নীলাঞ্জনা মাইতি জানালেন প্রতি বছরই এই অনুষ্ঠানটি তারা করে থাকেন এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ গুনসম্পন্না নারী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উল্লেখিত সম্মানিত নারীরা ছাড়াও ( S N Music -এর সভাপতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গিটারিস্ট পন্ডিত স্বপন সেন, সংস্থার সম্পাদক বিশিষ্ট গীতিকার দেব প্রসাদ চক্রবর্তী, এবং এই অনুষ্ঠানের অন্যতম রূপকার রামপ্রসাদ মাইতি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বিশিষ্ট

বিশেষ অবদানের জন্য মহিলাদের সম্মাননা জানান। এই বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। এবারের অনুষ্ঠানে সম্মানিত হলেন দেবিকা মুখার্জী (অভিনেত্রী) পিয়ালী বসাক (পর্বতারোহী) অমলা বসু (সমাজসেবিকা) সুস্মিতা চক্রবর্তী, মৌসুমী কর্মকার, সুমিতা ঘোষাল, সবিতা প্রধান গিরি, প্রাপ্তি মহাপাত্র,) চন্দ্রিমা চক্রবর্তী, মানসী জানা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ঝুমুর জয়সোয়াল ( সাক্সাফোন ও সংগীত শিল্পী) বর্ণালী মজুমদার (অধ্যাপিকা ও নৃত্যশিল্পী ) সুমি সেনগুপ্ত, সুজাতা ঘোষ (সংগীতশিল্পী) ফাল্গুনী প্রধান (শিক্ষিকা) এমন বিশিষ্ট পনেরোজন বাচিকশিল্পী কৃষ্ণা মজুমদার। নীলাঞ্জনা মাইতির সুপরিচালনায় অনুষ্ঠানটি উপস্থিত দর্শকদের মনোরঞ্জন করেন। সম্মানিত গুণীজনেরা তাঁদের নাচে - গানে - বক্তব্যে বিশেষ আনন্দ প্রদান করেন। 'ছোটো বৌ' খ্যাত অভিনেত্রী দেবিকা মুখার্জী এবং নীলাঞ্জনা মাইতির দ্বৈতসংগীত পরিবেশন করেন। সংস্থার সম্পাদক বিখ্যাত গীতিকার দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী জানান প্রতিবছর এই মহতী উদ্যোগে নীলাঞ্জনার পাশে সবসময় থাকেন।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

# উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সাফল্যের মাধ্যমে নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও সেবার প্রতি তাদের অঙ্গীকারকে সুদৃঢ়করণ

মালিগাঁও, ৩ এপ্রিল ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) প্রশংসনীয় কাজের মাধ্যমে যাত্রী নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং জনসেবার প্রতি একটি সুদৃঢ় ও ধারাবাহিক অঙ্গীকার প্রদর্শন করেছে। শক্তিশালী নজরদারি, তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ এবং একটি সক্রিয় বাস্তবায়ন কৌশলের মাধ্যমে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী রেল চত্বর জুড়ে সুরক্ষা ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে সুদৃঢ় করেছে এবং তাদের আওতাধীন এলাকায় যাত্রীদের জন্য একটি অধিকতর নিরাপদ ভ্রমণ পরিবেশ নিশ্চিত করেছে। সমগ্র বছরজুড়ে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী চুরি, দালালি এবং অন্যান্য অবৈধ কাম-কাজের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে যার ফলে একাধিকবার বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বিপুল পরিমাণ অবৈধ টিকিট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। রেলওয়ের সম্পত্তি সুরক্ষায় এটি পাথর নিক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং অবৈধ দখল উচ্ছেদ করেছে- যা সুরক্ষা ও পরিচালনা ব্যবস্থার প্রতি অসুবিধাগুলোর ক্ষেত্রে এর 'শূন্য সহনশীলতা' নীতিরই প্রতিফলন। আইন প্রয়োগের পাশাপাশি, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের উদ্ধার এবং নারী ও শিশুসহ দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তার মাধ্যমে তাদের মানবিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অবৈধ পণ্য ও মাদকদ্রব্যের উল্লেখযোগ্য উদ্ধারের সতর্কতার বিষয়টি আরও তুলে ধরেছে, যা যাত্রী নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং রেলওয়ে পরিচালনার অখণ্ডতার প্রতি তাদের অঙ্গীকারকে সুদৃঢ় করে। যাত্রীদের সুরক্ষা মজবুত করার লক্ষ্যে প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী সিইআইআর পোর্টালের মাধ্যমে চুরি হওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। এই সময়ের মধ্যে মোট ২,৩৫৫টি মোবাইল ফোন ব্লক করা হয়েছে, ১,২৬৫টি ডিভাইসের অবস্থান সফলভাবে শনাক্ত করা হয়েছে এবং ২৯১ টি ফোন উদ্ধার করা হয়েছে- যার মধ্যে ২৬৪ টি ফোন প্রকৃত

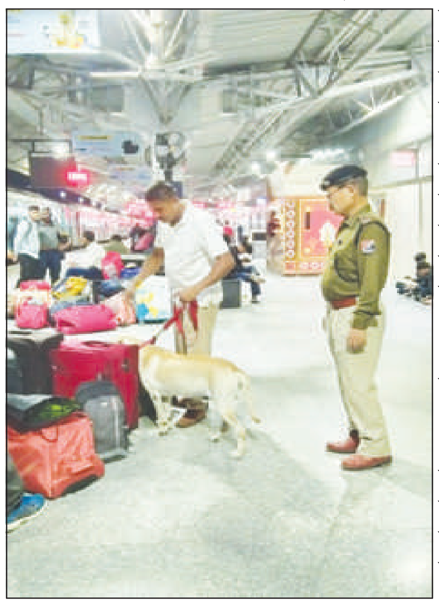

মালিকদের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে যাত্রীদের অভিযোগ কমানো এবং হারানো বা চুরি যাওয়া সম্পদ দ্রুত উদ্ধারে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী-এর ডিজিটাল সরঞ্জামগুলোর কার্যকর ব্যবহারকে তুলে ধরে, যা রেলওয়ে সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি জনআস্থাকে আরও সুদৃঢ় করে। এই বছরের মধ্যে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী যাত্রীদের সামগ্রী চুরির ২১৯টি মামলা নথিভুক্ত করেছে, যার ফলে ২৮৫ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অবৈধ কাম- কাজের বিরুদ্ধে চলমান কঠোর অভিযানে দালালদের বিরুদ্ধে ১২০টি মামলা শনাক্ত করা হয়েছে, যার ফলে ১২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই অভিযানগুলোতে মোট ৭৫৭ টি টিকিট জব্দ করা হয়েছে, যার আনুমানিক মূল্য ২৩ লক্ষ টাকারও অধিক। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী পাথর নিক্ষেপের ১৫৪ টি ঘটনার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জনসুরক্ষা সংক্রান্ত উদ্বেগগুলোও হ্রাস করেছে এসব ঘটনায় ১১৬ জনকে আটক করা হয়েছে। রেলওয়ের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং অবৈধ দখল রোধের প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে পূর্ববর্তী অর্থবছরে যেখানে ৪৩৭ টি অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা হয়েছিল, সেখানে ২০২৫-২৬-এ ৬৯৯ টি অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা হয়েছে। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী মানবীয়তা পদক্ষেপের অংশ হিসেবে পাচারচক্র থেকে ৮৯ জনকে উদ্ধার করেছে- যা ২০২৪-২৫ সালের ১০ জনের তুলনায় একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। এছাড়াও, এই বছরে ছেলে, মেয়ে এবং দুর্দশাগ্রস্ত নারীসহ (পাচার-সংক্রান্ত ঘটনা অবিহনে) মোট ১,১২৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের ৯৫২ জনের তুলনায় অধিক। এই সময়ের মধ্যে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী উল্লেখযোগ্য সাফল্যও অর্জন করেছে তারা ১.২৯ কোটি টাকা মূল্যের সামগ্রী এবং ৫৫.২৯ কোটি টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য জব্দ করেছে, যা অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাদের সতর্কতারই প্রমাণ। এই সাফল্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনস্থ রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং বর্ধিত পরিচালনগত দক্ষতার ওপর আলোকপাত করে, যা সমগ্র অঞ্চলজুড়ে নিরাপদ রেল চলাচল ও যাত্রীদের সুরক্ষা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

## জামালপুরের জারগ্রামে তৃণমূল প্রার্থী ভূতনাথ মালিকের সমর্থনে মহা মিছিল

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩ এপ্রিল ঃ জারগ্রাম অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রার্থী ভূতনাথ মালিককে সামনে রেখে এক বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হলো শুক্রবার প্রায় ৫০০০ কর্মী- সমর্থকের উপস্থিতিতে এদিনের মিছিল কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়। মিছিলটি মাধবপুর থেকে শুরু হয়ে আটপাড়া বাজার পর্যন্ত অগ্রসর হয়। মিছিলের পথে পথে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ প্রার্থীকে সমর্থন জানান। মিছিল চলাকালীন সাধারণ মানুষের সঙ্গে হাত মেলান

ভূতনাথ মালিক, পাশাপাশি বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে আশীর্বাদও নেন। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন, অঞ্চল সভাপতি শেখ আলাউদ্দিন, সুভাষ মন্ডল, জেলা নেতা শেখ মনতাজ, জেলা পরিষদের সদস্য শোভা দে, প্রধান নূরজাহান বিবি সাহানা, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ওয়াসিম সরকারসহ একাধিক নেতৃত্ব। মিছিল শেষে আটপাড়ায় একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন বলেন, গত লোকসভা নির্বাচনে এই অঞ্চল থেকেই সবচেয়ে বেশি লিড পাওয়া গিয়েছিল। আজকের এই বিপুল জনসমাগম প্রমাণ করছে, এবারও বিপুল ভোটে জয় নিশ্চিত। প্রার্থী ভূতনাথ মালিকও আশাবাদী সুরে বলেন, বিগত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে এই অঞ্চল থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে লিড এসেছে। আজকের এই সমর্থন দেখে আমি অত্যন্ত আশাবাদী। আমি নিশ্চিত এবারে আরও বেশী মার্জিনে তৃণমূল জিতবে জামালপুরে। অঞ্চল সভাপতি আলাউদ্দিন শেখ জানান, ব্লক সভাপতির নির্দেশে এই মিছিল সংগঠিত হয়েছে এবং সকলেই একসঙ্গে প্রিয় প্রার্থী ভূতনাথ মালিককে বিপুল ভোটে জেতানোর অঙ্গীকার করেছেন। সমগ্র কর্মসূচিতে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি প্রদর্শন স্পষ্ট হয়েছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের।

## বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে বিজলিমণি চা বাগানে সাংসদ রাজু বিস্তের প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল ঃ ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মুর সমর্থনে শুক্রবার বিজলিমণি চা বাগানে কোমর বেঁধে প্রচারে নামলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত। এদিন চা শ্রমিকদের মাঝে পৌঁছে তাঁদের অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন এবং হাত জোড় করে পদ্ম শিবিরে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান তিনি। প্রচার চলাকালীন বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মুও তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় রাজু বিস্ত দাবি করেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে পশ্চিমবঙ্গ দেশের উন্নয়নের মূলস্রোতে সামিল হবে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের অধীনে রাজ্যের পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। প্রতিবেশী রাজ্য অসমের উদাহরণ টেনে সাংসদ অভিযোগ করেন যে, সেখানে চা শ্রমিকরা অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা পেলেও পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা সেই তুলনায় বঞ্চিত। এদিন চা শ্রমিকদের বড়সড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজু বিস্ত জানান, রাজ্যে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে ৩৫০ টাকা করা হবে এবং তাঁদের জমির পাট্টা বা মালিকানার অধিকার দেওয়া হবে। এবারের নির্বাচনকে কেবল জল, রাস্তা বা নিকাশি নালা তৈরির লড়াই হিসেবে দেখতে নারাজ সাংসদ। তাঁর মতে, ২০২৬-এর এই লড়াই আসলে 'বাংলার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই'।

## মুর্শিদাবাদ সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৩ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের মুখে রাজ্যজুড়ে পুলিশের বিশেষ তৎপরতার মধ্যে বিভিন্ন জেলা থেকে লাগাতার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হচ্ছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি দেশি পিস্তল ও কার্তুজসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানা এলাকার সদানন্দপুরে বৃহস্পতিবার রাতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। সেই সময় এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি চালালে তার কাছ থেকে একটি দেশি পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়। ধৃত যুবকের নাম জিল্লার শেখ। শুক্রবার তাকে বহরমপুর জেলা আদালতে পেশ করে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। একইভাবে উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়া এলাকাতেও বৃহস্পতিবার ভোরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। সেখান থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও তিন রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয় এবং ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদিকে, নদিয়া জেলাতেও সম্প্রতি অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে তাহেরপুর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ একটি আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ এবং বেশ কিছু ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করে। এই ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, নির্বাচনের আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে নাকা চেকিংয়ের মাধ্যমে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে।

## তৃণমূল সুপ্রিমোর সভায় ডাক না পেয়ে বিদায়ী বিধায়কের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের সুতির ছাবঘাটি ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় অনুপস্থিত ছিলেন তৃণমূল পরিচালিত মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা। যদিও সুতি বিধানসভা এলাকা থেকেই নির্বাচিত জেলা পরিষদ সদস্যা রুবিয়া সুলতানার সেখানে না থাকা নিয়ে জেলার রাজনীতিতে এখন চলছে জোর চর্চা, বিভিন্ন মহলে উঠছে নানা প্রশ্ন। শুক্রবার দুপুর নাগাদ সেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে রুবিয়া সুলতানা নিজেই জানালেন তাঁর অনুপস্থিতির কারণ। তিনি বলেন, সুতির বিধায়ক ইমানি বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর জনসভার মঞ্চে আমার নাম রাখেননি। এর আগের জনসভাতেও তিনি আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু আমি জনগণের স্বার্থে সবটা সহ্য করেছি। বিষয়টি আমি জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমানকেও জানিয়েছি। তিনিও বিধায়কের কাছে মঞ্চে উপস্থিত জনপ্রতিনিধিদের তালিকা চেয়েছিলেন, কিন্তু বিধায়ক তা দেননি। খলিলুর রহমান মঞ্চে গিয়ে জানতে পেরেছিলেন মঞ্চ এবং প্রবেশ পথে আমার নাম তালিকায় রাখা হয়নি। শুক্রবার দুপুর নাগাদ রুবিয়া নিজের সমাজমাধ্যমের ভেরিফাইড পাতায় প্রায় ৫ মিনিটের একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন । সেই ভিডিওতেই সভাধিপতি একাধিক অভিযোগ করেছেন সুতি বিধানসভা কেন্দ্রের বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক তথা এবারের নির্বাচনে ওই কেন্দ্রের প্রার্থী ইমানি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত, রুবিয়া সুলতানা সম্পর্কে ইমানি বিশ্বাসের ভ্রাতৃবধূ হন। সমাজমাধ্যমের পাতায় ভিডিওটি পোস্ট করে রুবিয়া বলেছেন, গতকাল মমতা ব্যানার্জির সভায় তাঁর অনুপস্থিতির কারণ জানতে চেয়ে সাংবাদিক থেকে শুরু করে অনেকেই ফোন করেছেন , তাই সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতেই তিনি এই ভিডিও করছেন। ভিডিওটিতে রুবিয়া বলেন, আমি জানতে চাই বিদায়ী বিধায়কের এত জ্বালা কিসের? তিনি চাইলেই গত পাঁচ বছরে সুতিতে অনেক উন্নয়নের কাজ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু দেখেন না। আমরা দল করি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে। তরুণ প্রজন্মের কাছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা আবেগ ও অহংকার। বিধায়কের দুর্ব্যবহার প্রসঙ্গ টেনে রুবিয়া প্রশ্ন তোলেন , বিধায়ক গতকাল যা করেছেন , এই নোংরামি কি চিরকাল সহ্য করে যেতে হবে ? আমরা জনপ্রতিনিধিরা সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করি। তাই ব্যক্তিগতভাবে কাউকে পছন্দ না হলেও জনগণের স্বার্থে আমাদের একসঙ্গে চলা উচিত। উনি ২০১৮ সাল থেকে যে ব্যবহার করেছেন তা এত দিন সহ্য করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু আজ আমি বলতে বাধ্য হলাম। মুর্শিদাবাদের তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, অহংকার কখনও চিরস্থায়ী হয় না। রুবিয়া সুলতানা চিরকাল সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে এসেছেন, ভবিষ্যতেও করবেন। যেভাবে আমি আপনাদের ভালোবাসা পেয়েছি তাতে আমি কৃতজ্ঞ। আগামীদিনেও আপনারা আমাকে রাস্তায় পাবেন। সাধারণ মানুষ যেন কোনওভাবে দ্বিধাগ্রস্ত না হন। তাই আমি সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে এই বার্তা দিতে এসেছি। যদিও রুবিয়ার তোলা অভিযোগকে কোনও গুরুত্ব দিতেই নারাজ বিদায়ী বিধায়ক ইমানি বিশ্বাস। রুবিয়ার নাম শুনে তিনি পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, কোন রুবিয়া? উনার সঙ্গে আমার ভাইয়ের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। যদিও তারপর ইমানি বিশ্বাস বলেন, ওঁকে এখানকার মানুষ ভালোবেসে ভোট দিয়ে জিতিয়েছিলো। কিন্তু গত ৩ বছরে এখানকার মানুষের জন্য কোনও কাজ করেননি। এখানকার কোন মানুষের সঙ্গে উনি দেখা করেছেন সকলেই জানে। গতকাল যা হয়েছে ঠিক হয়েছে। একটি বিখ্যাত হিন্দি প্রবাদ উদ্ধৃত করে বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক বলেন, আমি সামনে চলতেই থাকবো, কে পিছনে চিৎকার করলো আমার দেখার দরকার নেই।

## ভোটের আগে কেশিয়াড়ি ও গোপীবল্লভপুরে বিজেপিতে ভাঙন, তৃণমূলে যোগ একাধিক পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম, ৩ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলায় রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মোড় দেখা যাচ্ছে। কেশিয়াড়ি এবং গোপীবল্লভপুর-এই দুই গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি শিবিরে ভাঙনের ছবি সামনে এসেছে। একাধিক পরিবার এবং কর্মী-সমর্থক বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন বলে দাবি ঘাসফুল শিবিরের। ফলে ভোটের আগে এই দুই এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছে। শুক্রবার সকালে কেশিয়াড়ি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী রামজীবন মান্ডি প্রচারে বেরিয়ে পৌঁছান সাঁতরাপুর-৩ নম্বর অঞ্চলের ওলদা গ্রামে। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলা এবং ভোট প্রচারের সময়ই ঘটে এই রাজনৈতিক পালাবদলের ঘটনা। তৃণমূলের দাবি, গ্রামের পাঁচটি পরিবার, যারা এতদিন সক্রিয়ভাবে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত ছিল, তারা প্রকাশ্যে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। পরে প্রার্থী রামজীবন মান্ডি নিজে তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন এবং তাঁদের স্বাগত জানান। ওলদা গ্রামের ওই পরিবারগুলির বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তারা নিজেদের প্রতারিত বলে মনে করছেন। তাঁদের দাবি, নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। বরং রাজনৈতিক স্বার্থে তাঁদের ব্যবহার করা হয়েছে বলেই অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। এলাকার উন্নয়ন এবং মানুষের স্বার্থে কাজ করার জন্যই তাঁরা এবার তৃণমূল কংগ্রেসকে বেছে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন নবাগত সদস্যরা। তৃণমূলে যোগ দেওয়া এক প্রাক্তন বিজেপি সমর্থক বলেন, 'এত দিন আমাদের ভুল বুঝিয়ে কাজে লাগিয়েছে। আমরা চাই এলাকার আরও উন্নয়ন হোক। তাই রামজীবন মান্ডিকে বিপুল ভোটে জয়ী করে বিধায়ক করতে চাই।'' তাঁদের এই বক্তব্যে স্পষ্ট, স্থানীয় স্তরে রাজনৈতিক অসন্তোষই এই দলবদলের মূল কারণ হয়ে উঠেছে। এই যোগদান প্রসঙ্গে রামজীবন মান্ডি জানান, রাজ্যের শাসকদল হিসেবে তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুফল সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে পাচ্ছেন। তিনি দাবি করেন, বিরোধীদের অপপ্রচার সাধারণ মানুষ আর বিশ্বাস করছেন না। বরং উন্নয়নই মানুষের কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছে। ওলদা গ্রামের এই যোগদানকে তিনি জনসমর্থনের প্রতিফলন হিসেবে দেখছেন এবং আশাবাদী যে, এর ফলে তাঁর জয়ের ব্যবধান আরও বাড়বে। এদিকে একই দিনে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর বিধানসভা এলাকাতেও বিজেপিতে বড়সড় ভাঙনের ছবি সামনে এসেছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, আগুইবনি অঞ্চলের বাঁকশোল বুথ এলাকায় প্রায় ২০০টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গোপীবল্লভপুরের তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাহাতো নিজে উপস্থিত থেকে ওই পরিবারগুলির হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। যোগদান পর্ব শেষ হওয়ার পর এলাকায় একটি বাইক মিছিলও আয়োজন করা হয়, যেখানে বিপুল সংখ্যক কর্মী- সমর্থক অংশগ্রহণ করেন। এই মিছিলের মাধ্যমে তৃণমূল তাদের শক্তি প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অন্যদিকে, বিজেপি শিবির এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে কি না, তা নিয়ে স্পষ্ট কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, নির্বাচনের আগে এই ধরনের দলবদল নতুন কিছু নয় এবং প্রতিটি দলই নিজেদের শক্তি বাড়ানোর জন্য এই কৌশল গ্রহণ করে থাকে। সব মিলিয়ে, কেশিয়াড়ি এবং গোপীবল্লভপুর-এই দুই কেন্দ্রে ভোটের আগে রাজনৈতিক লড়াই আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। তৃণমূলের দাবি, এই যোগদান তাদের সংগঠনকে আরও মজবুত করবে এবং নির্বাচনে তার প্রভাব পড়বে। এখন দেখার, এই দলবদলের প্রভাব ভোটের ফলাফলে কতটা প্রতিফলিত হয়।

## চা-বাগানের অলিগলিতে প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ৩ এপ্রিল ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া, মাদারিহাটের লঙ্কাপাড়া, ধুমচিপাড়া অন্যতম প্রত্যন্ত এলাকা। এই এলাকাগুলির অধিকাংশ জুড়ে চা বাগান। গাড়ি এই রাস্তাগুলি দিয়ে ঠিক মতো চলে না। এদিকে চা বাগানের মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ জরুরি। কাজেই মাদারিহাট বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পো বাইক নিয়েই বার হলেন প্রচারে। লঙ্কাপাড়া এলাকার চা বাগানের গলিতে- গলিতে তাঁকে দেখা যায় জনসংযোগ সারতে। মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পো। বীরপাড়া এলাকার বাসিন্দা তিনি। টিকিট পাওয়ার পর থেকে চা বাগানেই বেশি প্রচার চালাতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। কখনও নিজে, আবার কখনও তাঁর সহযোগীকে বাইক চালাতে দেখা যাচ্ছে চা বাগানের রাস্তায়। তাঁকে একা দেখে তাঁর দলের অন্যান্য কর্মীরা এগিয়ে আসছেন বাইক নিয়ে। সামনাসামনি প্রার্থীকে পেয়ে খুশি চা শ্রমিকেরা। তাঁদের কথায়, এর আগে অন্যান্য নির্বাচনের সময় প্রার্থীরা আসতেন বাগানে। দূর থেকেই তারা তাঁদের দেখতেন। জয়প্রকাশ টোপ্পো শ্রমিকদের সঙ্গে গল্প করছেন, তাঁদের সঙ্গে খেতেও বসছেন। প্রচারে ব্যস্ত জয়প্রকাশ টোপ্পো তেমনভাবে কিছু বলতে না চাইলেও, জানিয়েছেন, ২০২৪ সালে উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি বিধায়ক হয়েছিলেন। তার পর এই এলাকাগুলির জন্য কিছু কাজ করতে পেরেছেন। এখনও অনেক কাজ বাকি। সেই কাজগুলি এবারে জয়ী হলে করবেন।

*প্রার্থী অরুপ রায়ের সমর্থনে মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে শুক্রবার সকালে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য জনসংযোগ পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থী ছাড়াও ওই পদযাত্রায় শ্যামল মিত্র, সুশোভন চ্যাটার্জি, অভিষেক কর সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নৃত্য, গীতি, বাদ্য সহ বর্ণাঢ্য প্রচারে এদিন প্রচুর সংখ্যায় কর্মী সমর্থক অংশ নেন।*

## বড়জোড়ায় জমে উঠছে রাজনৈতিক লড়াই, প্রচারে ঝাঁপ বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৩ এপ্রিল ঃ জেলার শিল্পাঞ্চল হিসেবে পরিচিত বড়জোড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের আগে জোরদার হচ্ছে রাজনৈতিক লড়াই। তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই আসন দখলে মরিয়া বিজেপি। দলের প্রার্থী বিলেশ্বর সিনহা ইতিমধ্যেই কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে এলাকায় ঘরে ঘরে প্রচার শুরু করেছেন। তাঁর দাবি, মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট এবং তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন জানাচ্ছেন। একসময় বামেদের দুর্গ হিসেবে পরিচিত বড়জোড়ায় ২০১১ সালে প্রথম পরিবর্তন আসে, যখন তৃণমূল প্রার্থী আশুতোষ মুখার্জি জয়ী হন। ২০১৬ সালে বামফ্রন্ট আবার আসনটি ফিরে পায়। তবে ২০২১ সালে ফের তৃণমূল প্রার্থী অলোক মুখার্জি জয়ী হন। সেই নির্বাচনে বিজেপির ভোট উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৩৩ শতাংশে পৌঁছায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেসও কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। এবার তারা প্রার্থী করেছে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী গৌতম মিশ্রকে। একদিকে বিজেপির ভোটবৃদ্ধি, অন্যদিকে শাসকদলের বিরুদ্ধে কিছুটা অসন্তোষ-সব মিলিয়ে বড়জোড়ায় লড়াই যে হাড্ডাহাড্ডি হতে চলেছে, তা বলাই যায়। যদিও বিজেপির সংগঠনকে এখনও পুরোপুরি শক্তিশালী বলা যাচ্ছে না, তবুও কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। তাদের দাবি, এবারের নির্বাচনে পরিবর্তনের হাওয়া বইবে। অন্যদিকে, শাসকদলও নিজেদের ঘাঁটি ধরে রাখতে মরিয়া। ফলে ভোটের আগে বড়জোড়ার রাজনৈতিক সমীকরণ ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

## জাতীয় গ্রন্থাগারে 'বন্দে মাতরম্'-এর ১৫০ বছর উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ 'বন্দে মাতরম্'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে আয়োজিত হল এক বিশেষ অনুষ্ঠান। শুক্রবার অনুষ্ঠানের শুরুতেই সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয় 'বন্দে মাতরম্', যার মধ্য দিয়েই সূচনা হয় গোটা অনুষ্ঠানের এবং প্রথম মুহূর্ত থেকেই প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে দেশাত্মবোধের আবহ। অনুষ্ঠানের সূচনায় বক্তব্য রাখেন ছত্তিশগড়ের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা। তিনি তাঁর বক্তব্যে 'বন্দে মাতরম্'-এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও বর্তমান সময়ে এর প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। এরপর বক্তব্য রাখেন কলকাতার অরবিঃদ ভবনের ডিরেক্টর বিশ্বজিত গাঙ্গুলি। তিনি বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠান নতুন প্রজন্মকে দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত করতে সহায়তা করে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরও একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি, যারা দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদান স্মরণ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতি। তাঁদের অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, ভবিষ্যত প্রজন্ম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ত্যাগ ও অবদান কতটা মনে রাখবে এবং তাঁদের ইতিহাসকে কতটা গুরুত্ব দেবে। এই প্রেক্ষিতে তাঁরা নতুন প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দেন। সাংস্কৃতিক পর্বে পরিবেশিত হয় একাধিক দেশাত্মবোধক গান। 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে' গানটি পরিবেশন করেন দিগ্বিজয় চৌধুরী, যা দর্শকদের মধ্যে বিশেষ সা।। ফেলে। পাশাপাশি অন্যান্য সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমেও দেশের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা তুলে ধরা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান জুড়ে দেশপ্রেমের আবহ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ এবং 'বন্দে মাতরম্'-এর মতো ঐতিহাসিক গানকে কেঃদ্র করে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান নতুন প্রজন্মের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দেয়-দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে জানা ও সম্মান করা।

## ডোমজুড়ের বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে উঠলো অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৩ এপ্রিল ঃ ভোটের আগে এক 'ভাইরাল' ভিডিও নিয়ে ডোমজুড়ের বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। যদিও ওই ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদমাধ্যম। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এক মুরগি ব্যবসায়ীকে 'জিহাদী রোহিঙ্গা বাংলাদেশি' আখ্যা দিয়ে তাঁর ব্যবসার জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে রাস্তার অপর প্রান্তে। হাওড়ার জগদীশপুরে ওই ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই মুরগির মাংসের ব্যবসায়ী গত বছর দেড়েক ধরে জগদীশপুর বাজারের কাছে রাস্তার ধারে ব্রয়লার মুরগির মাংস বিক্রির ব্যবসা করছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে ডোমজুড় কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সেখান দিয়ে যাওয়ার পথে ওই ঘটনা ঘটে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, বিজেপির ঝান্ডা হাতে কয়েকজন সমর্থককে নিয়ে সদলবলে এসে ওই মুরগি ব্যবসায়ীকে তিনি বলছেন, তুমি জিহাদী বাংলাদেশি রোহিঙ্গা হয়ে কোন সাহসে রাস্তায় মুরগির মাংসের দোকান খুলে ব্যবসা করছ ? এই বলে ওই মাংস ব্যবসায়ীর দোকান উঠিয়ে নিয়ে রাস্তার উল্টোদিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়েই ওই মুরগি ব্যবসায়ী তাঁর দোকান সরিয়ে নেন। এদিকে, ওই ব্যবসায়ীর দাবি, তাঁর আসল বাড়ি বীরভূমের লাভপুর গ্রামে। সেখানে গ্রামের বাড়িতে তাঁর নিজের ও পরিবারের সকলের ভোটার লিস্টে নাম আছে। এসআইআরেও তাঁর ও পরিবারের সকলের নাম আছে। এদিকে, এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই এই নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল। ডোমজুড়ের কেন্দ্র তৃণমূল যুব সভাপতি নুরাজ মোল্লা বলেন, এটাই বিজেপির আসল চরিত্র। ওরা রোহিঙ্গা বাংলাদেশি বলে সাধারণ মানুষকে নির্যাতন করছে। অথচ এসআইআরে একজনও রোহিনা বাংলাদেশিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। এদিকে, এই বিষয়ে বিজেপি প্রার্থী গোবিন্দ হাজরা বলেন, 'একদম বাস্তব সত্যকথা উনি রোহিঙ্গা। এখানকার ভোটার নন। উনি নিজের বাড়ি কখনো বলছেন বীরভূম, আবার কখনো বলছেন নদীয়া। ওই ব্যবসায়ী এলাকার কেউ নন। আমার নিজের বাড়ির গেটের মুখে কে ওনাকে নিয়ে এসে বসিয়েছে তার নাম প্রকাশ করুক। কে ওনাকে নিয়ে এসেছে কেন নিয়ে এসেছে সেটা আগে উনি প্রকাশ করুক। উনি এখানকার বাসিন্দাও নন। কাউকে উনি চেনেনও না।'

**PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE**

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Temporary Electrical Installation work for Accommodation of CAPF/SPF at different accommodation centers for WBLA General Election 2026 under CPC/Hooghly Rural Police District, Hooghly.. .''
**NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-03 of 2026- 27**
Bid submission closing date: **06/04/2026 upto 02.30 P.M.**
Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T.

**Sd/-**
**Executive Engineer, P.W.Dte.**
**Hooghly Electrical Division**

## শিশুকে 'যৌন হেনস্থা'র অভিযোগে আটক প্রৌঢ়, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৩ এপ্রিল ঃ শিশুকে 'যৌন হেনস্থা'র অভিযোগে লিলুয়ায় আটক প্রৌঢ়, ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। জানা গেছে, এই ঘটনায় সাড়ে ৪ বছরের এক শিশুকে 'যৌন হেনস্থা'র অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার বিকেল নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। রাতেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করেছে লিলুয়া থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কবরপাড়া এলাকায় স্থানীয় মালি মাঠে ওই ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, সাড়ে চার বছরের ওই শিশু তার খেলার এক সঙ্গীর সঙ্গে মাঠে খেলছিল। সেই সময় অভিযুক্ত ওই প্রৌঢ় ব্যক্তি শিশুটিকে জোর করে মাঠের এক পাশে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে অশালীন আচরণ করে বলে শিশুর পরিবারের অভিযোগ। শিশুটির চিৎকার শুনে তার মা এবং স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে তারা অভিযুক্তকে সন্দেহজনক অবস্থায় দেখতে পান। পরে শিশুটি তার মাকে ঘটনার কথা জানায়। যদিও অভিযুক্ত ব্যক্তি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বলে জানা গেছে। ঘটনার পর লিলুয়া থানার পুলিশ অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

## বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৩ এপ্রিল ঃ হাওড়ায় ডোমজুড়ের বাঁকড়া এলাকায় বাড়ির ছাদ থেকে উদ্ধার একাধিক তাজা বোমা, ভোটের আগে চাঞ্চল্য। ডোমজুড়ের স্থানীয় পশ্চিমপাড়ায় বৃহস্পতিবার ওই ঘটনা ঘটে। ঘিঞ্জি এলাকায় একটি একতলা বাড়ির ছাদ থেকে ওই তাজা বোমা উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। ঘটনাস্থলে আসে বাঁকড়া ফাঁড়ির পুলিশ। বম্ব স্কোয়াডের আধিকারিকরা। সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা কয়েক ঘন্টা তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বোমগুলি। সেগুলিকে নিষ্ক্রিয় করার পর পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

**SHORT NOTICE INVITING QUOTATION**

NIQ NO. - 07/Q of 2026-27
Sealed quotation for temporary EI works related to CAPF accommodation for General Assembly Election 2026 invited for PS- Panskura Phase-V, PS- Moyna Phase-V, PS- Tamluk Phase-VI, PS- Nandakumar Phase-V, PS- Kolaghat Phase-V. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.wbpwd.gov.in Last date of application: 05.04.2026 up to 4.00 PM Last date of submission of quotation: 4.30 P.M. of 05.04.2026 Date and time of bid opening: 4.45 pm 05.04.2026

**Sd/-**
**Executive Engineer**
**Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.**

**SHORT NOTICE INVITING QUOTATION**

NIQ NO. - 08/Q of 2026-27
Sealed quotation for temporary EI works related to CAPF accommodation for General Assembly Election 2026 invited for PS- Bhabanipur Phase-V, PS- Nandigram Phase-V, PS- Mahishadal Phase-IV, PS- Sutahata Phase-V, PS- Chandipur Phase-IV. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.wbpwd.gov.in Last date of application: 05.04.2026 up to 4.00 PM Last date of submission of quotation: 4.30 P.M. of 05.04.2026 Date and time of bid opening: 4.45 pm 05.04.2026

**Sd/-**
**Executive Engineer**
**Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.**

**SHORT NOTICE INVITING QUOTATION**

NIQ NO. - 09/Q of 2026-27
Sealed quotation for temporary EI works related to CAPF accommodation for General Assembly Election 2026 invited for PS- Egra Phase-VI, PS- Contai Phase-VII, PS- Bhupatinagar Phase-V, PS- Patashpur Phase-VI, PS- Ramnagar Phase-V, PS- Junput Coastal Phase-V, PS- Bhagawanpur Phase-V, PS- Khejuri Phase-III. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.wbpwd.gov.in Last date of application: 05.04.2026 up to 4.00 PM Last date of submission of quotation: 4.30 P.M. of 05.04.2026 Date and time of bid opening: 4.45 pm 05.04.2026

**Sd/-**
**Executive Engineer**
**Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.**

## বাজারে আগুন দামে হাঁসফাঁস?

# ছাদে বা টবে চাষ করুন এই ৮ সবজি- মিলবে তাজা ফসল, খরচও কমবে

দাম বাড়ছে প্রতিদিন। বাজারে ঢুকলেই যেন পকেটে আগুন লাগে। ঝিঙে, পটল, ঢেঁড়স-নিত্যপ্রয়োজনীয় সবজির দাম এখন অনেকের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য এই পরিস্থিতি বেশ চিন্তার। সংসারের বাজেট সামলাতে গিয়ে অনেকেই বাধ্য হচ্ছেন রোজকার খাবারের তালিকায় কাটছাঁট করতে। কিন্তু প্রশ্ন হল-পুষ্টির সঙ্গে আপস করে কতদিন চলবে? এই কঠিন সময়েই বিকল্প পথ দেখাচ্ছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, বাড়ির ছাদ, বারান্দা বা একফালি খালি জমিই হতে পারে সমস্যার সহজ সমাধান। সামান্য উদ্যোগ আর অল্প যত্নেই আপনি নিজের বাড়িতে ফলাতে পারেন এমন কিছু সবজি, যা খুব দ্রুত বড় হয় এবং অল্প সময়েই খাওয়ার উপযোগী হয়ে ওঠে। এতে যেমন বাজারের ওপর নির্ভরতা কমবে, তেমনই মিলবে তাজা, বিষমুক্ত খাবার। চলুন জেনে নেওয়া যাক এমন ৮টি সবজি সম্পর্কে, যেগুলো খুব কম সময়ে ফলানো যায় এবং ঘরোয়া চাষের জন্য একেবারেই উপযুক্ত।

প্রথমেই আসি শাকজাতীয় সবজির কথায়-পালং শাক ও লেটুস। যারা নতুন করে বাগান শুরু করতে চান, তাঁদের জন্য এগুলো একেবারে আদর্শ। খুব বেশি পরিশ্রম ছাড়াই এই শাকগুলো চাষ করা যায়। মাটিতে বীজ ছড়িয়ে দিলেই কাজের অর্ধেক শেষ। নিয়মিত জল দিলে মাত্র ৩ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যেই পালং শাক খাওয়ার উপযোগী হয়ে ওঠে। এমনকি খুব বেশি রোদ না পেলেও সমস্যা হয় না-আংশিক ছায়াতেও ভালো বাড়ে। লেটুসও একইভাবে সহজ। বারান্দার ছোট টবেই অনায়াসে চাষ করা যায়। যারা স্যালাড খেতে ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য

এটি দারুণ বিকল্প। দোকান থেকে কিনতে না গিয়ে নিজের বাড়িতেই টাটকা লেটুস পাতা পাওয়া যাবে। এরপর আসে রান্নাঘরের অপরিহার্য উপাদান-কাঁচালঙ্কা ও পেঁয়াজ। প্রায় প্রতিদিনের রান্নায. এই দু'টি জিনিসের প্রয়োজন পড়েই। তাই এগুলো ঘরে ফলাতে পারলে অনেকটাই সুবিধা। কাঁচালঙ্কার জন্য নার্সারি থেকে চারা এনে টবে বসাতে পারেন। আবার চাইলে শুকনো লঙ্কার বীজ থেকেও চারা তৈরি করা যায়। একবার গাছ বড় হয়ে গেলে মাসখানেকের মধ্যেই লঙ্কা ধরতে শুরু করে। পেঁয়াজ চাষ আরও সহজ। অনেক সময় রান্নাঘরে ফেলে রাখা পেঁয়াজ থেকেই নতুন চারা বেরিয়ে আসে। সেটিকে মাটিতে বসালেই দ্রুত বাড়তে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই পেঁয়াজ কলি বা ছোট পেঁয়াজ পাওয়া যায়, যা রান্নায় দারুণ স্বাদ বাড়ায়। এরপর যেসব সবজির কথা বলা যায়, তা হল মুলো ও গাজর। যদিও এগুলো একটু আলাদা যত্ন চায়, তবুও খুব বেশি কঠিন নয়। এই দুই সবজি চাষের জন্য দরকার ঝুরঝুরে, নরম মাটি, যাতে শিকড় সহজে বাড়তে পারে। বীজ বোনার ৩০ থেকে ৪০ দিনের মধ্যেই কচি মুলো তুলে নেওয়া যায়।

গাজরের ক্ষেত্রে সময় একটু বেশি লাগে, তবে ঘরে ফলানো গাজরের স্বাদ ও গুণ অনেক বেশি। বাজারের তুলনায় এটি অনেক বেশি তাজা ও স্বাস্থ্যকর। রোদযুক্ত জায়গায় রাখলে এই সবজিগুলো ভালো বাড়ে। গরমকালে স্বস্তি দেয.যে সবজি, তার মধ্যে শসা অন্যতম। বাড়িতে শসা চাষ করা খুব কঠিন নয়। সামান্য একটি মাচা তৈরি করে দিলে গাছ দ্রুত বেড়ে ওঠে এবং অল্প সময়েই ফল ধরতে শুরু করে। টাটকা শসা শুধু খেতেই ভালো নয়, শরীর ঠান্ডা রাখতেও সাহায্য করে। ঢেঁড়সও একইভাবে সহজে চাষযোগ্য একটি সবজি। বীজ বুনে দিলেই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে গাছ বড় হয়ে.যায়। একবার ফল ধরা শুরু করলে প্রায় প্রতিদিনই ঢেঁড়স তোলা যায়। নিয়মিত যত্ন নিলে একটি গাছ থেকেই অনেকদিন পর্যন্ত ফলন পাওয়া সম্ভব। এই সবজিগুলোর আরেকটি বড় সুবিধা হল-এগুলো চাষ করতে খুব বেশি রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয় না। ঘরোয়া জৈব সার, যেমন রান্নাঘরের উচ্ছিষ্ট বা কম্পোস্ট ব্যবহার করলেই ভালো ফলন পাওয়া যায়। এতে খাবার হয় সম্পূর্ণ বিষমুক্ত, যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী।বর্তমান পরিস্থিতিতে, যখন বাজারের ওপর নির্ভরতা বাড়ছে এবং দাম ক্রমাগত বাড়ছে, তখন এই ধরনের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। শুধু খরচ বাঁচানোই নয়, এটি একটি স্বনির্ভর জীবনযাপনের দিকেও এগিয়ে নিয়ে যায়। এছাড়া, বাগান করা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। গাছের যত্ন নেওয়া, নতুন পাতা গজানো দেখা-এসবই মনকে শান্ত রাখে এবং একধরনের আনন্দ দেয়। সব মিলিয়ে বলা যায়, সামান্য চেষ্টা আর ইচ্ছা থাকলেই নিজের বাড়িতেই তৈরি করা যায় একটি ছোট সবজি বাগান। এতে যেমন সংসারের খরচ কমবে, তেমনই পরিবার পাবে স্বাস্থ্যকর, তাজা খাবার। তাই আর দেরি না করে আজই শুরু করুন। হাতে তুলে নিন মাটি, ছড়িয়ে দিন বীজ-আর অপেক্ষা করুন নিজের পরিশ্রমের ফল উপভোগ করার জন্য। স্বনির্ভরতার প্রথম পদক্ষেপ হোক আপনার নিজের বাড়ির বাগান থেকেই।

# চাঁদের পথে মানুষ, আরটিস টু-র ঐতিহাসিক উৎক্ষেপণ

মানব ইতিহাসে আবারও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। দীর্ঘ প্রায.৫০ বছর পর চাঁদের উদ্দেশে রওনা দিল মানুষবাহী মহাকাশযান। গবক্ষক-র উচ্চাকাঙ্ক্ষী চঃদ্র অভিযান আরটিস টু-এর সফল উৎক্ষেপণের মধ্য দিযে.বিশ্ব আবারও ফিরে পেল সেই বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত, যা একসময় মহাকাশ অভিযানের সোনালি যুগকে সংজ্ঞায়িত করেছিল। ভারতীয় সময় অনুযাযী, বৃহস্পতিবার ভোর ৩টা ৫৪ মিনিট নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের Kennedy Space Center থেকে আকাশে উড়ে যায.বিশাল কমলা-সাদা রঙের মহাকাশযানটি। উৎক্ষেপণের সেই দৃশ্য ছিল রুদ্ধশ্বাস-আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে ধীরে ধীরে মহাকাশের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এই আধুনিক প্রযুক্তির বিস্ময়। এই মিশনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল-এটি নাসার নতুন যুগের প্রথম মানববাহী চন্দ্র অভিযান। যদিও এই যাত্রায.নভশ্চররা চাঁদের মাটিতে নামবেন না, তবুও এর গুরুত্ব কোনও অংশে কম নয়। বরং এটি ভবিষ্যতের আরও বড় লক্ষ্য-মানুষকে আবার চাঁদের মাটিতে নামানো-তারই প্রস্তুতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এই ঐতিহাসিক অভিযানে অংশ নিয়েছেন চারজন নভশ্চর-Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch এবং Jeremy Hansenú তাঁদের মধ্যে তিনজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং একজন কানাডার প্রতিনিধি। এই আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণই প্রমাণ করে যে মহাকাশ অভিযান এখন আর একক দেশের সীমাবদ্ধতা নয.এটি একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ। মহাকাশযানটি প্রায.১০ দিনের একটি দীর্ঘ যাত্রায. চাঁদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করবে। ঘণ্টায় প্রায় ৯৬০০ কিলোমিটার বেগে ছুটে চলা এই যানে বসে নভশ্চররা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন। বিশেষ করে ভবিষ্যতের দীর্ঘমেয়াদি চন্দ্র অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, মানবদেহের ওপর প্রভাব এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা-এই সবকিছুই খতিয়ে দেখা হবে। এই অভিযানে ব্যবহৃত হয়েছে অত্যাধুনিক Orion capsule, যা নভশ্চরদের নিরাপদে মহাকাশে নিয়ে যাওয়া এবং পৃথিবীতে ফিরিযে আনার জন্য তৈরি। পরিকল্পনা অনুযায়ী, মিশন শেষে এই ক্যাপসুলটি প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করবে। এই মিশন সফল হলে পরবর্তী ধাপে আসবে , যেখানে আবারও মানুষ চাঁদের মাটিতে পা রাখবে। উল্লেখযোগ্য বিষয. হল, এবার নাসা শুধু চাঁদে যাওযাই নয়, সেখানে দীর্ঘমেযাদি উপস্থিতি গড়ে তোলার দিকেও নজর দিচ্ছে। পাঁচ দশক আগে Apollo 11 Moon Landing-এর মাধ্যমে প্রথমবার মানুষ চাঁদের মাটিতে পা রেখেছিল। তারপর থেকে বহু মহাকাশ অভিযান হলেও, চাঁদে মানুষ পাঠানোর উদ্যোগ দীর্ঘদিন স্থগিত ছিল। সেই বিরতির অবসান ঘটাল এই নতুন আর্টেমিস কর্মসূচি। তবে এই ঐতিহাসিক ঘটনার পরেও একটি অদ্ভুত বাস্তবতা সামনে এসেছে। সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে এই অভিযান নিযে.তেমন উচ্ছ্বাস দেখা যায়নি। যেখানে একসময় চাঁদে মানুষ পাঠানো ছিল জাতী গৌরবের প্রতীক, আজ সেখানে অনেকেই বিষয়টিকে কিছুটা দূরত্ব থেকেই দেখছেন। বিশ্লেষকদের মতে, এর পেছনে একাধিক কারণ রযেছে। বর্তমান অর্থনৈতিক চাপ, মূল্যবৃদ্ধি, এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিভাজন-এই সবকিছুই মানুষের মনোযোগ অন্যদিকে সরিযে.দিযেছে। দৈনঃদন জীবনের সমস্যাগুলিই এখন অনেকের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হযে. উঠেছে। এছাড়াও, এই ধরনের মহাকাশ অভিযানে বিপুল অর্থ ব্যয়ের বিষয়টিও প্রশ্ন তুলছে অনেকের মনে। কোটি কোটি ডলার খরচ করে চাঁদে মানুষ পাঠানোর প্রযোজনীযতা নিযে. বিতর্ক তৈরি হযেছে। অনেকেই মনে করছেন, এই অর্থ দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নযনে ব্যবহার করা হলে তা বেশি কার্যকর হতো। তবে এর মানে এই নয.যে নাসার প্রতি মানুষের আস্থা কমে গেছে। বরং বলা যায়, মানুষের অগ্রাধিকার বদলেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ এখনও রযেছে, কিন্তু তার সঙ্গে বাস্তব জীবনের চাহিদার ভারসাম্য নিযেই চলছে চিন্তাভাবনা। সব মিলিযে, Artemis II শুধু একটি মহাকাশ অভিযান নয়-এটি ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি প্রমাণ করে, মানবজাতি এখনও অজানাকে জানার তাগিদে এগিয়ে চলেছে। আগামী দিনে এই অভিযানের ফলাফলই নির্ধারণ করবে, মানুষ আবার কবে চাঁদের মাটিতে পা রাখবে। কিন্তু এই মুহূর্তে বলা যায-ইতিহাস আবার নতুন করে লেখা শুরু হয়েছে, আর সেই লেখার প্রথম পাতায় জ্বলজ্বল করছে আর্টেমিস-২-এর নাম।

# পড়ায় মন বসছে না শিশুর? ঘরের দেওয়ালেই লুকিয়ে সমাধান-এই সাজসজ্জাতেই ফিরবে একাগ্রতা ও আগ্রহ

বই খুললেই হাই ওঠে, চোখ চলে যায় জানলার বাইরে, আর প।ার টেবিলে বসা মানেই যেন এক যুদ্ধ-এই চিত্রটাই আজকাল প্রায় সব বাড়িতেই দেখা যায়। অভিভাবকদের চিন্তার শেষ নেই। একদিকে স্কুলের বা।তি সিলেবাস, অন্যদিকে শিশুর মনোযোগের অভাব-দুটো মিলিয়ে পরিস্থিতি অনেক সময় হতাশাজনক হয়ে ওঠে। বকাঝকা, চাপ, নিয়ম-সব কিছু করেও যখন ফল মেলে না, তখন প্রশ্ন জাগে-সমস্যাটা আসলে কোথায়? অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, এর উত্তর লুকিয়ে থাকতে পারে শিশুর প।ার পরিবেশেই। শুধু প।ার টেবিল বা বই নয়, ঘরের চারপাশের পরিবেশ-বিশেষ করে দেওয়ালের সাজসজ্জা-শিশুর মানসিকতা, মনোযোগ ও সৃজনশীলতার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। বাস্তু শাস্ত্র অনুযায়ী, ঘরের শক্তি ও বিন্যাস মানুষের আচরণ ও চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। তাই সামান্য কিছু পরিবর্তনই শিশুর প।ার অভ্যাসে বড় বদল আনতে পারে। প্রথমেই আসি রঙ ও দৃশ্যমানতার কথায়। একঘেয়ে, নিরানঃদ দেওয়াল শিশুর মনে ক্লান্তি এনে দেয়। সেখানে যদি প্রাণবন্ত রং, সু ন্দর ছবি বা অনুপ্রেরণাদায়ক দৃশ্য থাকে, তাহলে মন স্বাভাবিকভাবেই বেশি সক্রিয় হয়। তাই প।ার ঘরের দেওয়ালকে যতটা সম্ভব উজ্জ্বল, কিন্তু চোখে আরামদায়ক রঙে সাজানো উচিত। বাস্তু মতে, প।ার ঘরে একটি বিশেষ ছবি রাখা খুবই উপকারী-তোতাপাখির ছবি। শোনা যায়, এই পাখির প্রতীকী উপস্থিতি শিশুর স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করে। যখনই শিশুর চোখ বারবার এই ছবির দিকে যায়, তখন তার মস্তিষ্কে এক ধরনের ইতিবাচক উদ্দীপনা তৈরি হয়। এছাড়া ডড়ন্ত পাখির ছবি দেওয়ালে রাখা যেতে পারে। ডানা মেলা পাখির ঝাঁক শিশুর মনে স্বাধীনতা, বিস্তার ও ব। কিছু করার স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে। এটি তার কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করে এবং সৃজনশীলতা বাড়ায়। ফলে প।াশোনাও আর একঘেয়ে মনে হয় না। শিশুর মধ্যে অলসতা বা জ।তা থাকলে তা কাটাতে বিশেষভাবে উপকারী বলে মনে করা হয় সাতটি দৌ।তে থাকা ঘো।ার ছবি। এই ছবি উন্নতি, গতি ও শক্তির প্রতীক। যদি প।ার টেবিলের সামনে এমন একটি ছবি রাখা যায়, তাহলে তা শিশুকে অবচেতনে উদ্দীপিত করে। নতুন উদ্যমে প।াশোনায় মন বসাতে সাহায্য করে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সূর্যোদয়ের ছবি। উদীয়মান সূর্য মানে নতুন শুরু, নতুন সম্ভাবনা। এটি অন্ধকার কাটিয়ে আলোয় এগিয়ে যাওয়ার প্রতীক। প।ার ঘরে এই ধরনের ছবি থাকলে শিশুর মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং সে নিজের লক্ষ্য অর্জনের প্রতি আরও দৃঢ় হয়। শুধু প্রকৃতির ছবি নয়, অনুপ্রেরণাদায়ক ব্যক্তিত্বদের ছবিও প।ার ঘরে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন স্বামী বিবেকানঃদ বা ঈশ্বরচঃদ্র বিদ্যাসাগর-এর মতো মণীষীদের প্রতিকৃতি। এই ধরনের ছবি শিশুর অবচেতন মনে প্রভাব ফেলে এবং তাকে অনুপ্রাণিত করে ব। কিছু করার জন্য। প্রতিদিন চোখের সামনে এই মুখগুলো থাকলে তাদের আদর্শও ধীরে ধীরে মনে গেঁথে যায়। তবে শুধু কী রাখবেন, তা জানলেই হবে না-কী রাখবেন না, সেটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প।ার ঘরে এমন কিছু রাখা উচিত নয়, যা মনকে অস্থির বা নেতিবাচক করে তোলে। যেমন যুদ্ধের ছবি, দু ঃখ বা কান্নার দৃশ্য-এই সবকিছু শিশুর মনে অজান্তেই ভয় বা অস্বস্তি তৈরি করতে পারে।এছা।। অতিরিক্ত গ্ল্যামারাস পোস্টার বা মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করে এমন ছবি থেকেও দূরে রাখা উচিত প।ার ঘরকে। এগুলো শিশুর মনকে প।া থেকে সরিয়ে অন্যদিকে টেনে নিয়ে যায়।আরেকটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল-পুরনো ক্যালেন্ডার বা অপ্রয়োজনীয় জিনিস। এগুলো অনেক সময় ঘরের শক্তিকে স্থবির করে দেয় বলে মনে করা হয়।

# মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহ তীব্র, মার্কিন স্থল অভিযানের জল্পনা, কড়া হুঁশিয়ারি ইরানের-ঢুকলে কেউ ফিরবে না

তেহেরান,৩ এপ্রিল ঃ মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে যুদ্ধের মেঘ। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র-এর সামরিক প্রস্তুতি, অন্যদিকে ইরান-এর পালটা কঠোর বার্তা-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এখন অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ। সাম্প্রতিক ঘটনাবলির জেরে আন্তর্জাতিক মহল উদ্বিগ্ন, কারণ পরিস্থিতি যে কোনও সময় পূর্ণমাত্রার সংঘাতে রূপ নিতে পারে। সূত্রের খবর, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর নির্দেশে ইতিমধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছে গিয়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মার্কিন সেনা। ধারণা করা হচ্ছে, সম্ভাব্য স্থল অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে ওয়াশিংটন। এই অভিযানের লক্ষ্য হতে পারে ইরানের সামরিক ঘাঁটি ও কৌশলগত স্থাপনাগুলি, যা দীর্ঘদিন ধরেই মার্কিন প্রশাসনের নজরে রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পে ঃ টাগন জোরকদমে প্রস্তুতি চালাচ্ছে বলে খবর। যদিও এখনও পর্যন্ত সরাসরি স্থল অভিযানের চূড়ান্ত অনুমোদন দেননি ট্রাম্প, তবুও সামরিক সমাবেশ ও যুদ্ধসামগ্রী মোতায়েন থেকে পরিস্থিতির গুরুত্ব স্পষ্ট। মার্কিন সামরিক শক্তি প্রদর্শনের অংশ হিসেবে অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ USS Tripoli-কে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানো হয়েছে। এই ' হিসেবে পরিচিত যুদ্ধজাহাজটিতে রয়েছে প্রায় ২৫০০ মেরিন সেনা, যা যেকোনও সময় স্থল অভিযানে অংশ নিতে সক্ষম। স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা গিয়েছে, এক সপ্তাহ আগে এটি দক্ষিণ চীন সাগর থেকে মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এবং বর্তমানে গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। শুধু ত্রিপোলিই নয়, এর সঙ্গে আরও কয়েকটি যুদ্ধজাহাজও মোতায়েন করা হয়েছে বলে

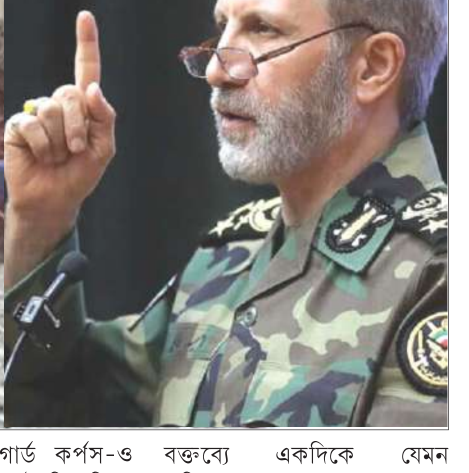

সূত্রের খবর। এই সামরিক সমাবেশ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করছে যে, পরিস্থিতি শুধুমাত্র কূটনৈতিক স্তরে সীমাবদ্ধ নেই-বরং বাস্তব যুদ্ধের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতেই কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। দেশের সেনাপ্রধান আমির হাতামি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, আমাদের ভূখণ্ডে যদি কোনও শত্রু প্রবেশ করে, তবে একজনও জীবিত ফিরে যেতে পারবে না। তাঁর এই মন্তব্য সরাসরি মার্কিন বাহিনীকে উদ্দেশ্য করেই করা হয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। এর আগে ইরানের শক্তিশালী আধাসামরিক বাহিনী ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস-ও একই ধরনের বার্তা দিয়েছিল। তারা জানিয়েছিল, শত্রুপক্ষ যদি আক্রমণ চালায়, তবে তারা প্রস্তুত এবং প্রতিরোধে কোনও রকম ছাড় দেবে না। আমরা অপেক্ষা করছি-এই বার্তা দিয়ে তারা কার্যত যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। আমির হাতামি তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, ইরান সব ধরনের আক্রমণের মোকাবিলায় প্রস্তুত। দেশের নিরাপত্তা রক্ষাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। তাঁর কথায়, আমাদের দেশ থেকে যুদ্ধের কালো ছায়া দূর করতে হবে। এমন পরিস্থিতি হতে পারে না, যেখানে এক অঞ্চল নিরাপদ আর অন্য অঞ্চল অনিরাপদ।এই বক্তব্যে একদিকে যেমন প্রতিরক্ষার দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনই অন্যদিকে একটি রাজনৈতিক বার্তাও রয়েছে-ইরান নিজেদের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কোনও আপস করতে রাজি নয়। বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান পরিস্থিতি এক ধরনের ' স্ট্যান্ডঅফ' বা উচ্চ ঝুঁকির মুখোমুখি অবস্থান। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে চাপ বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে ইরানও পালটা কঠোর অবস্থান নিচ্ছে, যাতে প্রতিপক্ষকে নিরুৎসাহিত করা যায়।তবে এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল ভুল বোঝাবুঝি বা ' কোনও একটি ছোট পদক্ষেপ বা ভুল সিদ্ধান্ত মুহূর্তের মধ্যে বড় সংঘাতে রূপ নিতে পারে, যার প্রভাব পড়বে শুধু মধ্যপ্রাচ্যেই নয়, গোটা বিশ্বে। বিশেষ করে জ্বালানি বাজার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক-সব ক্ষেত্রেই এর প্রভাব পড়তে পারে। ইতিমধ্যেই হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বাড়ছে, যা বিশ্ব অর্থনীতির জন্য একটি বড় উদ্বেগের কারণ। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মহল শান্তিপূর্ণ সমাধানের ওপর জোর দিচ্ছে। কূটনৈতিক আলোচনা, মধ্যস্থতা এবং সংলাপের মাধ্যমে এই সংঘাত এড়ানো সম্ভব কিনা, সেটাই এখন দেখার। সব মিলিয়ে, মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি এক অগ্নিপরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে। একদিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি, অন্যদিকে কূটনৈতিক টানাপোড়েন-এই দুইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশ্বশান্তি। আগামী কয়েকটি দিনই নির্ধারণ করবে, পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেবে-সংঘাতের দিকে, নাকি সমঝোতার পথে।

# ইসলামিক রেভুলোশনারি গার্ড ক্রপ- এর দাবি এফ-৩৫ ভূপাতিত, পাইলট বন্দি-উদ্ধার চেষ্টা ব্যর্থ

মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার পারদ চড়াল একাধিক পরস্পরবিরোধী দাবি। আইআরজিসি-এর তরফে দাবি করা হয়েছে, তারা একটি মার্কিন পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ যুদ্ধবিমান F-35 Lightning II ধ্বংস করেছে এবং সেই বিমানের পাইলটকে জীবিত অবস্থায় আটক করা হয়েছে। যদিও এই দাবি সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছে United States Central Command (সেন্ট কম), তাদের বক্তব্য-মার্কিন বাহিনীর কোনও বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ইরানি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুক্রবার মধ্য ইরানের আকাশসীমায় এই ঘটনা ঘটে। আইআরজিসি-র সঙ্গে যুক্ত খাতাম আল-আনবিয়া সদর দপ্তরের এক মুখপাত্র রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যমে জানান, ইরানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটি শত্রু বিমানকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়, যার ফলে সেটি ভূপাতিত হয়। বিমানটি মাটিতে আছড়ে পড়ার পর ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে বলেও দাবি করা হয়েছে। প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল, পাইলটের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু পরে ইরানের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়, পাইলট প্যারাশ্যুটের মাধ্যমে মাটিতে নামার চেষ্টা করেন এবং সেই সময়ই তাঁকে আটক করে ইরানি সেনা। এই দাবি ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে, কারণ যদি সত্যি হয়, তবে এটি মার্কিন-ইরান সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড়সড় উত্তেজনা তৈরি করতে পারে। ইরানের তরফে আরও দাবি করা হয়েছে, মার্কিন সেনা ওই পাইলটকে উদ্ধারের চেষ্টা চালায়। তবে সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি বলেই অভিযোগ। যদিও এই বিষয়ে আইআরজিসি আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানায়নি। তবুও বিভিন্ন অপ্রমাণিত সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ইরানি সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে, উদ্ধার অভিযান ব্যর্থ হয়েছে এবং পাইলট এখনও ইরানের হেফাজতেই রয়েছেন। ঘটনার পর ইরানের তরফে একটি ভিডিও এবং কিছু ছবি প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে একটি বিধ্বস্ত যুদ্ধবিমানের ধ্বংসাবশেষ দেখানো হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে ইরানের কূটনৈতিক মহল থেকেও বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তারা নিজেদের আকাশসীমা রক্ষা করতে সক্ষম। তবে এই সমস্ত দাবিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে United States Central Commandú মার্কিন সেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাদের কোনও F-35 Lightning II বা অন্য কোনও যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়নি এবং সব বিমানই নিরাপদে রয়েছে। তারা আরও দাবি করেছে, অতীতেও ইরান একাধিকবার এই ধরনের ভুয়ো তথ্য প্রচার করেছে, যার কোনও বাস্তব ভিত্তি ছিল না। মার্কিন প্রতিরক্ষা মহলের মতে, এই ধরনের দাবি মূলত মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের অংশ হতে পারে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার এবং অভ্যন্তরীণ সমর্থন জোগাড়ের লক্ষ্যেই এমন প্রচার চালানো হয়ে থাকে বলে মত বিশ্লেষকদের। বিশেষ করে যখন আঞ্চলিক উত্তেজনা তুঙ্গে থাকে, তখন তথ্যযুদ্ধ বা ইনফরমেশন ওয়ারফেয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। অন্যদিকে, ইরানের অবস্থান স্পষ্ট-তারা নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সক্ষমতা তুলে ধরতে চাইছে। আইআরজিসি-র দাবি অনুযায়ী, এটি তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাফল্যের প্রমাণ।

I, **HARISH CHAND JAIN**, S/o. Late Pitam Chand Jain, residing at 11, Dr. Ashutosh Shastri Road, Kolkata - 700010, P.S. Beliaghata (W.B.) do hereby affirm that my aforesaid name is correctly recorded in my Aadhar No. 4892 5603 2353 & PAN Card No. AFYPJ0438E but incompletely mentioned as **H CH JAIN** in my Driving Licence No. WB01 1973 0332480 issued by P.V.D., Kolkata. **Vide Affidavit No. 7674 dt. 2.4.2026, In The Court of The Ld. Judicial Magistrate 1st Class, Sealdah (W.B.), I hereby declare that HARISH CHAND JAIN and H CH JAIN both are same & identical person.**

# রেকর্ড পণ্য পরিবহন, যাত্রী পরিষেবায় বড় উন্নতি উত্তর রেলের

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.)ঃ উত্তর রেল আর্থিক বর্ষ ২০২৫-২৬-এ পণ্য পরিবহন ও যাত্রী পরিষেবায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। শুক্রবার বরোদা হাউসে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে এই তথ্য জানান উত্তর রেলের মহাব্যবস্থাপক রাজেশ কুমার পাণ্ডে। তিনি জানান, চলতি বছরে ৫২.২৬ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহন করে সর্বকালের রেকর্ড গ।ছে উত্তর রেল। পাশাপাশি একদিনে ১১৯টি রেক লোডিংয়ের নজিরও তৈরি হয়েছে। ' ও ' করিডরের মাধ্যমে লজিস্টিক ব্যবস্থায় গতি এসেছে, ফলে খাদ্যশস্য ও কনটেনার পরিবহনের সময় কমেছে। কাশ্মীর উপত্যকা থেকে প্রথমবার রেলে প্রায় ১৪ হাজার ৮৬৯ টন আপেল পরিবহনও উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে ধরা হয়েছে। যাত্রী পরিষেবার ক্ষেত্রে ৩৫ জোড়া নতুন ট্রেন চালু হয়েছে, যার মধ্যে ৮টি বন্দে ভারত ও ১৪টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। উৎসব ও বিশেষ পরিস্থিতিতে ৫ হাজারের বেশি স্পেশাল ট্রেন চালিয়ে যাত্রী চাহিদা মেটানো হয়েছে। এছাড়া ২৮-২৯ মার্চ নতুন যমুনা সেতুর সফল কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে। নিরাপত্তা ও আধুনিকীকরণে বড় পদক্ষেপ হিসেবে সব যাত্রী ইয়ার্ড থেকে মেকানিক্যাল সিগন্যালিং তুলে দেওয়া হয়েছে এবং ৫২টি লেভেল ক্রসিং গেট ইন্ট ারলকিং করা হয়েছে। ৩৮ রুট কিলোমিটারে ' সিস্টেম এবং ৬৩.৯ কিলোমিটারে অটোমেটিক সিগন্যালিং চালু হয়েছে। ৩২১টি স্টেশনে সিসি ক্যামেরা এবং ১৩৩টিতে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। আয় বৃদ্ধি ক্ষেত্রেও সাফল্য এসেছে। বাণিজ্য বিভাগ ১২,০০৬.৭৩ কোটি টাকার আয় করেছে, যার মধ্যে নন-ফেয়ার রাজস্বে ৩২.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। ডিজিটাল টিকিটিংয়েও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গেছে। রেল সুরক্ষা বাহিনী ৫২৮ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে এবং কোটি টাকার সম্পত্তি উদ্ধার করেছে। পাশাপাশি হাইড্রোজেন ট্রেন পরীক্ষার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব পরিবহনের দিকেও এগিয়েছে উত্তর রেল। সভা শেষে কর্মীদের ভূমিকার প্রশংসা করে আধুনিক, নিরাপদ ও আত্মনির্ভর রেল ব্যবস্থা গ।ে তোলার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

**NAME CHANGE**

I, Army No- JC-732032H, Rank-Subedar Name Md. Akbar Ali, Resident of vill- Bogtui, PO + PS - Rampurhat, Dist- Birbhum (WB) declared that have changed my wife's name Amina Begum to Amina Begam and date of birth 02 Jan 1986 to 02 Jan 1988 as declared before the court of the Ld Executive Magistrate, Rampurhat, vide affidavit no 10689 dt 27.03.2026.

**NAME CHANGE**

I, Md Hanif S/o Late Raja Mia residing at 56/4 Banak Para Road, P.O. Hazinagar, P.S. Naihati, Dist-North 24 Parganas West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name Raja Mia instead of Rajjak, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore dated on 02/04/2026. Md Hanif S/o Raja Mia and Md. Hanif S/o Raja Mia and Md. Hanif S/o Rajjak all are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I,Tripti Kundu allies Tripti Kundus ,W/o Tapan Chandra Kundu residing at Vill Kamarthuba Bibekananda Road, P.O.&P.S. Habra, Dist North 24 Pgs do hereby declare that I have changed my name from Tripti Kundu allies Tripti Kundus to Tripti Rani Kundu and henceforth I shall be known as Tripti Rani Kundu in all purpose vide affidavit No. 50/26 sworn before the Notary Public Court at Barasat on 1/4/2026 Tripti Kundu, Tripti Kundus and Tripti Rani Kundu both are same and one identical person.

# শিলাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট, ঋণের চাপে ভাগচাষীর আত্মহত্যা মন্তেশ্বরে - সরকারি সহায়তার দাবিতে সরব গ্রামবাসী

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৩ এপ্রিল ঃ পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে ফের এক কৃষকের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শিলাবৃষ্টি ও জলাবদ্ধতায় ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়ে আত্মঘাতী হলেন এক ভাগচাষী। মৃতের নাম মানিক মাঝি। তিনি মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত বামুনপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চলতি মরশুমে ভালো ফলনের আশায় কয়েক বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছিলেন মানিক মাঝি। সেই চাষের খরচ জোগাতে তিনি মহাজনের কাছ থেকে প্রায় ১৫ শতাংশ সুদে ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু অকাল শিলাবৃষ্টি ও টানা বৃষ্টির ফলে মাঠে জল জমে যায়, আর তাতেই সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় তাঁর সমস্ত ফসল। চোখের সামনে মাসের পর মাসের পরিশ্রম নষ্ট হয়ে যেতে দেখে ভেঙে পড়েন তিনি। পরিবারের অভিযোগ, কাজের সূত্রে কিছুদিন কেরালায় ছিলেন মানিক। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে নিজের ক্ষতিগ্রস্ত জমির অবস্থা দেখে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। ঋণের বোঝা, সংসারের খরচ, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা-সব মিলিয়ে তিনি ক্রমশ হতাশার গভীরে ডুবে যাচ্ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা জানান, ধান নষ্ট হওয়ার পর থেকেই তিনি চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রায়ই ঋণ শোধ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতেন। শুক্রবার মানিক মাঝির দেহ উদ্ধার হয়। পরে তাঁর স্ত্রী কালনা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য এসে বলেন, ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর থেকেই ও খুব চিন্তায় ছিল। সারাক্ষণ ভাবত, কীভাবে ঋণ শোধ করবে। আমাদের সংসার কীভাবে চলবে, তা নিয়েও খুব দুশ্চিন্তা করত। এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা বামুনপাড়া এলাকা। প্রতিবেশীরা জানান, মানিক অত্যন্ত পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন এবং নিজের পরিবারকে ভালো রাখতে দিনরাত পরিশ্রম করতেন। এমন মর্মান্তিক পরিণতি মেনে নিতে পারছেন না কেউই। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে দাবি তুলেছেন, অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য আর্থিক সহায়তা, ঋণমুক্তির ব্যবস্থা এবং ফসল বিমার সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁদের মতে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানির পর যদি দ্রুত সরকারি সাহায্য পৌঁছায়, তবে অনেক পরিবার এই ধরনের চরম পরিস্থিতির মুখে পড়া থেকে রক্ষা পাবে। কৃষক সংগঠনগুলির একাংশও এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তাদের বক্তব্য, বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলেও প্রান্তিক ও ভাগচাষীদের জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই। ফলে ঋণের বোঝা ও আর্থিক চাপে পড়ে অনেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছেন। ঘটনার পর এলাকায় প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, সাহায্য কি সময়মতো পৌঁছাবে? নাকি আরও একাধিক পরিবার একই পরিস্থিতির শিকার হবে? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে মন্তেশ্বরে।

# আখ চাষের দিকে ঝুঁকছেন চাষীরা, লাভও হচ্ছে অনেক বেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, এগরা, ৩ এপ্রিল ঃ ধান চাষের পাশাপাশি আখ চাষেই মিলছে সোনার ফসল। দু'হাতে মোটা টাকা কামাচ্ছেন এই এলাকার কৃষকরা। বিঘার পর বিঘা আখ চাষ করছেন কৃষকরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরার মহাশিরা এলাকা। এই এলাকার কৃষকরা মূলতঃ ধান চাষের পাশাপাশি আখ চাষ করেন। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তারা এই চাষ করে আসছেন। এখানকার অনুকূল মাটি ও আবহাওয়ার জন্য আখের ফলনও ভাল হয়। ফলে কৃষকদের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। অনেকেই ধান ছেড়ে আখ চাষের দিকেই ঝুঁকছেন। আখ চাষের জন্য প্রথমে জমি ভাল করে চাষ দিতে হয়। এরপর মাটিতে জৈব সার ও রাসায়নিক সার মিশিয়ে প্রস্তুত করা হয়। সাধারণত জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে আখের কান্ড বা সেট রোপণ করা হয়। প্রতিটি কান্ডে ২-৩টি গাঁট থাকতে হয়। সেগুলো সারিবদ্ধভাবে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। কিছুদিন পর চারা বের হয়। নিয়মিত সেচ দিতে হয়। আগাছা পরিষ্কার করা জরুরি। রোগ-পোকা দমনের জন্য সময়মত ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। এই চাষে প্রচুর পরিচর্যার প্রয়োজন। খরচের দিক থেকে আখ চাষে একটু বেশি। এক বিঘা জমিতে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়। এর মধ্যে রয়েছে বীজ, সার, শ্রমিক ও সেচের খরচ। প্রায় ১০ থেকে ১২ মাসে আখ পরিপক্ক হয়। এরপর কেটে তোলা হয় ফসল। শ্রমিক দিয়ে আখ কাটা হয়। তারপর সেগুলো বাজারে বা কারখানায় বিক্রি করা হয় । এক বিঘা জমি থেকে প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ কুইন্টাল পর্যন্ত আখ পাওয়া যায়। বাজারদর ভাল থাকলে আয়ও বাড়ে।

# খড়গপুরে চা-পে চর্চায় দিলীপ ঘোষ, বিঁধলেন তৃণমূলকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গপুর, ৩ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আবহে রাজনৈতিক তরজা ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে কড়া আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা তথা প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনীতি মূলত সংঘর্ষ এবং অশান্তিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। সাধারণ মানুষের উন্নয়ন নয়, বরং বিরোধীদের দমন করাই শাসকদলের প্রধান লক্ষ্য বলেও দাবি তাঁর।

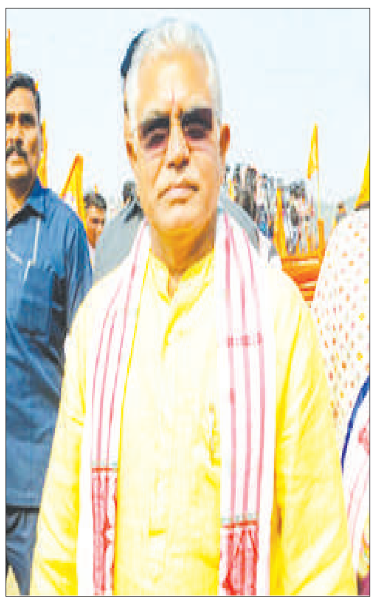

শুক্রবার এক জনসভা ও প্রচার কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভোটের আগে যেভাবে হিংসার ঘটনা ঘটছে, তা মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়। তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবেই বিরোধী দলগুলির কর্মী- সমর্থকদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে যাতে তারা ভোটের লড়াই থেকে পিছিয়ে যায়। তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, ওদের রাজনীতি মানেই ঝামেলা, মারামারি আর ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা। দিলীপ ঘোষের দাবি, বিজেপি রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে লড়াই করছে। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ এখন পরিবর্তন চাইছেন এবং এই পরিবর্তনের পক্ষে জনসমর্থন ক্রমশ বাড়ছে। তাঁর কথায়, মানুষ আর ভয় পেতে রাজি নয়। তারা উন্নয়ন চায়, স্বচ্ছ প্রশাসন চায়। সেই কারণেই বিজেপির প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যে প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না। শাসকদলের প্রভাবেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে বলে তাঁর দাবি। নির্বাচনের সময়ে যাতে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকে, তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলে সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্তে ভোট দিতে পারবেন। অন্যদিকে, তৃণমূল- কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই সমস্ত অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শাসকদলের নেতাদের বক্তব্য, বিজেপি নির্বাচনে নিজেদের দুর্বল অবস্থান ঢাকতেই এই ধরনের অভিযোগ তুলছে। তাঁদের দাবি, রাজ্যে উন্নয়নমূলক কাজই তৃণমূলের মূল ভিত্তি এবং সেই কারণেই মানুষ তাদের পাশে রয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের আগে এই ধরনের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ নতুন নয়। তবে এ বার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণে এই বাকযুদ্ধ আরও তীব্র আকার নিয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এবং মফস্বল এলাকাগুলিতে সংঘর্ষের অভিযোগ সামনে আসায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। দিলীপ ঘোষ তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, বিজেপি শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনে অংশ নিতে চায় এবং গণতন্ত্রের মর্যাদা বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি সাধারণ মানুষকে ভয় না পেয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর দাবি, ভোটের দিন মানুষই শেষ কথা বলবে এবং তারাই ঠিক করবে ভবিষ্যতে রাজ্যের শাসনভার কার হাতে যাবে। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের আবহ ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। একদিকে শাসকদলের উন্নয়নের দাবি, অন্যদিকে বিরোধীদের হিংসার অভিযোগ-এই দুইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে সাধারণ ভোটাররা কোন পথে হাঁটবেন, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষা।

# পূর্ব রেলওয়ে আরও বেশি মানুষের হৃদয় জুড়েঃ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং যাত্রী আস্থার একটি বছর

কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ পূর্ব রেলওয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ এক অনন্য সাফল্যের সাথে শেষ করেছে, যা যাত্রী সংখ্যা এবং সামগ্রিক রাজস্ব-

উভয় ক্ষেত্রেই এক উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি প্রতিফলিত করে। এই প্রবৃদ্ধি অঞ্চলের জীবনরেখা হিসেবে রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তুলে ধরে এবং উন্নত পরিষেবা ও ক্রমবর্ধমান প্রসারের কারণে রেল নেটওয়ার্কের ওপর যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান আস্থার বিষয়টি নিশ্চিত করে। এই বছরের সবচেয়ে আনন্দদায়ক সাফল্য হলো যাত্রী চলাচলের ব্যাপক বৃদ্ধি পূর্ব রেলওয়ে এই বছর ১,৩২.২৮৪ কোটি যাত্রীকে পরিষেবা প্রদান করেছে, যা গত ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ছিল ১,২৫.৩৫৯ কোটি। প্রায় ৭ কোটি যাত্রী বৃদ্ধির এই পরিসংখ্যান বৈচিত্র্যময় যাত্রীসাধারণের বিশাল যাতায়াতের চাহিদা ব্যবস্থাপনায় এই জোনের সাফল্যকেই প্রদর্শন করে। যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির এই ধারা স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী আর্থিক পারফরম্যান্সে রূপান্তরিত হয়েছে। যাত্রী বাবদ রাজস্ব এই বছর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪,১৮৫.৮৯ কোটি টাকায়, যা গত অর্থবর্ষে রেকর্ডকৃত ৩,৮৫৫.৯৩ কোটি টাকা থেকে এক উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। টিকিট বিক্রির বাইরেও, রেলওয়ে তার পার্সেল এবং লাগেজ পরিষেবায় স্থির উন্নতি লক্ষ্য করেছে, যা গত বছরের ১৩১.৬১৩ কোটি টাকার তুলনায় এই বছর ১৩৯.৬৪০ কোটি টাকা আয় করেছে। এর মাধ্যমে দেশজুড়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য এবং ব্যক্তিগত সামগ্রীর দক্ষ পরিবহন নিশ্চিত করা হয়েছে। অধিকন্তু, টিকিট পরীক্ষার অভিযান জোরদার করার মাধ্যমে সমস্ত প্রকৃত যাত্রীদের জন্য একটি সুষ্ঠু ও আরামদায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে পূর্ব রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে। শৃঙ্খলা ও দায়বদ্ধতার ওপর এই বিশেষ নজর দেওয়ার ফলে টিকিট পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব ১০১.৪৯ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা আগের বছরের ৮০.৭০৮ কোটি টাকা থেকে অনেকটাই বেশি। এই সম্মিলিত অর্জনগুলো পরিকাঠামো এবং আধুনিকীকরণে পুনঃবিনিয়োগের মাধ্যমে প্রতিটি যাত্রীর ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করার বলিষ্ঠ অঙ্গীকারকে প্রমাণ করে। পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানিয়েছেনঃ এই সংখ্যাগুলো কেবল পরিসংখ্যান নয় এগুলো সেই লক্ষ লক্ষ গল্প এবং যাত্রার প্রতিনিধিত্ব করে যা আমরা প্রতিদিন সহজতর করি। আমাদের লক্ষ্য সর্বদা একটি আরামদায়ক এবং নিরাপদ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদানের ওপর নিবদ্ধ। পূর্ব রেলওয়েকে বেছে নেওয়ার জন্য আমরা আমাদের যাত্রীদের ধন্যবাদ জানাই এবং তাদের আশ্বস্ত করছি যে আমরা আমাদের পরিকাঠামো ও পরিষেবাগুলিকে আরও আধুনিক করার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছি।

# রাণীনগরে বিজেপি-র প্রচারে 'বাধা' তৈরির অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদের রাণীনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট কাটাকাটির খেলায় বিজেপি প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনা জোরালো হতেই এবার বিজেপি কর্মী সমর্থকদেরকে 'হুমকি' দেওয়ার অভিযোগ উঠল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। মুর্শিদাবাদের রাণীনগর বিধানসভা কেন্দ্রে এবার বিজেপি প্রার্থী রানা প্রতাপ সিংহ রায়ের সঙ্গে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা কংগ্রেস, 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি' এবং তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের। স্ততবে রানীনগর বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের ভাগাভাগি এবং রাষ্ট্রবাদী মুসলমানরা বিজেপিকে সমর্থন করায় এবার ওই কেন্দ্রে এগিয়ে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থী রানা প্রতাপ। শুক্রবার সকাল থেকেই বিজেপি প্রার্থী রানীনগর বিধানসভা কেন্দ্রের চক ইসলামপুর এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার করেন। তাঁকে এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে দেখা যায়। বিকালে তিনি চর হারুডাঙ্গা এলাকায় গৃহ সম্পর্ক অভিযানের অংশ হিসেবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করেন। বিজেপির রানীনগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বৃহস্পতিবারই নিজের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। বিজেপি প্রার্থী রানা প্রতাপ সিংহ রায় বলেন, এসআইআর - এর জন্য বহু অবৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেছে। বৈধ ভোটাররা রানীনগরের উন্নয়নের স্বার্থে এবার বিজেপির সঙ্গে রয়েছে। এই কেন্দ্রের ভোটাররা কংগ্রেস, তৃণমূল - কংগ্রেস সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদেরকে ভোটে জিতিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন। কেউই রাণীনগর এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করেননি। গত পাঁচ বছরে তৃণমূল বিধায়ক ব্যাপক দুর্নীতি করেছেন এবং নিজের ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের সম্পদ বাড়িয়েছেন। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ- রানীনগর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে তাঁর জয়ের সম্ভাবনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি সমর্থকদেরকে হুমকি দেওয়া শুরু হয়েছে। তিনি জানান, চর হারুডাঙ্গা এলাকায় আমার নির্বাচনী প্রচার যাতে সফল না হয় সেই কারণে ওই এলাকার তিন নম্বর মন্ডল সভাপতি সুদর্শন মন্ডল

এবং তাঁর স্ত্রীকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। আমাদের দলের মন্ডল সভাপতি বাড়িতে লাগানো বিজেপির পতাকা খুলে দিয়ে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা জোর করে সেখানে তৃণমূলের পতাকা লাগিয়ে দিচ্ছে। বিজেপি প্রার্থী বলেন, এইভাবে হুমকি দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে এবছরের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে আটকানো সম্ভব নয়। মোদিজীর নেতৃত্বে রাণীনগর বিধানসভার মানুষও এবার পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন চাইছে। তাই আমার জয় এক প্রকার নিশ্চিত। রানা প্রতাপবাবু বলেন, আসন্ন নির্বাচনে বিরোধী দলের প্রার্থীদের পরাজয় নিশ্চিত জেনেই আমাদের দলের কর্মীদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং বিজেপির পতাকা ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে বা নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা ইতিমধ্যেই গোটা বিষয়টি স্থানীয় থানা এবং নির্বাচন কমিশনের নজরে এনেছি।

# কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের আকস্মিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য সৈকত নগরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ৩ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ডিউটিতে এসে মৃত্যু হল এক কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তিনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর বিধানসভার দিঘা বিদ্যাভবনে ছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই জওয়ান শুক্রবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ নিজের সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি করে আত্মঘাতী হন। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে সৈকত শহর দিঘায়। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনারস্থলে আসে দিঘা মোহনা থানার পুলিশ। আত্মঘাতী নাকি নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সৈকত শহরে নির্বাচনের কাজে এসে আত্মঘাতী জওয়ানের কি চাপা যন্ত্রণা ছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলেই মনে করছে পুলিশ। তবে অন্য কোনও দিকও রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সহকর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। ওই জওয়ানের মানসিক অবস্থা কেমন ছিল, তাও জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। জানা গেছে মৃত জওয়ানের নাম বীরেন্দ্র সিংহ (৪৩)। তিনি সিআরপিএফের ১৩১ নম্বর আলফা ব্যাটেলিয়ানের জওয়ান ছিলেন। জানা গেছে, তাঁর বাড়ি হরিয়ানার গোঁসাই এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। নির্বাচনের দায়িত্বে কয়েকদিন আগেই দিঘায় এসেছিলেন। সহকর্মীদের সঙ্গে দিঘা বিদ্যাভবনে থাকছিলেন তিনি। আচমকা এই ঘটনায় হতবাক হয়ে পড়েছেন তাঁর সহকর্মীরাও। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তমলুক পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সৈকত শহরে। স্থানীয় বাসিন্দারাও ঘটনায় উদ্বিগ্ন। নির্বাচনের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মাঝে এই মৃত্যু নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে।

# পেঁয়াজের দামে ধস, বিপাকে নদীয়ার আসাননগরের চাষীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৩ এপ্রিল ঃ পেঁয়াজের দামে ধস, বিপাকে নদীয়ার আসাননগরের চাষিরা। নদীয়া জেলার ভীমপুর থানার অন্তর্গত আসাননগর এলাকায় পেঁয়াজের ভাল ফলন হলেও বাজারদরের ধস চাষীদের চরম দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। চলতি বছরে অনুকূল আবহাওয়ার কারণে নাইকুড়ার বিল পাড়া, রাধানগর-সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় পেঁয়াজ চাষ বেশ ভাল হয়েছে। প্রতিবছরের মতো এই বছরও প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই কমবেশি জমিতে পেঁয়াজ চাষ হয়েছে-কেউ এক বিঘা, কেউ দু বিঘা, আবার কেউ দশ কাটার মতো জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছেন। চাষীদের মতে, প্রতি বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করতে গড়ে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা খরচ হয়। কিন্তু এত খরচের পরও বাজারে পেঁয়াজের দাম বর্তমানে কেজি প্রতি মাত্র ছয় থেকে আট টাকা হওয়ায় লাভ তো দূরের কথা, খরচ তোলাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে চাষীদের মধ্যে ভয় ও অনিশ্চয়তা বাড়ছে। এলাকার চাষীরা জানান, কৃষিকাজই তাঁদের

একমাত্র জীবিকা। পেঁয়াজের উপরই অনেকাংশে তাঁদের নির্ভরতা। এমন পরিস্থিতিতে বাজারদরের পতনে সংসার চালানোই দায় হয়ে উঠছে। চাষিরা জানিয়েছেন, সরকার যদি দ্রুত হস্তক্ষেপ করে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করে, তবে কিছুটা স্বস্তি মিলতে পারে। স্থানীয়দের মতে, পর্যাপ্ত উৎপাদন থাকা সত্ত্বেও ন্যায্য দাম না পাওয়া কৃষকদের জন্য বড় সংকট তৈরি করছে। তাই দ্রুত সরকারি পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন আসাননগরের পেঁয়াজ চাষীরা।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ চারু সিংহ সরকার
পিং- স্বর্গীয় ধনঞ্জয় সিংহ সরকার
আমোক্তারনামা দাতাঃ শ্রীমতি সুমনা রাণী সাহা, পুস্পা রাণী সাহা, মঞ্জু রাণী সাহা, সমর সাহা, নিধির সরকার, শুভ্র সরকার, সঞ্জয় সরকার, বাপ্পা বিশ্বাস
ঠিকানাঃ আদরপাড়া, ওয়ার্ড নং.১১, থানা- কোতয়ালী, জেলা-জলপাইগুড়ি
গ্রহীতাঃ চারু সিংহ সরকার পিতা- স্বর্গীয় ধনঞ্জয় সিংহ সরকার
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ ১৪৩২ নং বহি ১৫.০৫.২৫ নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ I-1675/ 25
নামজারি কেস নংঃ MN/2025/0702/5692
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/গ্রহীতা ও বিক্রেতা/দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ মৌজা-খড়িয়া, জে.এল নং-০৭, সিট নং আর এসঃ ৩৩, এল.আরঃ১১১ (১) এল. আর খতিয়ান-৮৩৩, এল. আর দাগ-১৭৭, জমি-১.৩১৪৫ (২) এল. আর খতিয়ান-৮৩৪, এল. আর দাগ-১৭৭, জমি-১.৩১৪৫ (৩) এল. আর খতিয়ান-৮৩৫, এল. আর দাগ-১৭৭, জমি-১.৩১৪৫
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ চারু সিংহ সরকার
পিতা ঃ ধনঞ্জয় সিংহ সরকার
ঠিকানাঃ ওয়ার্ড নং.৪, পোঃ- মেখলিগঞ্জ, থানা- মেখলিগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার, পিন- ৭৩৫৩০৪

# বহরমপুরে অধীরের প্রত্যাবর্তন, নির্বাচনী আবহে সম্পত্তি-হলফনামায় চমক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ৩ এপ্রিল ঃ দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হল অধীর রঞ্জন চৌধুরী-র নাম। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি। মনোনয়ন জমার সময় নিজের আয়, সম্পত্তি, শিক্ষাগত যোগ্যতা-সহ বিভিন্ন তথ্য হলফনামায় প্রকাশ্যে আনেন প্রাক্তন সাংসদ। সেই তথ্য ঘিরেই এখন রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন করে আলোচনা। হলফনামা অনুযায়ী, সাম্প্রতিক অর্থবর্ষে অধীর চৌধুরীর আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তাঁর বার্ষিক আয় ছিল মাত্র ২৫ হাজার ৭০ টাকা। এর আগের অর্থবর্ষ অর্থা ২০২৩-২৪ সালে তাঁর আয় ছিল ১১ লক্ষ ৮৫ হাজার ২২০ টাকা। আয়ের এই তফা স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত তাঁর তরফে বিস্তারিত কোনও ব্যাখ্যা সামনে আসেনি। শুধু আয় নয়, তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলার তথ্যও হলফনামায় উঠে এসেছে। বেআইনিভাবে জমায়েত করা, গোষ্ঠী সংঘর্ষে উস্কানি দেওয়া এবং তদন্তকারী আধিকারিককে হুমকি দেওয়ার মতো অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মোট পাঁচটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে এই তথ্যও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বর্তমানে তাঁর হাতে নগদ অর্থ রয়েছে ৯৪ হাজার ৫০০ টাকা। পাশাপাশি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পার্লামেন্ট হাউস শাখায় তাঁর অ্যাকাউন্টে জমা রয়েছে ৬ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৬৯ টাকা। এছাড়াও তাঁর নামে রয়েছে দুটি জীবন বিমা পলিসি, যার প্রতিটির মূল্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ব্যক্তিগত সম্পদের মধ্যে রয়েছে একটি গাড়িও। সব মিলিয়ে তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৮ লক্ষ ৪০ হাজার ৬০২ টাকা। অন্যদিকে, স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে অধীর চৌধুরীর সম্পদের পরিমাণ আরও বেশি। তাঁর নামে মোট স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ৬ কোটি ৭৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৫০০ টাকা। এর পাশাপাশি তাঁর কাছে রয়েছে প্রায় ২০০ গ্রাম সোনা, যার বর্তমান বাজারমূল্য আনুমানিক ২৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। এই সমস্ত তথ্য মিলিয়ে তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এদিকে তাঁর স্ত্রী অতসী চ্যাটার্জি চৌধুরীর সম্পত্তির পরিমাণও কম নয়। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তাঁর আয় ছিল ১৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৫৭০ টাকা এবং ২০২৩-২৪ সালে আয় ছিল ২০ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৪০ টাকা। বর্তমানে তাঁর হাতে নগদ রয়েছে ৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। অতসীর স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৪ কোটি ৩২ লক্ষ ২৮ হাজার ৫০০ টাকা। পাশাপাশি তাঁর কাছে রয়েছে ৭৩০ গ্রাম সোনা, যার বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি টাকার কাছাকাছি। তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯৩৪ টাকা। রাজনৈতিক জীবনে অধীর চৌধুরীর দীর্ঘ পথচলা রয়েছে। ১৯৯১ সালে প্রথমবার মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি, যদিও সে বার পরাজিত হন। ১৯৯৬ সালে একই কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করে প্রথমবার বিধায়ক হন। এরপর ১৯৯৯ সালে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে জিতে জাতীয় রাজনীতিতে নিজের জায়গা পাকা করেন। ১৯৯৯ সাল থেকে পরপর পাঁচবার বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন অধীর চৌধুরী, যা তাঁর রাজনৈতিক শক্তির প্রমাণ হিসেবে দেখা হয়। তবে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইউসুফ পাঠান-এর কাছে। প্রায় ৮৫ হাজার ভোটে সেই পরাজয় তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারে একটি বড় ধাক্কা হিসেবে বিবেচিত হয়। লোকসভা নির্বাচনে হারের পরই জল্পনা শুরু হয়েছিল, তিনি কি আবার রাজ্যের রাজনীতিতে সক্রিয় হবেন? সেই জল্পনাকেই সত্যি করে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বহরমপুরে নিজের পুরনো ঘাঁটি ফিরে পেতে এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই কেন্দ্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। একদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তিশালী উপস্থিতি, অন্যদিকে কংগ্রেসের পুরনো সংগঠন - এই দুইয়ের লড়াইয়ে ফলাফল কোন দিকে যায়, তা নিয়ে জোর চর্চা চলছে। অধীর চৌধুরীর ব্যক্তিগত প্রভাব, অভিজ্ঞতা এবং জনসংযোগ এই নির্বাচনে বড় ভূমিকা নিতে পারে বলেই মনে করছেন অনেকেই। সব মিলিয়ে বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রের লড়াই এখন থেকেই জমে উঠেছে। একদিকে অভিজ্ঞ নেতা অধীর চৌধুরী, অন্যদিকে শাসকদলের শক্তিশালী সংগঠন-এই দ্বৈরথে শেষ হাসি কে হাসবে, তা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ভোটের ফলাফল ঘোষণার দিন পর্যন্ত।

# উত্তপ্ত আরামবাগের সালেপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ৩ এপ্রিল ঃ আরামবাগ বিধানসভার সালেপুর ১ নম্বর অঞ্চলের রায়পুর এলাকায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এক মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ, এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থক ও তাঁর বৃদ্ধা মাকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই কর্মীর মা ছায়া চংদারকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হামলায় তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তৃণমূল প্রার্থী মিতা বাগ বিজেপির বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তোলেন। ভোটের আগে বিরোধীরা পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করছে এবং মহিলাদের উপর হামলার মতো ঘটনা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

**Short Notice Inviting Tender No. -01 of 2026-27/ ASSEMBLY ELECTION 2006**

Tender is invited by the Excutive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Election Urgent Works . Bid submission Clocing Date **06.04.2006 up to 04.00 p.m**. For Details corrigendum/ addendum, participating contact undersigned office.

**Sd/- Executive Engineer Hooghly Division, PHE Dte.**

**পূর্ব রেলওয়ে**

**টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইএনজিজি-১০/২৫-২৬ (ওপেন), তারিখ ৩০.০৩.২০২৬ (ক্যাপিটাল টেন্ডার)।** চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩১৪৫ কাঁচরাপাড়া কর্তৃক **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অগ্রাধিকারমূলকভাবে রেলওয়ে/ সিপিডব্লুডি/পিডব্লুডি/এমইএস/ সেচ বা অন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে সমতুল কাজ সম্পন্নকারী যথেষ্ট অভিজ্ঞ এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রখ্যাত ঠিকাদারদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং. ১। টেন্ডার নং. ঃ ডব্লুটি-১৭-২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** কেপিএডব্লু-তে ঃ লোকো এবং ক্যারেজ কমপ্লেক্স-এ বিদ্যমান শৌচালয়গুলির সংস্কার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫২,৬২,১৩৩.৯৭ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (অফেরতযোগ্য) ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন* ঃ** ১,০৫,৩০০.০০ টাকা। **পিও পাওয়ার তারিখ থেকে কাজ শেষ হওয়ার মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস। **ক্র. নং. ২। টেন্ডার নং. ঃ ডব্লুটি-১৮-২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** কেপিএডব্লু-তে ঃ কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের বিভিন্ন স্থানে প্রামাণ্য আরসিসি বাফারসমূহ শক্তিশালী করা এবং নির্মাণ করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭৪,০৮,৬৯৬.৮৪ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (অফেরতযোগ্য) ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন* ঃ** ৩,৪৮,২০০.০০ টাকা। **পিও পাওয়ার তারিখ থেকে কাজ শেষ হওয়ার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **ক্র. নং. ৩। টেন্ডার নং. ঃ ডব্লুটি-১৯ -২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** কেপিএডব্লু-তে ঃ সি অ্যান্ড ডব্লু কমপ্লেক্স-এ ট্র্যাভার্স পিট নং. ১৮-তে আনুপূর্বিক সংস্কার এবং ক্ষমতার উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৩,০১,১৩৮.৮৩ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (অফেরতযোগ্য) ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন* ঃ** ১,৮৬,০০০.০০ টাকা। **পিও পাওয়ার তারিখ থেকে কাজ শেষ হওয়ার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **ক্র. নং. ৪। টেন্ডার নং. ঃ ডব্লুটি-২০-২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** কেপিএডব্লু-তে ঃ কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে শপ নং ১১/জিই অংশে উৎকর্ষতা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫২,৯৪,২০১.৭৩ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (অফেরতযোগ্য) ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন* ঃ** ১,০৫,৯০০.০০ টাকা। **পিও পাওয়ার তারিখ থেকে কাজ শেষ হওয়ার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৪.২০২৬ (ক্র. নং. ১ থেকে ৪-এর জন্য)। *রেলওয়ে বোর্ড পত্র নং - ২০২০/সিই-১/সিটি/৩ই/ জিসিসি/ পলিসি, তারিখ ৩০.১২.২০২০- তে ৩১.১২.২০২১ তারিখ পর্যন্ত কোনো ওয়ার্কস টেন্ডারের ওপর প্রদেয় বায়না অর্থ নিতে নিষেধ করেন। কিন্তু, এই বিষয়ে অন্য কোনো নির্দেশ অদ্যাবধি না আসায়, প্রদেয় বায়না অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা ফিরে এসেছে। কাজের সুযোগ নির্দেশাত্মক মাত্র। যদিও, ভারতীয় রেলওয়ের ই-টেন্ডারিং সাইট অর্থাৎ **https://www. ireps.gov.in** -এ বিশদ দেখা যাবে। **বিজ্ঞাপনের মেয়াদ ঃ** যে সময়কালে টেন্ডার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি পাওয়া যাবে কিন্তু দরপ্রস্তাব প্রদান করা যাবে না। টেন্ডার **২৪.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টোয়** বন্ধ হবে এবং টেন্ডার ওই একই তারিখে **দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে** বা তার পরে এই কাজের উপযুক্ত এবং ব্যবহার্য নেট যোগাযোগ পাওয়ার পর খোলা হবে। MISC-04/2026-27

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।**

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

**PWD (GOVT. OF WB) TENDER**

**NOTICE**

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites an Abridge Short Notice Inviting Quotation off line for the works of :-

1. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in cw ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Manbazar PS ___Phase-II** in the District of Purulia."
2. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Boro PS** in the District of Purulia.
3. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Hura PS** in the District of Purulia.
4. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Santaldih PS** in the District of Purulia.
5. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Kashipur PS** in the District of Purulia.
6. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Para PS** in the District of Purulia.
7. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Raghunathpur PS** in the District of Purulia.
8. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Neturia PS** in the District of Purulia.
9. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Adra PS** in the District of Purulia.
10. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Bandwan PS** in the District of Purulia.
11. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Santuri PS** in the District of Purulia.
12. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Puncha PS** in the District of Purulia.

**NIQ No. 02 of 2026-2027**
The quotations will be received **upto 02:00pm on 06-04-2026** and will be opened shortly.
Corrigendum if any will be published in website only.
Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :-
**http://wbpwd.gov.in**

Sd/ M. Biswas
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division, P.W.D.

**PWD (GOVT. OF WB) TENDER**

**NOTICE**

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites a Short Notice Inviting Quotation off line for the works of :-

1. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in cw ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Joypur PS** in the District of Purulia."
2. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Baghmundi PS** in the District of Purulia.
3. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Kotshila PS** in the District of Purulia.
4. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Purulia [M] PS** in the District of Purulia.
5. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Purulia [T] PS** in the District of Purulia.
6. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Jhalda PS** in the District of Purulia.
7. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Barabazar PS** in the District of Purulia.
8. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Arsha PS** in the District of Purulia.
9. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Balarampur PS** in the District of Purulia.
10. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Tamna PS** in the District of Purulia.
11. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in c/w ensuing **West Bengal Legislative Assembly Election 2026** under **Kenda PS** in the District of Purulia.

**NIQ No. 01 of 2026-2027**
The quotations will be received **upto 02:00pm on 06-04-2026** and will be opened shortly.
Corrigendum if any will be published in website only.
Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :-
**http://wbpwd.gov.in**

Sd/ M. Biswas
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division, P.W.D.

# টাকা বাকি, আইএসএল থেকে ছাঁটাই মোহনবাগান, কেরালা?

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিলঃ** আইএসএল শুরু হয়ে গিয়েছে। এখনও টাকা দেয়নি মোহনবাগান এবং কেরালা ব্লাস্টার্স। অভিযোগ সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ)। আইএসএল খেলার জন্য প্রতিটি ক্লাবকে ৮০ লাখ টাকা করে দিতে হবে বলে জানিয়েছে ফেডারেশন। দীর্ঘ অনিশ্চয়তা এবং নানা টালবাহানার পর শুরু হয়েছে আইএসএল। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ক্লাবের থেকে টাকা নিয়ে লিগ আয়োজন করছে এআইএফএফ। ক্লাবগুলির তিন ভাগে ৮০ লাখ টাকা ফেডারেশনকে দেওয়ার কথা। এখনও পর্যন্ত প্রথম কিস্তির টাকা না দেওয়ার অভিযোগ দু'টি ক্লাবের বিরুদ্ধে। মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এবং কেরালা ব্লাস্টার্স কর্তৃপক্ষ এখনও কোনও টাকা দেয়নি বলে অভিযোগ ফেডারেশনের। গত ৫ মার্চের মধ্যে ৩০ লাখ টাকা এবং ২৮ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিলের মধ্যে আরও ৩০ লাখ টাকা করে দেওয়ার কথা ক্লাবগুলির। বাকি ২০ লাখ টাকা দিতে হবে আগামী ১ মের মধ্যে। প্রথম দফার টাকা দেওয়ার সময় পেরিয়ে যাওয়ায় দুই ক্লাবকে সতর্ক করেছে ফেডারেশন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা জমা না দিলে দিন প্রতি ১ লাখ টাকা করে জরিমানার কথা জানিয়েছিল ফেডারেশন। টাকা না দিলে সংশ্লিষ্ট ক্লাবকে আইএসএল থেকে বাদ দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছিল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে। টাকা না দেওয়া দুই ক্লাবকে অতিরিক্ত সময় দিয়েছে ফেডারেশন। ৫ মার্চের মধ্যে বকেয়া টাকা দিতে বলা হয়েছে মোহনবাগান এবং কেরালা ব্লাস্টার্সকে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা না দিলে আগামী বছরের আইএসএল থেকে সংশ্লিষ্ট ক্লাবকে বাদ দেওয়ার কথাও জানিয়ে দিয়েছে ফেডারেশন।

## প্রায় এক মাস মাঠের বাইরে

# অনুশীলনে রোনাল্ডো

**সংবাদ সংস্থা, রিয়াধ, ৩ এপ্রিলঃ** চোটের ধাক্কা কাটিয়ে প্রায় এক মাস পর আবার মাঠে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তাঁর প্রত্যাবর্তনের খবরে স্বস্তি ফিরেছে আল নাসের শিবিরে, বিশেষ করে যখন লিগের লড়াই ক্রমশ উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠছে। ফেব্রুয়ারিতে আল ফাইহার বিরুদ্ধে ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান রোনাল্ডো, যার ফলে মার্চ মাস জুড়ে সৌদি প্রো লিগে ২৬ ম্যাচে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে আল নাসের। বাকি মাত্র ৯টি ম্যাচ, ফলে প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্থায় রোনাল্ডোর প্রত্যাবর্তন দলকে মানসিক ও কৌশলগত দিক থেকে বড় শক্তি দেবে। শুধু গোল নয়, তাঁর নেতৃত্ব ও অভিজ্ঞতাও দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৪১ বছর বয়সেও রোনাল্ডোর ফিটনেস ও খিদে নজর কাড়া। তাঁর দ্রুত সুস্থ

মাঠের বাইরে থাকতে হয় তাঁকে। এমন কী পর্তুগালের হয়ে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচেও খেলতে পারেননি। তবে দলের কোচ জর্জ জেসুস জানিয়েছেন, ''আজ আমাদের অনুশীলন রয়েছে, এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও সাদিও মানে-র দলে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে। মহম্মদ সিমাকানের চোট সামান্য, আর কিংসলে কোমান ক্লান্তিতে ভুগছে, অনুশীলনে ওর পরিস্থিতি দেখা হবে।'' এই মুহূর্তে হয়ে ওঠা ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ-এ খেলার সম্ভাবনাকেও জোরদার করছে। আন্তর্জাতিক ম্যাচে না খেলাটা ছিল সতর্কতামূলক সিদ্ধান্ত। আল নাজমার বিরুদ্ধে ম্যাচে তিনি প্রথম একাদশে থাকুন বা রিজার্ভ বেঞ্চে থাকুন, তাঁর উপস্থিতিই ম্যাচের গতিপথ বদলে দিতে পারে। ভক্তদের কাছে এই প্রত্যাবর্তন শুধু চোট সারিয়ে ফেরা নয়, বরং এক কিংবদন্তির অবিচল লড়াইয়ের আর এক অধ্যায়।

## আইপিএল-এর মাঝপথেই বদল হতে পারে কেকেআর-এর অধিনায়ক

# রাহানের পরিবর্তে দায়িত্ব রিঙ্কু সিং!

**নিজস্ব প্রতিবেদন**

টানা দুই হারের ধাক্কায় যেন ভিতর থেকে কেঁপে উঠেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স- ড্রেসিংরুমে চাপা অস্বস্তি, গ্যালারিতে বাড়তে থাকা প্রশ্ন, আর তার মাঝেই নতুন ঝড়ের ইঙ্গিত। অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানের নেতৃত্ব নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা, আর সেই ফাঁকেই উঠে আসছে এক চমকপ্রদ নাম- রিঙ্কু সিং। মাঝ টুর্নামেন্টেই কি বদলে যাবে কেকেআর-এর নেতৃত্বের সমীকরণ? ক্রিকেটমহলে এখন ঘুরছে সেই প্রশ্নই। ২০২৬ সালের আইপিএল-এ শুরুটা ভালো করতে পারেনি কলকাতা নাইট রাইডার্স। প্রথম ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে হার এবং দ্বিতীয় ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৬৫ রানে পরাজয়ের পর চাপ বেড়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, দলের ভিতরে যা পরিস্থিতি, তাতে মাঝপথেই অধিনায়ক পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেই জায়গায় রিঙ্কু সিং-কে ভাবা হচ্ছে। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁকেই নেতৃত্ব দিতে দেখা গিয়েছিল। ২০২৫ সালে শ্রেয়স আইয়ার দল থেকে বাদ পড়ার পর অজিঙ্ক রাহানেকে অধিনায়ক করা হয়। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে দল আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। গত মরশুমে মাত্র ৫টি ম্যাচ জিতে অষ্টম স্থানে শেষ করেছিল কেকেআর। নতুন কোচিং স্টাফ, অভিষেক নায়ারের নেতৃত্বে, তাঁকে ফের সুযোগ দিলেও ফল বদলায়নি। অধিনায়ক করেছেন এবং বলও করেননি। ফলে অনেকেই তাঁকে বিশ্রাম দিয়ে রাচিন রবীন্দ্রকে দলে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। নিউ জিল্যান্ডের এই

হিসেবে রাহানে এখনও পর্যন্ত ১৬ ম্যাচে ৯টিতে হেরে গিয়েছেন। অধিনায়কত্ব ছাড়াও দলে পরিবর্তনের দাবি উঠছে। ক্যামেরন গ্রিনকে ২৫.২০ কোটি টাকায় দলে নিলেও এখনও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। ব্যাট হাতে মাত্র ২০ রান অলরাউন্ডার স্পিন বোলিংয়ের সমস্যাও মেটাতে পারেন এবং টপ অর্ডারেও কার্যকর হতে পারেন। সব মিলিয়ে, আইপিএল-এর মাঝপথেই কেকেআর শিবিরে বড় সিদ্ধান্ত আসতে পারে, যা দলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

# ভারতের সঙ্গে ফের ক্রিকেটীয় সম্পর্ক ভাল করতে মরিয়া বাংলাদেশ

**সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৩ এপ্রিলঃ** ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল করতে চাইছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। আর সেকারণেই তারা লিখিত চিঠি পাঠিয়েছে বিসিসিআইকে। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কেন্দ্রের অনুমতি ছাড়া এক পাও এগোবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। এটা ঘটনা, ২০২৫ সালে আইপিএল নিলামে বাংলাদেশের মুস্তাফিজুর রহমানকে কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু তখন বাংলাদেশে রাজনৈতিক তাই বিসিসিআইকে চিঠি দিয়েছে তারা। সেপ্টেম্বরে ভারতীয় দলের বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে। সেই সফর অনিশ্চিত। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ ফের ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে ক্রিকেটীয় সম্পর্ক উন্নত করতে চায়। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রের সঙ্গে কথা না বলে এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত তারা নেবে না। এদিকে, বোলিং নিয়ে সত্যিই চিন্তায় রয়েছে

ডামাডোল চলছিল। সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ চালানো হচ্ছিল। যা নিয়ে ভারত সরকার ফুঁসে ওঠে। এরপরই আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে বাংলাদেশ টি-২০ বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসতে চায়নি। পরিবর্তে শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ খেলতে চেয়েছিল। কিন্তু আইসিসি তাতে রাজি হয়নি। এরপর বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকেই বাদ দেওয়া হয়। এরপর থেকেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। যদিও এখন বাংলাদেশে সরকার বদলেছে। সেই সরকার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। আর কলকাতা নাইট রাইডার্স। হর্ষিত রানা চোটের জন্য আইপিএল থেকেই ছিটকে গিয়েছেন। মাথিসা পাথিরানা কবে মাঠে ফিরবেন এখনও নিশ্চিত নয়। এই পরিস্থিতিতে জিম্বাবোয়ের ব্লেসিং মুজারবানিকে দলে নিয়েছে কেকেআর। কিন্তু তিনিও ততটা দাগ কাটতে পারেননি। নারাইন কিংবা বরুণ এখনও ছন্দে ফেরেননি। এই অবস্থায় ভরসার জায়গা ছিল ক্যামেরুন গ্রিন। কিন্তু তিনিও বল করছেন না। প্রথম দুই ম্যাচেই দলে ছিলেন গ্রিন। কিন্তু বল করেননি। ব্যাট হাতেও ভরসা দিতে পারেননি। তবে বৃহস্পতিবার গ্রিনকে নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছেন নাইট অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে।

# ইতিহাস বাংলা ফুটবলের! প্রথম ট্রাইবাল গেমসেই সোনা রঞ্জন ভট্টাচার্যের দলের

**সংবাদ সংস্থা, ছত্তিশগড়, ৩ এপ্রিলঃ** প্রথমবার আয়োজিত খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল স্পোর্টসে ফুটবলে সোনা জিতে ইতিহাস গড়ল বাংলা। রঞ্জন ভট্টাচার্যের কোচিংয়ে গড়া দলটি ফাইনালে আয়োজক ছত্তিশগড়কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। রায়পুরের কোটায় স্বামী বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে নির্ণায়ক একমাত্র গোলটি আসে চাকু মান্ডির পা থেকে। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগেই পেনাল্টি থেকে তিনি গোল করে বাংলাকে এগিয়ে দেন, যা শেষ পর্যন্ত জয়ের ব্যবধান গড়ে দেয়। দেশজুড়ে এই প্রথমবার আদিবাসী সম্প্রদায়ের ক্রীড়াবিদদের নিয়ে এমন বড় প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হল। মোট ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে প্রায় ৩০০০ ক্রীড়াবিদ অংশ নেন এই প্রতিযোগিতায়। ২৫ মার্চ শুরু হওয়া এই আসরে মোট সাতটি খেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফুটবলের পুরুষ বিভাগে শুরু থেকেই দাপট দেখায় বাংলা দল। সেমিফাইনালে গোয়াকে ৫-২ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে বাংলা। সেই ম্যাচের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে দিলীপ ওরাওঁ, অমিত টুডুদের কাছ থেকে ফাইনালেও বড় প্রত্যাশা ছিল সমর্থকদের। ম্যাচের শুরু থেকেই বাংলার ছেলেরা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। তবে সুযোগ তৈরি করলেও

প্রথমদিকে গোলের দেখা মিলছিল না। ম্যাচের ১২ মিনিটেই একটি সুবর্ণ সুযোগ পায় বাংলা। পেনাল্টি পায় দল, কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি বিজয় মুর্মু। ফলে কিছুটা চাপে পড়ে যায় দল। তবে প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগে আবার পেনাল্টি পায় বাংলা। এবার দায়িত্ব নেন চাকু মান্ডি এবং তিনি কোনো ভুল করেননি। ছত্তিশগড়ের গোলকিপারকে ভুল পথে পাঠিয়ে বাঁদিকের জালে বল জড়িয়ে দেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে ছত্তিশগড় ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া চেষ্টা করে। তারা একাধিক আক্রমণ শানালেও বাংলার ডিফেন্স ছিল অত্যন্ত শক্তপোক্ত। রক্ষণভাগের দৃঢ়তায় কোনও সুযোগই কাজে লাগাতে পারেনি প্রতিপক্ষ। ফলে শেষ পর্যন্ত ১-০ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে বাংলা এবং সোনা জিতে নেয়। এই জয়ের পর আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন বাংলার কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য। এই দিনটি তাঁর জন্য বিশেষ আবেগের, কারণ এদিনই ছিল তাঁর মায়ের প্রয়াণবার্ষিকী। পাশাপাশি তাঁর মনে পড়ে যায় পাঁচ বছর আগের সন্তোষ ট্রফির ফাইনালের কথা, যেখানে কেরলের কাছে টাইব্রেকারে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল বাংলার। এবার সেই আক্ষেপ মুছে দিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর রঞ্জন বলেন, এই সাফল্যের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ফুটবলারদের। তাঁর কথায়, খেলোয়াড়রা অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে খেলেছে এবং মাঠে নিজেদের সেরাটা দিয়েছে। তিনি শুধু দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে দল যেভাবে আধিপত্য দেখিয়েছে, তা নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। ফাইনালে আরও বড় ব্যবধানে জেতার সুযোগ ছিল বলেও মনে করেন কোচ, যদিও একটি পেনাল্টি মিস হয়েছিল। তবে এসব খেলাধুলারই অংশ বলে মনে করেন তিনি। সব মিলিয়ে, নতুন এই প্রতিযোগিতার মঞ্চে বাংলার এই সাফল্য ভবিষ্যতের জন্য বড় আত্মবিশ্বাস জোগাবে।

# দুই লেগ মিলিয়ে ১২ গোল! রিয়ালের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিল বার্সেলোনা

**সংবাদ সংস্থা, কাম্প ন্যুও, ৩ এপ্রিলঃ** মেয়েদের চ্যাম্পিয়নস লিগে গতকাল রাতে কোয়ার্টার ফাইনাল ফিরতি লেগে রিয়াল মাদ্রিদকে ৬-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে হারায় বার্সেলোনা। এর ফলে দুই লেগ মিলিয়ে ১২-২ গোলের বিশাল ব্যবধানের জয় নিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে বার্সা। কাম্প ন্যুওতে ৬০ হাজারের বেশি দর্শকের সামনে 'এল ক্লাসিকো'-তে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের পাত্তাই দেয়নি বার্সা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাপট ধরে রেখে গোলবন্যায় ভাসিয়েছে মাদ্রিদের ক্লাবটি। মেয়েদের রিয়াল-বার্সা দ্বৈরথে ২৫ ম্যাচে এটি বার্সার ২৪তম জয়। গত ২৫ মার্চ কোয়ার্টার ফাইনাল প্রথম লেগে আধডজন (৬-২) গোলে জেতার পর রবিবার লিগ ম্যাচেও রিয়ালের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জেতে বার্সা। সব মিলিয়ে গত ৮ দিনে রিয়ালকে টানা তিন ম্যাচে হারানোর পথে বার্সা ১৫ গোল করল। এই জয়ে টানা অষ্টমবারের মতো মেয়েদের চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে উঠল বার্সা। সেমিতে তাদের প্রতিপক্ষ বায়ার্ন মিউনিখ। চলতি মরসুমের লিগ পর্বে গত অক্টোবরে এই জার্মান দলটিকে ৭-১ গোলে হারিয়েছিল বার্সেলোনা। গতকাল ঘরের মাঠে ম্যাচের অষ্টম মিনিটে গোলের সূচনা করেন বার্সা তারকা অ্যালেক্স পুতেয়াস। এটি ছিল বার্সার জার্সিতে তাঁর ৫০০তম ম্যাচ, আর গোলটি ছিল ২৩০তম। এর মধ্য দিয়েই গত সপ্তাহে মাদ্রিদে প্রথম লেগে পাওয়া ৬-২ গোলে জয়ের ব্যবধান আরও বড় করার পথে এগিয়ে যায় আয়োজকরা। বার্সার হয়ে জোড়া গোল করেন গ্রাহাম হানসেন। আর একটি করে গোল করেন ইরিনে পারেদেস, ইউয়া পাজর, ইসমে ব্রুগটস। এটা মেয়েদের এল ক্লাসিকোতে বার্সার সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়ই শুধু নয়, মেয়েদের চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়ালের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হারও। এই জয়ে বার্সা এখন শিরোপা পুনরুদ্ধারের পথে

আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। এর আগে গত মরসুমে আর্সেনালের কাছে শিরোপা হাতছাড়া করেছিল তারা। দারুণ ছন্দে থাকা বার্সা অবশ্য এবার লিগ পর্ব শীর্ষে থেকে শেষ করেছে। এই পর্বে তারা মোট ২০টি গোল করেছে, হজম করেছিল মাত্র ৩টি। ম্যাচ শেষে দলের জয়ের পাশাপাশি ব্যক্তিগত মাইলফলক স্পর্শ করা পুতেয়াস উদযাপন করেছেন সতীর্থদের কাঁধে চড়ে। গ্যালারিতে তখন সমর্থকেরা একসুরে তাঁর নামে স্লোগান দিচ্ছিল। পরে ডিজনি প্লাসকে পুতেয়াস বলেন, ''আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ, নিজেকে খুব ভালোবাসায় ঘেরা মনে হচ্ছে। সমর্থকেরা সেরা, আমি সব সময়ই এটা বলি। এই দলের সবচেয়ে বড় শক্তি সমর্থকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। কারণ, আমরা সব সময় মাঠে নামি জার্সিটাকে সর্বোচ্চভাবে প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা নিয়ে। দিনের শেষে এমন কিছু দেখা সত্যিই আবেগের।''

# গোল করিয়ে পরের ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন নেইমার

**সংবাদ সংস্থা, সান্তোস, ৩ এপ্রিলঃ** শুধু গোলটাই পাননি। কিন্তু গোল করিয়েছেন। আরেকটি গোলের প্রাথমিক উৎসও ছিলেন তিনি। দেখতে হয়েছে হলুদ কার্ডও। তাতে খেলতে পারবেন না সান্তোসের পরবর্তী ম্যাচ। ভিলা বেলমিরোয় আজ নেইমারের অতৃপ্তি বলতে এ হলুদ কার্ডের নিষেধাজ্ঞাই, তা ছাড়া ম্যাচে ভালোই খেলেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ব্রাজিলিয়ান সিরি আ-তে রেমোকে ২-০ গোলে হারায় সান্তোস। ৪০ মিনিটে সান্তোস মিডফিল্ডার থাসিয়ানোর গোলের উৎস ছিলেন নেইমার। ডান প্রান্ত থেকে দারুণ লবে বল বাতাসে ভাসিয়ে রেমোর বক্সে ফেলেন নেইমার। সেখান থেকে গোল করেন থাসিয়ানো। ৮২ মিনিটে বাঁ প্রান্ত থেকে ডিফেন্সচেরা পাস দেন নেইমার। গঞ্জালো এসকোবার সেই পাসটি ধরে ময়জেসকে দেওয়ার পর গোল করেন তিনি। কোচ কার্লো আনচেলত্তি ব্রাজিলের বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণার আগে সান্তোসের হয়ে ১৪টি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন নেইমার। তার মধ্যে আজ প্রথম ম্যাচে পুরো সময়ই মাঠে ছিলেন- যেটা তাঁর জন্য কোচ আনচেলত্তির বেঁধে দেওয়া পূর্ণ ফিটনেসে ফেরার শর্ত পূরণ করে। তবে ৮৬ মিনিটে হলুদ কার্ড দেখায় নেইমারের পরিকল্পনা কিছুটা গড়বড়ও হয়ে গেল।

বিশ্বকাপ স্কোয়াডে ফিরতে নেইমারের এখন টানা ম্যাচ খেলার বিকল্প নেই। সেখানে সব মিলিয়ে তৃতীয় হলুদ কার্ড দেখে সান্তোসের পরের ম্যাচে খেলতে না পারাটা তাঁর জন্য বড় ধাক্কাই। রেমোর ডিয়েগো হার্নান্দেজ পেছন থেকে কড়া ফাউল করেন নেইমারকে। রেগে তেড়েফুঁড়ে হার্নান্দেজের প্রতি ছুটে গিয়েছিলেন। এ সময় দুই দলের কয়েকজন খেলোয়াড়ের মধ্যে কথা-কাটাকাটি ও ধাক্কাধাক্কিও হয়। রেফারি সাভিও পেরেইরা সাম্পাইও হলুদ কার্ড দেখান নেইমারকে। রেমোর সমর্থকেরাও গ্যালারি থেকে নেইমারকে খোঁচা মারেন। সান্তোস তারকাকে তাঁরা সুরে সুরে বলেন, ''তুমি বিশ্বকাপে যাচ্ছ না।'' মাঠ ছাড়ার সময় রেফারির ওপর নেইমারের রাগটা স্পষ্ট বোঝা গেছে। পরে তিনি সেই রাগ ঝেড়েছেন স্পোরটিভির সঙ্গে আলাপে, ''এটা অন্যায়। কারণ, আমাকে পেছন থেকে ফাউল করা হয়েছে। কোনো দরকার ছিল না। আর ওটাই প্রথম ফাউল নয়, তৃতীয় কিংবা চতুর্থ ফাউল। আমি তার কাছে অভিযোগ করতে গিয়ে হলুদ কার্ড দেখেছি।'' নেইমার এখানেই থামেননি। রেফারির সমালোচনা করে আরও বলেন, ''সাভিও এমনই...সে ম্যাচের তারকা হতে চায়। খেলোয়াড়দের প্রতি তার আচরণ মোটেও সম্মানজনক নয়। কারও কথা শুনতে চায় না। সবখানে আধিপত্য বজায় রাখতে চায়। তাকে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার কৌশল শিখতে হবে। রীতিমতো অশ্রদ্ধার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে তার আচরণ।'' মারাকানায় আগামী রবিবার ফ্ল্যামেঙ্গোর মুখোমুখি হবে সান্তোস। হলুদ কার্ড নিষেধাজ্ঞার কারণে এই ম্যাচে নেইমার খেলতে পারবেন না। তাতে একটি অসুবিধাও হলো। ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তি বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণা করার আগে এই ম্যাচটি নেইমারের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেহেতু হাইপ্রোফাইল ম্যাচ, নেইমার তাতে ভালো খেলতে পারলে বিশ্বকাপের স্কোয়াডে থাকার দৌড়ে আরেকটু এগিয়ে যেতে পারতেন। ৯ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে ২০ দলের তালিকায় ১৩তম সান্তোস।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com